# অন্বেষা

বুদ্ধদেব গুহ

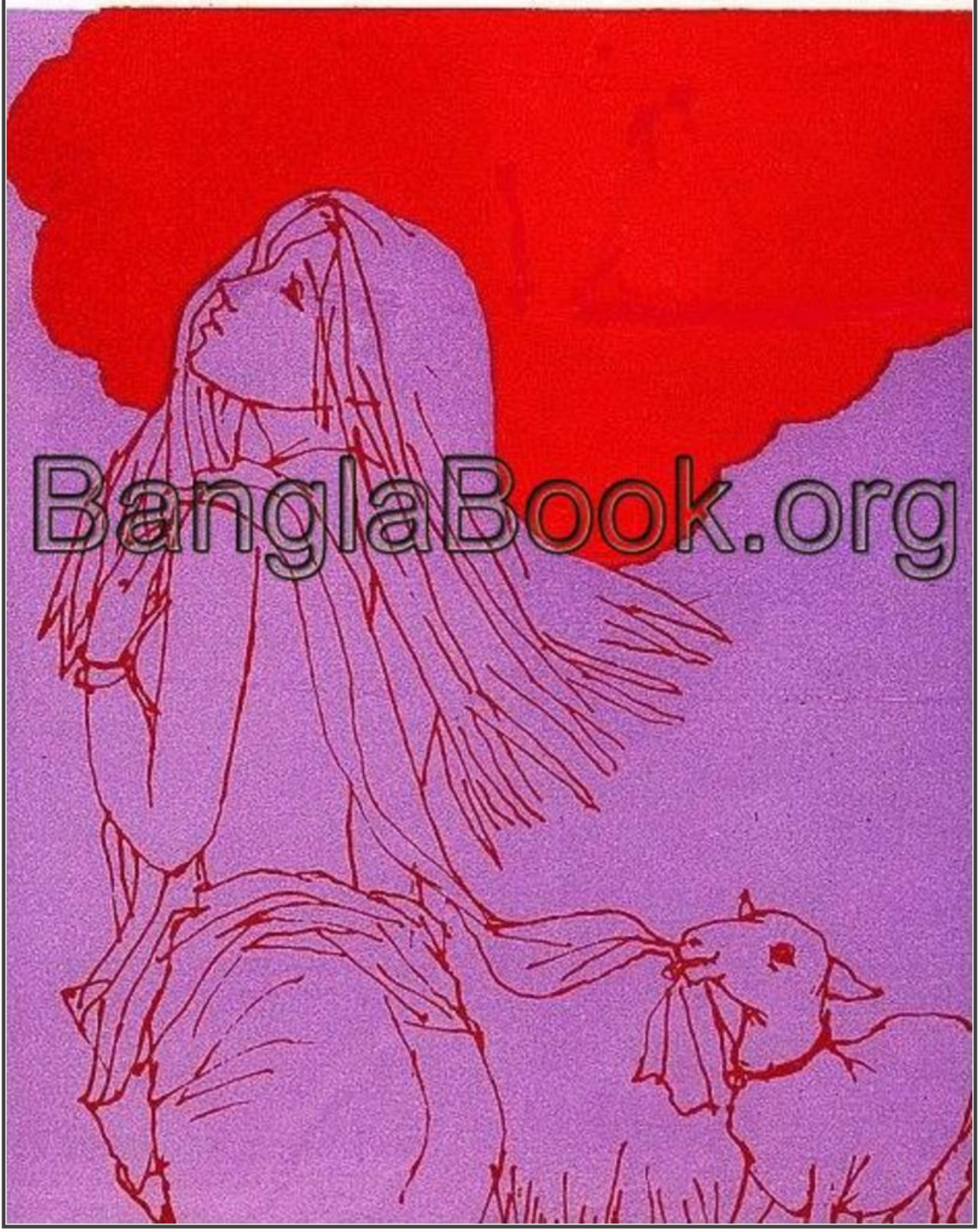

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# অন্বেষণ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

*এই উপন্যাসে উল্লিখিত প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক। বাস্তবের কোনও চরিত্রের সঙ্গে উপন্যাসের কোনও চরিত্রের কিছুমাত্র মিলও পরিলক্ষিত হলে তা সম্পূর্ণই দুর্ঘটনা-প্রসূত।*

১

বাবার মৃত্যুর পর আমরা যখন আয়রনসাইড রোডের গভর্নমেন্ট কোয়ার্টার্স ছেড়ে এই প্রায় পাড়াগাঁ মতো ভড় কলোনিতে উঠে এলাম তখন মনটা সঙ্গত কারণেই খারাপ হয়ে গেছিল। কোথায় আয়রনসাইড রোড আর কোথায় এই কচুরিপানায় ভরা পুকুর-ডোবা বাঁশ-ঝাড়ের ভড় কলোনি। কলকাতা থেকে আসতে যেতেও প্রায় প্রাণান্ত।

দাদা বৌদির হয়তো এই বাঁশবন, সবুজের সমারোহ, ঝিঁঝিঁ, জোনাকির মেলা, ব্যাঙের ডাক, ঝমঝম রাতভর বৃষ্টি খারাপ লাগছে না। কিন্তু আমার মেজাজ সবসময় খারাপই হয়ে থাকে। কোথায় গড়িয়াহাট আর রাসবিহারীর মোড়, পান-সিগারেটের পরিচিত দোকান, হাটারী আর সুতৃপ্তির শনি-রবিবারের আড্ডা! সব গেল! মণিদীপারা লেক গার্ডেনস-এ থাকে। তার সঙ্গে এখন দেখা করাই হাঙ্গাম-হুজ্জোতের। বন্ধু-বান্ধব সবই অন্য পাড়ায় ফেলে এসেছি। একটা বয়সের পর বন্ধু আর হয় না, যা হয় বড়জোর অ্যাকোয়েন্ট্যান্স। পরিচিত লোকজন, অনেক হয়, কনভিনিয়েন্সের, প্রয়োজনের, স্বার্থের।

ছাতওয়ালা, আমাদের দোতলা ভাড়া বাড়িটার উল্টোদিকে একটা দোতলা বাড়ি। আমাদের বাড়িটা নতুন। একটু বাগান আছে লাগোয়া, ছোট। কোলাপসিব্যল গেট আছে। উল্টোদিকের বাড়িটির বয়স অনেক। দেওয়ালে চুন-ফেরানো হয়নি বোধহয় পঁচিশ-তিরিশ বছর হবে। জায়গায় জায়গায় প্লাসটার খসে গিয়ে অশথ গাছের দুরন্ত সবুজ চারা গজিয়েছে। কাঠের জানলা দরজার রং এককালে কী ছিল আজ আর দেখে বোঝবার উপায় নেই। এখন ধূসর। সদর দরজায় কালোর উপর সাদা রঙে লেখা একটি নেমপ্লেট। সুজাতা বোস (মিসেস)। লেখাটা উঠে গিয়ে এমন হয়েছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় "সুতা মিসস"। সুজাতার 'জা' আর মিসেস-এর 'একার' হাপিস হয়ে গেছে রোদেজলে। বাড়িটার দেওয়ালে ছোট ছোট সাইজের ঘুঁটে দেওয়া। এখানকার গরুগুলোর বোধহয় পেটের গোলমাল আছে। গোবরের সঙ্গে খড়কুটো ইত্যাদি মিশেল দিয়ে ঘুঁটে দেওয়া সত্ত্বেও দেওয়াল বেয়ে মাধ্যাকর্ষণের টানে প্রায়ই ভূতলগামী হয়ে যাচ্ছে সেই তরল পদার্থ। প্রতিনিয়ত।

এখানে এসেছি দিন পনেরো হল। মাত্র চারশো টাকায় চারখানি বেডরুম, একটি বসার ঘর, রান্নাঘর, খাওয়ার ঢাকা-বারান্দা, বাইরের বারান্দা এবং সুন্দর ছাদও। তার সঙ্গে আবার বাগানও।

অসময়ে বাবা চলে যাওয়ার শোকে মা একেবারেই মুষড়ে পড়েছিলেন। এখানে এসে অনেকদিন পর আমার আর দাদার সঙ্গে কথা বললেন ভাল করে। প্রথম দিনই আমাকে বললেন, খোকন! আর ক'দিন বাদেই তো রথের মেলা, আমাকে কতগুলো জবা, করবী আর হাসনুহানার চারা এনে দিস তো। লাগাব এখানে। বৌদি বলল, আমার জন্যে একটা কদম গাছ আনতে বলো না মা। মা

www.BanglaBook.org

হাসলেন হঠাৎ। আগেরই মতো। বাবার রসিকতায় যেমন হাসতেন। বললেন, আর কদম গাছে কী হবে ? তোমার কেষ্ট তো এসেই গেছে !

অনেকদিন পর আমি আর বৌদি মাকে সহজ হতে দেখে আশ্বস্ত হয়েছিলাম।

হেসে বললাম, ভুল বললে মা। রাধাদের জীবনে কেষ্টরা তো বিয়ের পরেই আসে। এই অনুরাধার বর এসেছে। কেষ্ট আসেনি। নিশ্চয়ই আনব কদমগাছ। গতবার পরীক্ষা ড্রপ করেছিলাম বাবার ইচ্ছায়। বাবার অসুখের জন্যে ভাল প্রিপারেশন হয়নি বলে। বাবার একটা ভুল ধারণা ছিল যে, আমি খুব মেধাবী। আমি ভাল করেই জানতাম যে, তা নই। পরীক্ষায় ফার্স্ট-ক্লাস আমাকে নাকি পেতেই হবে। বাবা বলেছিলেন। স্টেটস-এর ক্যালিগারিতে, বাবার বন্ধু সৌম্যকাকা আমার জন্যে যে ভর্তি হওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছিলেন, তাও ফসকে যাবে। গতবারই পরীক্ষাতে বসে, হয়তো চলেই যেতাম। ইতিমধ্যে বৌদি এল। প্রায় আমারই সমবয়সী। নতুন-বৌ নতুন-বৌ গন্ধ গায়ে। আমার হাতের এত কাছে এমন একজন সুন্দরী সুরুচিসম্পন্না শিক্ষিতা মেয়ের এতক্ষণের সঙ্গ নেশার মতো পেয়ে বসেছিল আমাকে। বৌদি বলত, ঈসস। তোমার দাদা অ্যাকাউন্ট্যান্সি পাশ করে কী কমটা হয়েছে ? যেতে হবে না স্টেটস-এ। কোন মেয়ের খপ্পরে পড়বে শেষে। দ্যাখো। আমার একটাই দেওর—। আমার ইচ্ছা, সুন্দরী একটি বাঙালি মেয়ে আমার জা হবে, আমার মতো কালোও নয়, গরিব তো নয়ই। সারাজীবন আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে তো ! তোমরা দুটি মোটে ভাই। বাবাও চলে গেলেন। বিদেশ-ফিদেশ গিয়ে কাজ নেই। না খোকন যেয়ো না গো। মাকে এই আমরা চারজনে মিলে দেখিয়ে দেব, জয়েন্ট ফ্যামিলি কাকে বলে, সুখ কাকে বলে ; স্যাক্রিফাইস কাকে বলে।

আমি বলতাম, যা দেখাবে ; সে জানি। ফ্রুটস তুমি নেবে আর স্যাক্রিফাইসটা আমাকে দেবে, তাই-ই তো। বৌদি খুব হেসে উঠত। বলল, দেখোই না। দেখো তখন।

মাইই বদলে গেলেন। যে-মা বিদেশ যাওয়ার কথা শুনলেই ব্যাগড়া লাগাত, সেই মাইই বাবার মৃত্যুর পরে বার বার বলতে শুরু করেছেন দ্যাখ খোকন তোকে ক্যালিগারিতে যেতেই হবে। তোর বাবার বড়ই ইচ্ছা ছিল। আমাকে অনেকদিনই এ কথা বলেছেন তিনি। তা ছাড়া সব বন্দোবস্ত যখন...

বৌদি আবার কাল সকালেই বলছিল, বাঃ ! না না তোমায় যেতে হবে না। আসলে কি অ্যামেরিকান মেয়েদের মোহে যাচ্ছ ? মা তো আর জানেন না, কী কেলো হয় সেখানে। অবশ্য এও হতে পারে, সাদা নিয়ে খেলা করে কালো নিয়ে থিতু হবে। ফেঁসে যেয়ো নাযেন সেখানে। দেখো !

না বাবা ! কালো, জগতের আলো। তোমার মতোই একটি মেয়ে খুঁজে রেখো আমার জন্যে। এক্কেবারে তোমারই মতো।

বৌদি তাকাল আমার দিকে সোজা চোখে। তোমার জন্য কত্ত ভাল মেয়ে আনব খুঁজে, দেখোই না। ছেড়ে দিয়ো নিজেকে আমার হাতে। দেখো !

আমার সমস্ত আমাকেই তো ছেড়ে দিয়েছি তোমার হাতে। হাসতে হাসতে বললাম আমি। একটুও বাকি না রেখেই। বোঝনি বুঝি তুমি ? তুমি বড্ড বোকা। সত্যিই বোকা !

বৌদির মুখ মেঘের মতো কালো হয়ে গেল একেবারে। বলল, আমি বোকা নই। বোকা হতে পারলে খুশিই হতাম।

একটু চুপ করে থেকে বলল, জীবনে কোনওদিনও নিজের সমস্তটুকু তুমিকে কারও হাতেই ছেড়ে দিয়ো না। মানুষ তো দূরের কথা। ভগবানের হাতেও না। বলেই, গম্ভীর মুখে উঠে চলে গেল।

খাওয়ার টেবিলে বসে আমরা সকালের খাওয়ার পর জোর গল্প করছিলাম। মা, বৌদি আর ভ্যাগাবণ্ড আমি। আমার তো অখণ্ড অবকাশ। নতুন পাড়া, তার উপরে নির্জন। মা আর বৌদিকে, একা রেখে বড় একটা বেরোই না। এই পাড়ার হাল-চাল বুঝতে সময় নেবে। পাড়া বলতে, এ রাস্তায় কুল্লে গোটা দশেক বাড়ি পথের দুদিক মিলিয়ে। বাকি জায়গায় খানা, পুকুর, ডোবা। কাল দুপুরে পিছনের ডোবার পারে একটা ডাহুক দেখেছিলাম। সেই পাখিকেই যে ডাহুক বলে, জানতাম না। বিকেলে ঠিকে ঝি জ্ঞানদাকে জিজ্ঞেস করায়, সে বলল। জ্ঞানদার বাড়ি আরও ভিতরে। তার



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বামী ফুচকা বিক্রি করে গড়িয়াতে। মিনি বাস এসে ফুচকার ঝুড়িশুদ্ধু চাপা দিয়ে যায়। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে এই মিনিবাসের ড্রাইভারগুলোকে শায়েস্তা করতাম। শুধু মিনি কেন, ম্যাকসিরাও সমান। খুনি সব। কালো ধোঁয়া ছেড়েও মানুষ মারে, চাপা দিয়ে তো মারেই।

মা বললেন, লক্ষ করেছিস তোরা ? সামনের বাড়িটা যেন কেমন রহস্যময়। লুঙি পরে খালি গায়ে এক ভদ্রলোক বাইরের ঘরে নানারকম শিশিতে লাল নীল সব ওষুধপত্র নিয়ে কী সব করেন সারাদিন। স্টোভও আছে একটা ঘরের কোণে। উবু হয়ে বসে স্টোভে জল গরম করেন আর নানারকম কাঁচের নলে ফুঁ দেন, নাকের সামনে তুলে নাড়েন চাড়েন। অদ্ভুত ! আরও কত শত জিনিসপত্র ঘরময় ছড়ানো-ছিটানো দেখি।

বৌদি বলল, কোনও ওষুধ-টষুধের কারখানা করেছেন বোধহয়।

আমি কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়ছি আর আমারই নাকের সামনে কে এমন সায়ন্টিস্ট, ওষুধ তৈরি করছে সিংগল-হ্যান্ডেড ? আমার শ্লাঘাতে লাগল। বললাম, আজকালকার ওষুধপত্র সব এয়ারকন্ডিশান্ড ল্যাব-এ তৈরি হয়। কোয়াকসদের দিন চলে গেছে। তাইই যদি হয়, তাহলে ব্যাপারটা আমিই ইনভেস্টিগেট করব। এমন সময় ঘরে জ্ঞানদা এল। মাই-ই কথাটা পাড়লেন। বললেন, সামনের বাড়িতে কারা থাকে গো ?

কোন বাড়িতে ? সন্দেহের চোখে জ্ঞানদা তাকাল।

মা পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখালেন, ওই যে সোজা সামনে বাড়িটা।

ও ! ও তো সু দিদির বাড়ি। শুনেছি মেয়েদের স্কুলের মাস্টারনি। মেয়েদের বাড়ি বাড়িও গিয়ে পড়ায়। খুব খাটে বেচারি। সক্কাল থেকে রাত। বড়লোকের মেয়ে ছেল গা ! ভগমান যে কার কপালে কী নিকে রাকেন !

আর ওই লুঙি-পরা বাবুটি কে ?

ও মা ! ওই তো জগুবাবু। সু দিদির বর।

উনি কী করেন ?

উনি আর কী করবেন। পাগল।

পাগল ! কই ? পাগলামির তো কিছু দেখি না। কী সব ওষুধ-টষুধ বানান দেখি। বলতে বলতেই মা চটাস করে বাঁ গালে-বসা পেল্লাই সাইজের মশা মারলেন একটা। বললেন, যাইই বল জ্ঞানদা, বড্ড মশা তোমাদের এখানে।

জ্ঞানদা হেসে ফেলল। মার কথার ধরনে।

তা যা বইলেচো। তোমরা যার বাড়ি, ভাড়াতে নেচো, সেই যোগেনবাবু, গুড়ের ব্যবসা আচে গো মস্ত, ডায়মন্ডহাববরায়, সেই তিনি বাড়ি তৈরি হবার পর এসেচিলেন বইকী এক রাত। ছেলে-বৌ আর তিনমাসের নাতনিটিরে নে, গিন্নিমার সঙ্গে। কিন্তুক হলে কী হয়। সূযযি উটতে না উটতেই হাওয়া। গিন্নিমা চোতনকে বলে গেছিলেন, এখানে আর একরাত থাকলে আমার তিনমাসের নাতনিকে মোশারাই উড়িয়ে নে যাবে। এ জায়গা য্যাকন ভদ্দরনোকের যোগ্য হবে, তখনই এসে থাকা যাবেখন।

মায়ের বোধহয় কথাটা লাগল। আমরাও তো আজ বিপাকে পড়েই এখানে এসে উঠেছি।

মা বললেন, কেন ? আমরা বুঝি ভদ্দরলোক নই ?

জ্ঞানদা জিভ কেটে বলল, ছিঃ ! আইসলে জানো গো মা, আইজকাল ভদ্দরলোকরাই গরিব। পয়সা তো যত সব ছোটনোকদেরই হাতে।

এবার আমরা হাসলাম জ্ঞানদার কথায়।

কথাটা আমাদের সম্মান বাঁচাল। আমরা খুশি হলাম সকলে।

জ্ঞানদা আবার বলল, মোশার কতা কতচিলে তুমি, মজা দাকো। আর এ মোশাদেরই ভালবেসে জগুবাবু এলেন সুদিদিকে নিয়ে এখানে থাকবার জন্যে। সকলে তখন ওকে ডাকত মোশাঁভক্তি-মোশায় বলে। চারধারের খানা ডোবায় পুকুরে এত কচুরিপানা, তা মোশা হবে না ? ওই কচুরিপানা মারার ওষুধই তো বের কইরতিচেন আজ পনেরো বচ্চর হল ওই জগুবাবু, মানে, জগু



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাগলা।

অ্যাঁ ? মা অবাক হলেন।

বৌদি বলল, পনেরো বছর আগে এ জায়গা কেমন ছিল গো জ্ঞানদা ? তখন তো বাঘ ঘুরত এখানে !

তা যা বইলেচো। বাঘ না ঘুরলেও দিনদুপুরে শ্যাল, খাটাস, বেজি আর সাপ তো ঘুরতই। জ্ঞানদা দম নিয়ে বলল, হ্যাঁ, মা, যা বইলতেচিলুম, আহা আমারই বোনপো চোতনটা তো কাজ করে ওদের ওকানে। কী একটা ভারী খেতাবও আছে চোতনের যেন !

খেতাব ?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

হ্যাঁ। খেতাব। ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট না, কী যেন !

কী বললে ?

ওই তো ! ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট। বললুম তো।

ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ?

ওই হল। আমি কী অত ইংরিজি জানি নাকি। শুধু খেতাবই। এদিকে মায়না কুড়ি টাকা। আর খাওয়া। সে খাওয়ার যা ছিরি।

কেন ? খেতে দেয় না ?

পাগল কি আর সাধে বলে। সকালে সুদিদি চলে যাওয়ার সময় হাতে-গড়া দুটি রুটি তরকারি চা দিয়ে খায়। তারপর সেই রাতের বেলা খিচুড়ি। মধ্যে অবশ্য বার কয় চা চলে।

রোজ রাতে খিচুড়ি ? বল কী জ্ঞানদা ? ঠাট্টা করছ ?

হ্যাঁ গো। তাহলে আর বলতিচি কী ? পাগল তো ! তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই খিচুড়ি। তার মধ্যে তিনশ দিন মুগের ডালের। বাকি ক'দিন অন্য ডালের।

তা চোতন চাকরি ছেড়ে দেয় না কেন ? যেমন মাইনে পায়, তেমন মাইনের চাকরির কি অভাব আছে ? খিচুড়ি খেয়ে মারা পড়বে যে। মা বললেন।

সেই তো হচ্চে কতা। চোতন কেলাস থিরি অবধি পইড়ে ছেল। পড়াশুনাতেও ভাল ছেল। কেলাসে ফাস্টো আসত। তারপর ওর বাবা মরলে ওলাওটায়। হোতায় চাকরি নেল। বড় দুককের কতা গো মা। সেও পাগল এখন। বদ্ধ পাগল। চোতন বলে, টাকাই কি সংসারে সব ? শোনো কতা। তার মাটা কচুর শাক, কলমি শাক, গুগলি, শামুক, বাঁশের কচি গোড়া, ব্যাঙের ছাতা ইসব কুড়িয়ে হরিপুরের হাটে বেচে কোনওরকমে বেঁচে আছে, আর ছেলে তার বিদ্বেন হয়েচে। টাকাই সব, না তো কি মোশা আর কচুরিপানার ছেরাদ্দই সব ? শোনো কত্তা।

তারপর আমার দিকে একবার চেয়ে মাকে বলে, খবরদার মা। দাদাবাবুকে ওই জগু পাগলার সঙ্গে মিশতে দিয়ো না কখখনো। যেই-ই ওর সঙ্গে মেশে, তারই মাতার গোলমাল হতি বাধ্য। বাত্ত নোকের হতে দেকলুম, চোকের সামনে।

বৌদি বলল, আমি ভদ্রমহিলার কথা ভাবছি। কী স্যাক্রিফাইস। সকাল থেকে রাত অবধি খেটে এই স্বামীকেই খাওয়াচ্ছেন আর স্বামী মশা তাড়াচ্ছেন।

মোশা নয়, কচুরিপানার ধ্বংসের পাঁচন গো। চোতন বলে, কচুরিপানার গুষ্টিনাশ করে ওরা ছাড়বে নাকি !

মা বললেন, ওই হল। বাকিটা আবার কাল শুনব জ্ঞানদা। এবার রাতের এঁটো বাসনগুলো মেজে ফেল মা !

যাই। বলে জ্ঞানদা রসের আলোচনা ছেড়ে অনিচ্ছার সঙ্গে চলে গেল।

বৌদি স্বগতোক্তি করল, অদ্ভুত তো ! তোমার দাদা এলে বলতে হবে।

মা বললেন, অদ্ভুত, বলে অদ্ভুত ! ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টই ভাল। তারপরেই বললেন, পৃথিবীতে এত গুচ্ছের খারাপ জিনিস থাকতে কচুরিপানা কার কী ক্ষতি করল বাবা। কচুরিপানার উপর রাগ করে বৌটাকে এমন হয়রানি করানো। কী সুন্দর নীল-নীল ফুল ফোটে। ভারী সুন্দর দেখতে। আমার



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তো ভাল লাগে কচুরিপানা।

বললাম, বল কী মা! কচুরিপানার মতো ক্ষতি খুব কম জিনিসই করে। কত নদী পুকুর খাল হেজে-মজে যায়। নৌকা চালানো যায় না খালে বিলে, মাছ ধরা যায় না, তা ছাড়া মশা, যা হচ্ছে গিয়ে ম্যালেরিয়ার বাহন, তাদের স্বর্গ হচ্ছে কচুরিপানা। শচী-পিসের সঙ্গে একবার বহরমপুরের বিলে শীতকালে পাখি মারতে গিয়ে কচুরিপানা দেখেছিলাম বটে। কাম পাখি বলে এক রকমের নীলচে-সবুজ পাখি হয়। লম্বা লম্বা তাদের ঠ্যাং আর লাল ঠোঁট। কচুরিপানার মধ্যে লুকিয়ে থাকে তারা। কাম পাখি মারার সময় দিনের বেলাতেই যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মশা দেখেছিলাম, এমন মনে হয়, নেফার জঙ্গলেও নেই।

মা বললেন, রাখ তো তোর শচী-পিসের কথা। সে তো আরেক পাগল। কাম পাখি।

বৌদি মায়ের কথা বলার ধরনে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মা এবার উঠবেন। চান করে পুজোয় বসবেন। আমাদের সঙ্গে বসেন বটে, এক কাপ চা ছাড়া কিছুই খান না। দাদার খাওয়া ও আমাদের চা জলখাবার খাওয়া দেখার জন্যেই বসেন। বৌদিকে রুটি টোস্ট করে দেন। দুধ গরম করে দেন। বৌদি আপত্তি করলে বলেন, চুপ করো তো তুমি। কষ্টের দিন পড়ে আছে। যতটুকু আদর আরাম পাও, তাতে না করতে নেই। দিন কি সমান যায়? আমাকে চোখের সামনে দেখছ না। মানুষটার কত স্বপ্ন ছিল, কত সাধ! এটা করব, ওটা করব, ছেলেরা সব পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেই বুড়ো-বুড়ি মিলে কুণ্ডু স্পেশালে করে বেরিয়ে পড়ব। প্রতি বছর। খুব নাকি ভাল ফুলকো-লুচি খাওয়ায় কুণ্ডু স্পেশাল। তার মধ্যে কোথা থেকে কী হল! এনকেফেলাইটিস।

ওই! আমি বললাম। ওই এনকেফেলাইটিসও বয়ে আনে মশা। তবে রোগটা আসে গরু মোষের কাছ থেকে।

মা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। উঠে যাবার সময় বললেন, অদ্ভুত তো সামনের বাড়ির ভদ্রলোক! রোজই খিচুড়ি খায়। কত রকম পাগলই হয়।

ঘর ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বললেন, একদিন আমি খিচুড়ি রেঁধে দেব, দিয়ে আসিস তো গিয়ে খোকন!

পাগল নাকি। আমি বললাম, চেনা নেই, শোনা নেই, আলাপ পর্যন্ত নেই। এ কি গরু নাকি যে, জাবনা ধরব গিয়ে সামনে, আর চক চক করে জিভ বের করে খেয়ে নেবে? আশ্চর্য কথা!

মা লজ্জা পেলেন। বললেন, ঠিক আছে। পরেই হবে। সামনাসামনি বাড়ি, আলাপ তো একদিন হবেই। আলাপ তো আর ঠেকে থাকবে না। আশ্চর্য! কতরকম লোকই থাকে পৃথিবীতে। তিনশো পঁয়ষট্টি দিন খিচুড়ি!

বৌদি একটা হাই তুলল।

কী? রাতে ঘুম হয়নি বুঝি? এখনও তোমাদের হরিমুন ফুরোলো না?

বৌদি চোখ দিয়ে হাসল। মাথা নাড়ল দুপাশে। মুখে বলল, মশা!

আমি বললাম, চলো মাকে নিয়ে আজ দুপুরে ফটিকচাঁদ দেখে আসি। সেদিন পার্থদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বলছিল খুব ভাল হয়েছে নাকি!

কে পার্থ?

আরে। পার্থসারথি চৌধুরী। বলছিল, গোর্কি সদনে দেখেছে, অসাধারণ ভাল ছবি। প্রথম ছবি হিসেবে অসাধারণ ভাল।

অপর্ণার থার্টি-সিকস চৌরঙ্গি লেনের চেয়েও?

আঃ! তুমি না। কোনো ক্রিয়েটিভ ব্যাপারে এরকম তুলনা চলে না।

গোলাপ ফুলও ভাল, রজনীগন্ধাও ভাল, চাঁপাও ভাল ফুল। এক গোলাপের সঙ্গে অন্য গোলাপের তুলনা হয়তো চলে, এক বইয়ের সঙ্গে অন্য বইয়েরও। কিন্তু গোলাপের সঙ্গে কি বইয়ের তুলনা চলে?

তুমি বেশ আঁতেল আঁতেল কথা বলছ দেখছি আজ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজ্ঞে না। এমন ফাঁকা আঁতলামো, মাতলামোরই মতো। আঁতেল হওয়া এত সহজ নয়। বিদেশি বইয়ের কভার আর ব্যাককভার পড়া আঁতেলরাই এখন আঁতেল। পার্থদা সেরকম আঁতেল নয়, রিয়্যাল আঁতেল। তাঁর প্রশংসা শুনলাম বলেই ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করছে।

তবে চলো। বৌদি বলল। তারপর বলল, টাকাটা আমাকেই দিতে হবে নিশ্চয়ই।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। দ্যাট গোজ উইদাউট সেয়িং!

বৌদি হাসল।

২

বৌদি আর মা দাদার শ্বশুরবাড়িতে থাকবেন তিন দিন। আমিই আজ সকালে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। দাদা কী একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে গেছে বাইরে।

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর পড়ার টেবিলে বসেছিলাম। বাইরে নানারকম পাখি ডাকছিল। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। ঝুরঝুর করে হাওয়া বইছে গাছে-পাতায়। বাঁশবনে কটকটি উঠছে। পড়ার টেবিলে বসে আছি, কিন্তু পড়াশোনা কিছুই হচ্ছে না। চোখ পড়ল সামনের বাড়িতে। বাইরের দরজা খোলা। ঘুঘু ডাকছে ঘুররররর-ঘুররররর করে। ভিতরে কাজ করছেন জগুবাবু।

দরজা খুলে, বাইরে থেকে তালা দিয়ে, গিয়ে পৌঁছলাম সামনের বাড়িতে। খোলা দরজায় আমাকে দেখেই, একটি ছেলে, বোধহয় চোতনই, এসে বলল, কী চাই?

কিছু চাই না। আমরা উল্টোদিকের বাড়িতে নতুন ভাড়া এসেছি। তুমিই কী চোতন? জ্ঞানদার বোনপো?

হ্যাঁ। নিরুত্তাপ গলায় উত্তর দিল চোতন।

উনি কি আছেন?

আছেন। এমন সময়, ঘরের মধ্যে থেকে সেই ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়ালেন। একটি ঘি-রঙা খদ্দরের লুঙি পরনে। খালি গা। গায়ের রং বেশ ফর্সা। বুক ভর্তি পাকা চুল। চাপা নাক, মাথার চুল পাতলা। বেঁটে, শক্তসমর্থ চেহারা।

নমস্কার করে বললাম, আমরা উল্টোদিকের বাড়িতে ভাড়া এসেছি। আসা অবধিই দেখছি যে, সারাদিন আপনি শিশিবোতল নিয়ে কীসব করেন। তাইই, কৌতূহল হল। আমি নিজেও সায়ান্সের ছাত্র কিনা!

বাঃ! সায়ান্স!

পরীক্ষার পর ইচ্ছে আছে হায়ার স্টাডিজ-এর জন্যে...যাব।

নিজের গলাটাই নিজের কাছে বেশ চালিয়াৎ চালিয়াৎ শোনাল।

উরি বাবাঃ! তুমি তো মস্ত পণ্ডিত! তোমার মতো প্রতিবেশী পাওয়াও তো সৌভাগ্যের। এসো, এসো, ভিতরে এসো। বাবুকে বসতে চেয়ার এনে দে চোতন। বাবু মস্ত পণ্ডিত লোক।

আপনি কি কেমিস্ট্রিতে ডকটরেট?

আমি? আরে না না। আমি জীবনের কোনও পরীক্ষাই পাশ করতে পারিনি। একেবারেই গণ্ডমূর্খ। আমি দশম ফেল।

দশম ফেল মানে?

মানে, ক্লাস টেনের পরীক্ষাতেও ফেল করেছিলাম।

ধাক্কা খেলাম আমি!

উনি বললেন, আমার কাজে তাহলে তুমি তো অনেক সাহায্যও করতে পারো। করবে? ওঁর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

ফালতু লোকের প্রলাপ সামলে নিয়ে, তাচ্ছিল্যের গলায় আমি বললাম, কোন এরিয়াতে কাজ করছেন আপনি? নিশ্চয়ই, উইড-এরাডিকেশান। কিন্তু কী নিয়ে? ফাঙ্গিসাইডস? সরি, হার্বিসাইডস?



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলছি, তার আগে তুমি একটা কথা বলো, ফ্লোরিডা মানাটির নাম শুনেছ ? জানো সে সম্বন্ধে কিছু ? সেদিনই একটা জার্নালে পড়ছিলাম, ওই উইড প্রোডেটরসদের কথা। আমার গবেষণা চালিয়ে বোধহয় আর লাভ নেই। এ দেশে কচুরিপানা নির্মূল করতে প্রোডেটরসদের সাহায্য নেওয়াই সবচেয়ে সুবিধের। হয়তো সবচেয়ে সস্তারও। আর তাইই যদি হয়, তাহলে কেমিক্যাল ডেসট্রাকটিভস, আই মীন, হার্বিসাইডস নিয়ে কাজ করা ইডিয়টিক।

কোন প্রোডেটরসদের কথা বলছেন আপনি ? আমি অবাক হয়ে বললাম। এ ব্যাপারে তো আমি কিছুই জানি না।

তুমি তো স্টেটস-এ পড়তে যাবে ? তাই না ? সেখানের ক্যালিফোর্নিয়ার তুলোর ক্ষেতে রাজহাঁসদের সাকসেসফুলি কাজে লাগানো হয়েছে এক ধরনের আগাছা নির্মূল করার জন্যে। ওরেগনেও রাজহাঁসদের কাজে লাগানো হয়েছে মিন্ট-ফিল্ডস-এর আগাছা নির্মূল করার জন্যে। মিন্ট কাকে বলে জানো তো ? আমাদের বাঙালি পুদিনাই হচ্ছে গিয়ে মিন্ট। কোনও কোনও মাছকেও এই একই ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে জলজ উদ্ভিদদের নিয়ন্ত্রণ করতে।

কোথায় ? কী মাছ ? আমি অবাক হয়ে বললাম।

যেমন ধরো, কঙ্গো দেশের তিলাপিয়া, অথবা ইজরায়েলি রুই মাছ, মানে যাকে আমরা কার্প বলি ; তাদের দিয়ে। সেইরকমই ফ্লোরিডা মানাটিও নানারকম জলজ উদ্ভিদ খায়। আমাদের কচুরিপানা অর্থাৎ ওয়াটার-হায়াসিন্থ, পন্ডউইড, অ্যালিগ্যাটর-উইড ইত্যাদি খায় এক ধরনের শামুক। তাদের নাম, মারিসা করর্নুয়ারিটিস।

বলেই বললেন, এসো এ ঘরে এসো।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখি চৌকো চৌকো ছ' ফিট মতো গভীর নানা সাইজের অনেক চৌবাচ্চাতে কচুরিপানা ভরা আছে।

দ্যাখো, পুকুর, ডোবা, মজা-নদীর আইডিয়াল কন্ডিশানস-এ কচুরিপানা রেখেছি এখানে। হঠাৎ হাত ডুবিয়ে প্রথম চৌবাচ্চা থেকে উনি একটি কালো শামুক বের করলেন। বললেন, দ্যাখো।

ঘরে এককোণে তারের জাল দেওয়া বাকসের মধ্যে নানারকমের ফড়িং দেখলাম। কার্ড-বোর্ডের বাক্সের মধ্যে নানাজাতের শামুকও। হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানিও শুনতে পাচ্ছিলাম। উনি আমাকে নিয়ে গিয়ে উঠোন পেরিয়ে পিছনের মাঝারি আকারের পুকুরের সামনে দাঁড়ালেন। ঐ পুকুরেও কচুরিপানা ভর্তি। নানা জাতের হাঁস, প্যাঁক প্যাঁক করে চরছে সেখানে। হাঁস ছাড়া অন্য নানারকম পাখিও। আমি চিনি না। মনে হল, চোতন ; আমি আসার আগে ওই পুকুর পাড়েই বোধহয় খাতা পেনসিল নিয়ে বসে বসে কী সব লিখছিল। চোতনের খাতাটা তুলে নিয়ে পড়তে পড়তে ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, বলিস কী রে ? ঠিক দেখেছিস ? তবে তো দুঃখ ঘুচল ভারতবর্ষের। শুনলে ? হুইসলিংটিলেরা নাকি ঠুকরে ঠুকরে কচুরিপানা খেয়েছে। এদের তিন দিন হল মোটে ছাড়া হয়েছে। বাঃ।

বাইরের ঘরে আবার আমরা ফিরে এলাম। জগুবাবু বললেন, জানি না চোতনের রেকর্ডিংস ঠিক কি না। যদি হয়, তবে খুবই আনন্দের কথা।

বলেই বললেন, চা খাবে না কি ?

এখন ? মোটে দুটো বাজে ?

হাঃ। এভরি টাইম ইজ টি-টাইম। কররে চোতন ; চা কর। একটু তাড়া দিয়ে দিস। চোতন চলে যেতেই, উনি বললেন, অ্যাই দ্যাখো, তোমার নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করা হয়নি। কী নাম তোমার ?

নাম বললাম।

বড্ড বড় নাম। এই যুগে কি এতবড় নাম উচ্চারণ করার ধৈর্য কারও আছে ? একটু থেমে বললেন, তোমাকে তাহলে কি সিধু বলেই ডাকব ?

পাগল একেই বলে। বাবা-মায়ের দেওয়া নাম থাকতে আমাকে খামোকা সিধু বলতে যাবেন কেন ? কী বিপদ রে বাবা !

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না না। আমার একটা বাড়ির নামও আছে।

কী সেটা ? বলে ফেলো।

খোকন।

খোকন খোকন ডাক পাড়ি, খোকন গেছে কার বাড়ি ? বাঃ। ফারসট ক্লাস।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, কোন কলেজে পড়তে তুমি ?

হৈমবতী লাহা কলেজ।

তাই ? সেখানে আমার এক ভাগ্নেও পড়ত। সৌমিত্র রায়। তোমাদেরই বয়সী হবে। চেনো নাকি ?

সৌমিত্র রায় বলে আমার এক বিশেষ বন্ধু আছে। পড়াশুনায় খুব ভাল। ওরা কিন্তু ওল্ড আলিপুরে থাকে। ওর বাবার কী সব ইন্ড্রাস্ট্রি-টিন্ডাস্ট্রি আছে।

সেইই তো।

সৌমিত্র ? আপনারই বোনপো ?

ইয়েস স্যার। বোনের ছেলেকে যদিও আমরা বাঙালরা ভাগ্নে বলি, আসলে ভাইগনা, তোমরা বলো বোনপো। ওই হল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এবার মনে পড়ল সৌমিত্র প্রায়ই তার ছোটমামার গল্প করত আমাদের কাছে। তাঁর কথা বলতে বলতে ও রীতিমত ওয়ার্কড-আপ হয়ে যেত। এই জগুবাবুই তাহলে সৌমিত্রর সেই গ্রেট ছোটমামা ! বহুদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। কী করছে ও এখন ? আপনিই নিশ্চয়ই ওর ছোটমামা ? তাই না ?

ইয়েস। আমিই সেই অপদার্থ ছোটমামা। ও তো চলে গেছে। জানো না ?

কোথায় ?

স্টেটসে। সব অ্যামবিশাস ছেলেরাই তো আজকাল সেখানেই যায়। আমাদের সময় ছিল ইংল্যান্ড, এখন স্টেটস।

সৌমিত্রটা কী খারাপ, দেখেছেন ? দু মাস আগেও দেখা হল, বলল না তো কিছু ?

হয়তো সময় পায়নি। আমার বোন-ভগ্নীপতি বেড়াতে গেল, সেই সঙ্গেই চলে গেল ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে। ওখানেও ওদের অনেক পয়সা এবং অনেক জানাশোনা। গিয়ে, যা করার করবে।

ও তো ফিজিক্সের ছাত্র ছিল। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নিয়ে পড়বে বলত।

হ্যাঁ। তাইই পড়বে বোধহয়।

তারপর কী করবে ?

তোমরা সকলেই যা করবে। কেউ নিউক্লিয়ার বোমা বানাবে, কেউ মালটিন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় চাকর হবে। ভ্যাদা বড়লোকের ন্যাকাবোকা মেয়ে বিয়ে করবে দেশে ফিরে। বিরাট কোম্পানির ফ্ল্যাটে টুকু-টুকু সংসার করবে। ক্লাব-পার্টি করবে। তোমাদের জীবনের যা উচ্চাশা, যা এইম ; তাইই তোমরা পূরণ করবে।

কথাটার মধ্যে শ্লেষ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু ঠিক কতখানি তা আঁচ করতে পারলাম না। বললাম, আপনি কতদিন এই নিয়ে পড়ে আছেন ?

কী নিয়ে ?

এই কচুরিপানা নিয়ে।

ভুলে গেছি।

আপনি অন্য কিছু করেননি এর আগে ?

নাঃ। কী করব। একটা কাজ করতে পারলেই জীবনে যথেষ্ট। কাজের মতো কাজ। ছেলেবেলায় আমরা খুব ওয়েল-অফফ ছিলাম। বাবার কোল মাইনস ছিল। কিন্তু ভাগ্যদেবী আমার প্রায় প্রথম যৌবনেই বাবাকে ছেড়ে চলে গেছিলেন অভিমান করে। এখন ভাবি, ভাগ্যিস গেছিলেন। প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, দারিদ্র্য ছাড়া মানুষের মধ্যের ভাল জিনিসগুলো বিকশিত হয় না। এমনকী, কী আছে, আর কী নেই ; তা বোধহয় জানা পর্যন্ত যায় না। আমি অবশ্য গবেট, গবেটই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আছি। আমার অন্য ভাই বোনেরা সাংঘাতিক ভাল। ম্যাটার অফ ফ্যাকট। প্র্যাকটিকাল। তারা ভাগ্যদেবীকে আবার ল্যাজ ধরে টেনে এনেছে পালানো-গরুর মতো।

বললাম, আপনার কাজের কথা বলুন। আপনি সত্যিই কাজ-পাগল।

না না, আমি পাগল নই, আমার স্ত্রী পাগল। আমার পাগল স্ত্রী আমাকে উদয়াস্ত রোজগার করে খাওয়ান। আর আমি···

পাগল কেন ?

পাগল নয় ? যে যুগে, যে কালে, প্রত্যেক মেয়ে নিজের সুখ, নিজের সিকিওরিটি, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে পাগলের মতো দৌড়োদৌড়ি করে মরছে, সে যুগে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে এমন করে যে অপদার্থ স্বামীর জন্যে নষ্ট করে সে পাগল নয় ?

আপনার ল্যাবরেটরিতে ঠিক কী করার চেষ্টা করছেন আপনি ?

যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা···ভেবেছিলাম এমন একটা কোয়াগুলেন্ট বের করব যা, যে-জলে কচুরিপানা হয় এবং থাকে সে জলের বিভিন্ন জায়গাতে ফেলে দিলেই কচুরিপানা শুধু মরেই যে যাবে, তাইই নয়, ডিসলভডও হয়ে গিয়ে ফাঙ্গি, অ্যালগীদের সঙ্গে মিশে মাছের, হাঁসের এবং নানারকম অন্য আগাছার খাবারে কনভার্টেড হবে। এই নাশক অবশ্য বহমান জলে ব্যবহার করা যেত না। কিন্তু হল না তো এখনও। কিছুই হল না···তবু, চেষ্টা করে যাব। দেখি···

এই রকম প্রিমিটিভ ল্যাবে কী এসব হয় ! গভর্নমেন্টের উচিত আপনার মতো লোকেদের···

গভর্নমেন্ট ? সে তো তোমার আমার সতীন নয়। সে যে আমি-তুমিই। আমরাই তো গভর্নমেন্ট ! গভর্নমেন্ট কি আলাদা কেউ ? সর্ষের মধ্যে ভূত ঢুকে গেছে, তো ওরা করবে কী ? যে-দেশে এত মানুষ না-খেয়ে থাকে, ফুটপাথে শুয়ে থাকে, যে-দেশে মানুষের সংখ্যা বাড়ে গিনিপিগের মতো প্রতি বছরে, সেখানে গরিব গভর্নমেন্ট কতটুকু করতে পারে কার জন্যে ? আমরা যদি দেশকে নিজের বলে মনে করি, তাহলে নিজেদের ঘাড়েও কিছু কিছু দায় চাপাতে হবে বইকী !

চোতন চা নিয়ে এল।

চা খেতে খেতে উনি বললেন, উইড কন্ট্রোল এখন আর ধান-পাটের খেতের আগাছা নিড়োনো দিনমজুর বা পুকুর-বিলের কচুরিপানা-ঝাঁঝি পরিষ্কার করার মাঝিদের হাতেই নেই। এটা একটা সায়ান্টিফিক প্রসেসে এলিভেটিড হয়ে গেছে। উইড-এরাডিকেশানের টোটাল সায়ান্সের মধ্যে বায়োলজি, একোলজি, বায়ো-কেমিস্ট্রি ইত্যাদি নানা সায়ান্সই তো জড়িয়ে আছে। মাটি ও জলের আগাছারা আমাদের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছালির ফুড এবং হেলথ-এর মস্ত বড় দাবিদার। এ দেশে যেভাবে পপুলেশন বাড়ছে, তাতে এসব দিকে এখন থেকে চোখ না দিলে দেশের দুর্দশা কখনও কমবে না। তুমি কি জানো ? কত দেশে ছাগল চরে চরে দেশকে মরুভূমিতে রূপান্তরিত করেছে ? ছাগল যাইই খায়, মুড়িয়ে খায় ; শিকড় সুদ্ধু, গোড়ার মাটি সুদ্ধু—গরু-মোষের মতো করে খায় না ওরা। সে কারণে, ছাগলের সংখ্যার বিপদ নিয়ে অনেক দেশ, যেমন ধরো অস্ট্রেলিয়া প্রচণ্ড সচেতন হয়েছে। মাটি এরোডেড হয়ে যায়, মরুভূমি ও ঊষর টাঁড় সহজেই গ্রাস করে ছাগল-চরা মাঠ-প্রান্তর। অথচ আমাদের বি. এ. এম. এ. পাশ করা টাই-স্যুট পরা ছাগলদের জিজ্ঞেস করো, তারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে যার কেরিয়ার, ফ্ল্যাট, গাড়ি উন্নতি নিয়ে পড়ে রয়েছে আর গালাগালি করছে গভর্নমেন্টকে।

কচুরিপানার উপর আপনার এত রাগ হল কেন ?

রাগের কথাই যদি বলো, তাহলে বলব, কথায় কথায় গভর্নমেন্টের উপর রাগ করার চেয়ে কচুরিপানার উপর রাগ করা ঢের ভাল।

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে আমি বললাম। অন্য ক্ষতির কথা ছেড়েই দিলাম, জলের নাব্যতা নষ্ট করে এরা, মাছ ধরা যায় না, হাঁসের চাষ, মাছের চাষ করতে দেয় না। তার উপর মশা ! যে দেশে প্রতি বছর এত মানুষ মরে ম্যালেরিয়ায় আর এনকেফেলাইটিস-এ সে দেশে মশাদের এমন অবাধ প্রজনন ক্ষেত্র বাঁচতে এবং বাড়তে দেওয়া কি চলে ?

কচুরিপানা পুড়িয়ে দিলে কী হয় ? মরে না ?



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাগল। কচুরিপানা, হিন্দু ধর্মের আত্মার মতো অবিনশ্বর। আগুনে পোড়াও, জলে পচাও, মাটি চাপা দিয়ে রাখো, রোদে ফেলে রাখো, সে অমর অক্ষয়। এ দেশের মানুষের বংশ বৃদ্ধির চেয়েও তাদের বংশবৃদ্ধি হয় অনেক তাড়াতাড়ি। দেখতে দেখতে ছেয়ে ফেলে একরের পর একর জল ; মাইলের পর মাইল বিল। এ বড় সর্বনাশা জিনিস হে!

এ পর্যন্ত কী কী ভাবে কচুরিপানা কন্ট্রোল করার চেষ্টা হয়েছে সারা পৃথিবীতে ?

সারা পৃথিবীতে তো আর কচুরিপানা নেই। সমস্ত রকম জলজ এবং ভূমিজ আগাছা ধ্বংস করারই যুদ্ধে নেমেছে মানুষ অনেকদিন হল। তোমাদের স্বপ্নরাজ্য স্টেটস-এ এই আগাছা বিধ্বংসী ওষুধপত্র, মানে ; হার্বিসাইডস ইন্ডাস্ট্রি এখন একটি মালটি-মালটি মিলিয়ন ডলার ইন্ডাস্ট্রি। মেকানিকাল এবাডিকেশানের কথা ছেড়েই দাও, নানারকম ইনসেক্ট প্রেডেটরস, মাইক্রো-অর্গানিজম, প্রেডেটর প্লান্টস এবং প্রেডেটর অ্যানিম্যালস-এর হদিশ পেয়েছে তারা।

পৃথিবীর কোন কোন দেশ হার্বিসাইডস বেশি ইউজ করে ?

কোন কোন দেশ ? এবার হাসলেন উনি।

বললেন, সবচেয়ে বেশি করে ইউনাইটেড স্টেটস, তুমি যেখানে যাবে।

অন্যান্য দেশ ?

স্টেটস-এর তুলনায় নগণ্য। ক্যালিফোর্নিয়ার ডেভিস-এ, মিস্টার ডাব্লু আর কারটিক একটা রিপোর্ট পড়েছিলেন উইড-কন্ট্রোলের উপর। তাতে উনি বলেছিলেন, স্টেটস এগারোশো কোটি টাকার হার্বিসাইডস ইউজ করেছে ওই সনে। চিন্তা করো। উনিশশো সত্তর সনের কথা বলছি। এখন তা কতগুণ বেড়েছে, কে জানে ? এই গর্তে বসে আমি আর কতটুকু খবর রাখি।

আর অন্য দেশ ?

জাপান, পশ্চিম ইয়োরোপ, নিয়ার ইস্ট, সাউথ ইস্ট, এশিয়া এবং ওসিয়ানিয়া ইত্যাদি নানা দেশও ইউজ করে।

ভারতবর্ষ ?

বলতে পারব না।

দাদাবাবু একানে কি ?

মুখ তুলে দেখি, জ্ঞানদা দাঁড়িয়ে আছে দরজায় এবং আমার লোকাল গার্জেনের মতো জবাবদিহি করছে আমার কাছে। মুখেচোখে অত্যন্ত বিরক্তি ফুটিয়ে সে বলল, বাইরে থেকে দোর বন্ধ। ঢুকি কী করে ?

আমি উঠে বললাম, আজ আমি আসি, ছোটমামা। ও দাঁড়িয়ে আছে।

ছোটমামা ডাকে জগুবাবু ছেলেমানুষের মতো খুশি হলেন। বললেন, সর্বনাশ করলে হে! নরাণাং মাতুলক্রম বলে একটা কথা আছে জানো তো ? মাতুল তো পাগল। এখানে চোতন কাজ করে বলে ওরও পাগল উপাধি জুটেছে। তোমার এমন ব্রাইট ফিউচার! এড়িয়ে এড়িয়ে চলো বাবা আমাকে!

৩

ব্যাপারটা যে এরকম একটা মোড় নিতে পারে মনে মনে আশঙ্কা করেছিলাম, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে নেবে, বুঝতে পারিনি।

দাদা কাল রাতে খেতে বসে, বলেই ফেলল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসেছিলাম। মা যদিও শুধুই দুধ-রুটি খান রাতে, তবুও আমাদের সঙ্গেই বসেন। খাওয়া প্রায়ই প্রায় হয়ে এসেছে, দাদা হঠাৎ বলল, কীরকম পড়াশুনা হচ্ছে ? খোকন ?

ঠিক এই রকমভাবে বাবাও কোনওদিন আমার পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করেননি। কারণ, দাদার মতো ভাল না হলেও পড়াশোনায় আমি কোনওদিনই খারাপ ছিলাম না। সে কারণে, আমার একটু গর্বও ছিল। দাদার বলায় বিদ্রূপই ছিল বেশি, ভাইয়ের পড়াশুনা সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের চেয়ে।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি চমকে উঠেছিলাম—মাও কম চমকাননি।

জল খেতে খেতে বললাম, চলছে।

চলছে, চলবে, করিস না, ভাল করে পড়। সকাল থেকে রাত অবধি আমি তো আর খেটে খেটে পারি না। আজকাল এতবড় ছেলেকে রেজাল্ট ভাল করার জন্যে কেউ বছর নষ্ট করিয়ে বাড়িতে বসিয়ে রাখে? বাবার যেন ভীমরতি ধরেছিল শেষ কালটাতে। নিজের হাত-খরচটা তো অন্তত নিজে চালাতে পারিস। তাও যদি বা বুঝতাম, বাবা জমিদারি রেখে গেছেন।

আমি জল খাওয়া থামিয়ে দাদার মুখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। তবুও সামলে নিলাম। বৌদির সামনে এ রকম অপমানকর অবস্থায় এর আগে কখনও পড়িনি। মায়ের মুখের দিকে তাকালাম। দেখি, মুখ একেবারে লাল হয়ে গেছে। মা একবার বৌদির দিকে তাকালেন। বোধহয় আঁচ করবার চেষ্টা করলেন, বৌদি কোন দলে। বৌদিও দাদার মুখের দিকেই চেয়েছিল।

বৌদি দাদার দিকে চেয়ে বলল, খোকনকে তো কখনও নিজের খরচ নিজে জুটিয়ে নেবার কথা তুমি আগে বলোনি। খরচ বলতেও ওর আর কী? সিগারেটও তো তুমি ওরই প্যাকেট থেকে নিয়েই বেশি খাও দেখি। তা ছাড়া ওর খরচ তো মাই-ই দেন। তুমি ওর জন্যে কী এমন করো যে, এমন ভাবে কথা বলছ?

দাদা বৌদিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, পরের বাড়ির মেয়ে, সেরকমই থেকো। আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে কথা বলতে এসো না।

আমি তোমাদের পরিবারের কেউ নই?

নও। তুমি কেউ নও। কেউ হওয়ার চেষ্টাও করো না। বিয়ের সময় তোমার বাবা, আমার বাবাকে কথা দেননি? যে তোমার বড়লোক বড় মামার সঙ্গে তাঁর কথা হয়ে গেছে? বিয়ের পরই তিনি ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টান্সি পড়তে আমাকে বাইরে পাঠাবেন? দু বছর তো হয়ে গেল। তার তো কিছুই করলেন না তিনি। এদিকে বাবা তো আমার ভাইয়ের জন্যে শব বন্দোবস্ত করেই তাঁর কর্তব্য শেষ করে চলে গেলেন। আমি কি তোমাদের সকলেরই সেবাদাস? আমার নিজের কি কোনও অ্যাম্বিশান থাকা অন্যায়? টাকা তো আমি রেস খেলতে বা জুয়া খেলতে চাইনি তোমাদের কারও কাছেই। নিজেকে শুধু আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই চেয়েছি। কাকে আর কী বলব? চিরদিন নিজের বাবাই স্টেপসান-এর মতো ট্রিট করলেন আমাকে। তোমার বাবার নিজের তো সামর্থ্য নেইই। আজকালকার দিনে কেউ শালার ভরসায় মেয়ের বিয়ে দেয়! আমার বাবা ওঁর মুখের কথায় গলে গেলেন! বাবার আর কী? ভদ্রলোক যে কথার এমন খেলাপ করতে পারেন তা কল্পনারও বাইরে ছিল। তোমার বড়মামা একটি ছোটলোক।

বৌদির মুখটা লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল। মুখ নামিয়ে নিল বৌদি। কী যেন বলতে গিয়েও চুপ করে গেল। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল শুধু। আমার কান দুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আমরা যে একটা ছোটলোকের পরিবার, আমাদের সাচ্ছল্য, হাসি, গান, আশা-আকাঙ্ক্ষার আড়ালে সমস্ত নির্মল আনন্দের পটভূমিতে ছাই-চাপা হয়ে যে এমন কুৎসিত আগুনও ধিকি ধিকি করে জ্বলছিল, তা কখনও মনে হয়নি। দাদা পরিবারের বড় ছেলে, বাবার পরই, আমাদের অভিভাবক, তার বুকে এত ক্ষোভ, এত খিদে, এত লোভ ভাবা যায় না!

মা একদৃষ্টে দাদার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ মার দুচোখে দু ফোঁটা জল চিকচিক করে উঠল। সেই ফোঁটা দুটি গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার আগেই মা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লেন। বৌদিও উঠে গেল মার পিছু পিছু। দাদা উঠল, জোরে চেয়ার পেছনে সরিয়ে দিয়ে কাঁচা শব্দ করে মেঝেতে।

বসে রইলাম শুধু আমি।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। হাত শুকিয়ে গেছিল। বৌদি কখন আবার ফিরে এসেছিল লক্ষ করিনি। হঠাৎই চোখ তুলে দেখি, বৌদি আমারই দিকে চেয়ে আছে। দু চোখে অনুযোগহীন ক্ষমাময় দুর্বোধ্য এক হাসি। সাদা ব্লাউজের সঙ্গে, হলুদ একটা ছাপা শাড়ি পরেছে। চোখ ধেঁধে যায়, তার মাজা রং আর হলুদ শাড়িতে। একটুখন আমার দিকে চেয়ে বলল, কী? হাত ধোয়া হবে? না



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমনি করেই ধ্যান করা হবে বসে বসে ?

হুঁ ? বলে উঠলাম আমি।

বৌদি প্লেট, গ্লাস সব তুলে নামিয়ে রাখল এক পাশে। টেবিল পরিষ্কার করতে করতে হালকা গলায় বলল, পেঁপের তরকারিটা কেমন রেঁধেছিলাম ? ভাল খেলে ? আমার হাতের রান্না আগের চেয়ে একটুও ভাল হয়নি ?

আমি বৌদির দিকে তাকালাম বেসিনে হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ভাবছিলাম, আশ্চর্য লোক। কিছুই বললাম না। বৌদি আমাকে ছাই দিলেও খেতে চমৎকারই লাগবে আমার। কিন্তু বৌদি দাদার বিয়ে করা বৌ, দাদার সবচেয়ে আপন মানুষ, শয্যাসঙ্গিনী বলে বৌদির উপরও হঠাৎ এক ঘৃণা বোধ করলাম। গভীর ভালবাসাও যে এমন হঠাৎ ঘৃণায় গড়িয়ে যেতে পারে তা এই মুহূর্তের আগে আমার জানা ছিল না।

বললাম, বৌদি। আমি একটু তোমাদের ঘরে যাচ্ছি। দাদার সঙ্গে কথা আছে কয়েকটা। আমি যতক্ষণ সে ঘরে থাকি, তুমি যেয়ো না ও ঘরে।

আমি যাব কেন ? তোমাদের পারিবারিক কথা হবে। আমি তো তোমাদের পরিবারের কেউই নই।

তা নয়। কিন্তু তুমি এসো না। তুমি এলে, আমি ফ্রীলি কথা বলতে পারব না।

ভয় নেই। আমি ওঘরে যাবই না। বালিশ নিয়ে এসেছি। মায়ের সঙ্গে শোব আজ। ইচ্ছে করলে দাদা-ভাই গলা জড়াজড়ি করে শুয়ে সারা রাত পারিবারিক কথা আলোচনা করতে পারো।

দাদা-বৌদির ঘরের দরজায় নীল পরদা ঝুলছে। টেবল লাইটটা জ্বলছে ড্রেসিং টেবিলের ওপর। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলাম, দাদা !

কী ?

শুয়ে পড়েছ ?

না।

তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।

আয়।

আমি দাদার ঘরে ঢুকতে যাব। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে গেল ঝুপ করে। অথচ আজ লোডশেডিং হওয়ার কথা নয়। দাদা দেশলাই জ্বালল। আওয়াজ ও আলো একসঙ্গে শোনা ও দেখা গেল। মোমবাতি জ্বালল দাদা। বলল, আয়।

ঘরে ঢুকলাম। দাদা খাটের এপাশে শুয়ে আছে। দেওয়ালের দিকটা খালি। তার মানে, বৌদি দেওয়ালের দিকেই শোয় রোজ। বৌদির জায়গায় একটি মাথার বালিশ আছে। অন্যটি বোধহয় নিয়ে গেছে মায়ের ঘরে। বেলফুলের গন্ধে ভরে গেছে ঘর। রাতের বেলা বেডকভার তুলে বিছানা হয়ে যাওয়ার পর কখনও এ ঘরে ঢুকিনি। বৌদি ঘরে নেই, অথচ বৌদির শরীর মনের ছাপ এই ঘরকে কত উজ্জ্বলভাবে ঘিরে আছে।

দাদা বিছানাতে উঠে বসে বলল, মারবি নাকি ?

মারব কেন ? হেসে বললাম আমি।

ভাবলাম, দাদাটা কেমন জংলি হয়ে গেছে। কবে হল ? নাকি, এমন জংলিই ছিল চিরদিন। আমরা কেউই লক্ষ করিনি।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তোমাকে মা হয়তো কাল সকালে কিছু বলবেন, তুমি ওসব গায়ে মেখো না।

দাদা রুখে উঠে বলল, কী বলবেন ? বলবার আছেটা কী ?

তা জানি না। নাও বলতে পারেন কিছুই। তবে, মায়ের মুখ দেখে মনে হল যে, বলতে পারেন। তাইই বললাম তোমাকে।

যদি বলেন, তাহলে আমিও যা বলার বলব।

বিরক্তি চেপে বললাম, আমার কথা শোনো। আমি এসেছি তোমাকে দুটি কথা বলতে। প্রথম



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা, তোমার আমাদের এই সংসারের প্রতি যা অবদান তা আমি এবং মা দুজনে সব সময়েই স্বীকার করি। বিশেষ করে বাবার মৃত্যুর পর। বড় ছেলে হয়ে জন্মানো, যে কোনও পরিবারেই বড় দুর্ভাগ্যের। তুমি এ কথা ভুলেও মনে কোরো না যে, তোমাকে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি না, মানে তোমার স্যাক্রিফাইস তোমার কনট্রিব্যুশান।

বলতে বলতে, শেষের দিকে আমার গলায় হয়তো আবেগ লেগে থাকবে একটু, গলাটা কেঁপেও গেল সামান্য। লজ্জা পেলাম। আবেগকে আমি ঘেন্না করি।

দাদা হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, তুই কি আজকাল যাত্রা-টাত্রা করছিস নাকি ? বাবার মৃত্যুর পর আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে কত টাকা ধসে গেছে তুই জানিস ?

ধসে গেছে ?

কথাটা শুনে অবাক হলাম। দাদার ভোকাবালারি অনেক বদলে গেছে। কিংবা কী জানি ? কখনও তেমন করে হয়তো লক্ষ করিনি আগে।

ঘোর কাটিয়ে উঠে বললাম, কত ?

দশ হাজারেরও বেশি।

আমার মুখে এসে গেছিল কথাটা সময় মতো সামলে নিলাম, দাদার নামে একটি এনডাওমেন্ট পলিসি নিয়েছিলেন বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকার। সেটি বাবা বেঁচে থাকাকালীনই ম্যাচিওর করে। বাবা সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকটাও আমাদের সকলকে দেখিয়ে ছিলেন। বলেছিলেন, জীবনে নিজের নামে কি ছেলেদের কারও নামে এত বড় অ্যামাউন্টের চেক দেখতে পাব তা ভাবিনি কখনও। দাদাকে চেকটা দিয়ে বলেছিলেন, খোকা তোর অ্যাকাউন্টে জমা করে দিস। দুঃখের দিনের ভরসা। হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় ? মানুষের জীবন বলে কথা। তবে, আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে এ টাকায় হাত দিতে হবে না তোর। এমনিতেও দিবি না। এ টাকা বৌমার ভবিষ্যতের জন্যে।

কিন্তু মুখে আমি কিছুই বললাম না সে সম্বন্ধে।

শুধু বললাম, দাদা তোমার এই টাকা আমি তোমাকে ফেরত দিয়ে দেব। দেখো। তোমার টাকা মারা যাবে না। তুমি এ নিয়ে ভেবো না।

তুই ফেরত দিবি ? কোত্থেকে ? বিদ্রূপের গলায় দাদা বলল। তুই তো বাবা-মায়ের লালু ছেলে। তুই দেশে ফিরবিই না হয়তো। ওখানেই মেমসাহেব বিয়ে করে থেকে যাবি। তোর উপর কীসের ভরসা ? দশ হাজার টাকা গেছে, আরও কত যাবে। দশ হাজার টাকার ইন্টারেস্ট কত জানিস এক বছরে ? ধারণা আছে কোনও ?

না, তা জানি না। তবে কথা দিচ্ছি, সুদ-আসল সব তোমাকে শোধ করে দেব। রোজগার করব একদিন।

তুই আর কবে রোজগার করেছিস। এম এস সি করবি, তারপর ক্যালিগারিতে যাবি তারপর ডক্টরেট। তারও পরে রোজগার। ততদিন আমি ব্যাঙ্করাপ্ট হয়ে যাব।

আমার সিগারেটের প্যাকেটটা ওর দিকে এগিয়ে দিলাম। বললাম, নাও ধরাও একটা। তোমারই জিনিস তোমাকেই দিচ্ছি। এই পায়জামা পাঞ্জাবি, এই চটি, এই সিগারেট দেশলাই সবই তো তোমারই বলতে গেলে তুমি ভেবো না দাদা যে, আমি অকৃতজ্ঞ।

দাদা সিগারেটটা ধরিয়ে বলল, কাজের কথা বল। আমার ঘুম পেয়েছে।

কাজের কথা ? ও হ্যাঁ ! কাজের কথাই বলছি। শোনো, তোমার খুব ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্সি পড়ার ইচ্ছে না ? স্টেটস-এ গিয়ে ?

আমার ইচ্ছে নিয়ে আর মাথা ঘামাই না। সব ইচ্ছের কবর দিয়ে দিয়েছি। দশটা গাধা মরে একটা বড় ছেলে হয় বাঙালি পরিবারে। ওয়ান হ্যাজ টু অ্যাকসেপ্ট ইট অ্যাজ দা ফ্যাক্ট...

তুমি যাও না ! পড়ে এসো। তোমার চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হওয়ার পর এ ডিগ্রি যোগ হলে তোমার পক্ষে জীবনে আরও অনেক উঁচুতে ওঠা সহজ হবে। আমি সত্যিই বলছি। আমার আর পড়াশুনা করার ইচ্ছা নেই। আসলে, বাবাই জোর করেছিলেন। আমি কোনওদিনও চাইনি।

www.BanglaBook.org

দাদা যেন কথাটা বিশ্বাস করল না।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ওকে বললাম, ও যদিও শুনতে পেল না ; বললাম, আমি তোমার মতো অ্যামবিশাসও নই। তা ছাড়া আজকাল শুধু লেখাপড়ায় ভাল হলেই কিছুই হয় না। স্মার্ট হতে হয়, প্র্যাকটিক্যাল, ট্যাকটফুল প্র্যাগম্যাটিক নইলে জীবনে সাকসেসফুল হওয়া যায় না। ভাল সেলসম্যান হতে হয় সকলকেই। সমস্ত পৃথিবীটাই, জীবনের সব ক্ষেত্রেই, এখন সেলসম্যানের পৃথিবী হয়ে গেছে। সে তুমি যাইই করো না কেন ? আমি, এ পৃথিবীতে মিসফিট। তোমাকে স্যুট-টাই পরে যেমন হ্যান্ডসাম দেখায়, তুমি যত স্মার্ট, আমি তার সিকিভাগও নই। তুমিই না বলতে ? দেওয়ারস ওলওয়েজ রুম অ্যাট দ্যা টপ। তোমার আসল জায়গা বোর্ড-রুমে। টুপিওয়ালা ড্রাইভার তোমার এয়ারকন্ডিশান্ড গাড়ি চালাবে। আলিপুরে কি মে-ফেয়ারের ফ্ল্যাটে থাকবে তুমি। কোম্পানির বিরাট ফ্ল্যাটে। পার্টি করবে, ক্লাব করবে। বিদেশ থেকেই যদি কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আসতে পারো তাহলে তো কথাই নেই। প্রতি বছর হোমলিভে বিদেশ যাবে। তোমার পরিবারের সকলকে নিয়ে। জানো দাদা ! সকলকে বোধহয় সব মানায় না। তোমাকে যা মানায়, আমাকে তা মানায় না। তোমার মতো যোগ্যতা আমার নেই, কখনও ছিল না। আমি তো তোমার চিরকালের অ্যাডমায়ারারই। আমার সঙ্গে তোমার কোনও প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিযোগিতা সমান মানসিকতার, সমান মূল্যবোধ, সমান রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির মানুষের মধ্যেই একমাত্র হতে পারে। তুমি আর আমি এক মায়ের পেট থেকে জন্মালেও একেবারেই আলাদা আলাদা মানুষ। নর্থ পোল, সাউথ পোল। তোমার বুকের মধ্যে অনেক অতৃপ্ত কামনা বাসনা জমে আছে। সমস্ত যেন এ জন্মেই পূরণ হয় তোমার।

দাদা বলল, কী হল ? বোবা নাকি ? যা বলার ভেবে বল।

ঘোর ভেঙে বললাম, কথা দাও আমাকে যে, তুমি যাবে আমার জায়গায়।

নিজের মুখের শব্দগুলোই যেন মাথার মাঝে বোমা ফাটাল-- মাকড়সার মতো বিস্তৃত চিন্তার জাল এক ঝটকায় ছিঁড়ে দিল।

দাদা বিছানা ছেড়ে এবার চেয়ারে এসে বসল। দাদাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। কিন্তু তা যথাসম্ভব গোপন করার চেষ্টা করে বলল, তোর মাথা ঠিক আছে তো ? কী বলছিস তুই জানিস ? বলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার চোখে তাকাল। চোখের ডাক্তারের কপালের প্রতিফলিত আলোর মতো অন্ধকরা সেই দৃষ্টি।

অনেকক্ষণ সময় নিলাম। তারপর নাভি থেকে নিশ্বাস টেনে বললাম, জানি। সব ভেবে জেনেই বলছি যে, তুমি যাও। সৌম্যকাকার বাড়িতে বাবা প্রতি মাসে পাঁচশো টাকা করে দিয়ে গেছেন কলকাতায় পাঁচ বছর। তার মানে তিরিশ হাজার টাকা। তাও হয়ে গেল দশ বছর প্রায়। সে টাকা ওদেশের ব্যাঙ্কে সৌম্যকাকা ইন্টারেস্টে লাগিয়ে রেখেছেন। এতদিনে অনেকই টাকা হয়ে গেছে। তুমিই যাও, আর আমিই যাই, খরচ চলে যাবে। তা ছাড়া, সৌম্যকাকা তো স্পনসরশিপ পাঠাবেনই। ওখানে গিয়ে ওঠার এবং সুবিধেমতো সীমেস্টার দেখে ভর্তি হওয়া কোনও প্রবলেম নয়। তা ছাড়া আমি যদি যাই তা হলে আমি গেলে তো আর ক্যালিগরিতে পড়ব না। বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কত জায়গাতেই তো পড়া যায়। এবং তোমার কেমিস্ট্রির ডক্টরেট-এর চেয়ে অনেকই কম সময়ে।

দাদা এক নিশ্বাসে গড় গড় করে বলল।

জানি। কবে যাবে বলো ? আমি বললাম।

এবার দাদা হাসল। বলল, তোরও যেমন। উঠল বাই তো কটক যাই। আমি গেলে তোদের চলবে কী করে ? সে কথা ভেবেছিস ?

ও আমি চালিয়ে নেব। মায়ের আর আমার দুটি তো পেট। বৌদি তো নিশ্চয়ই বাপের বাড়িতেই যাবে।

বাপের বাড়িতে সে যেতে চাইবে কি না জানি না। আজকাল বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েকে বাপ-মাও খাওয়াতে চায় না। কী দিনকাল হল।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কথা ঘুরিয়ে বললাম, বাবার কত সঞ্চয় আছে দাদা ? তুমিই তো সব জানো।

কী আবার আছে ? কিসসুই নেই। দাতা-কর্ণগিরি করে গেলেন সারা জীবন, আর থাকবে কী ? মনে নেই বড় পিসে বলতেন 'আয়সা দিন নেহী রহেগা, নেহী রহেগা'। বলতেন 'আ রুপি সেভড, ইজ আ রুপি আর্নড'। শুনলেন কি বাবা ? ভাল করে শুনবেন কেন ? শুনলে যে আমাদেরই একটু সুবিধে হত। বড় পিসেকেই দেখো আর এখন আমাদের দেখো। আমাদের কথা বাবা একবারও ভাবলেন না। বড় পিসেমশাই-এর ছেলেরা তো প্রত্যেকেই ওয়েল-অফ্। প্রত্যেকের গাড়ি। দিব্যি আছে। বাপের বাড়ির ছাদে নতুন নতুন তলা অ্যাড করে মডার্ন ফ্ল্যাট বানিয়ে আছে। আমাদের মতো পুকুর-ডোবায় ভরা ভড় কলোনিতে উঠে আসতে হয়নি। পাষণ্ডর মতো রোজ ডেলি প্যাসেনজারিও করতে হয় না।

বাবা যে একেবারেই ভাবেননি আমাদের কথা, এমন নয়। বোধহয় ভেবেছেন—আমি বললাম। বাবা সেল্ফ-মেড মানুষ ছিলেন, তাঁর ছেলেরাও সেল্ফ-মেড হোক এমন গর্ব-মেশা একটা ইচ্ছা তাঁর মনে হয়তো ছিল। এই জন্যেই ইচ্ছে করেই বেশি টাকা পয়সা আমাদের জন্যে রেখে যাননি হয়তো। বাবার বানানো বাড়িতে বসে, বাবার জমানো টাকাতেই বসে বসে যারা খায়, বা চালিয়াতি করে তাদের বাবা কোনওদিনও পছন্দ করেননি।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু কী দিনকাল। পরের জন্য করে, কেউ নিজের ছেলেদের ভাসিয়ে দিয়ে যায় ?

দাদা বলল।

মুখে এসে গেছিল যে, বলি, না-ভাসলে, মাঝদরিয়ায় পড়ে, নিজের হাতে, জলকেটে, সাঁতরে কূলে এসে ওঠার আনন্দ যে কী, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, নিজের আনন্দে, বেঁচে থাকার সুখ যে কী তা কি বোঝা যায় ? কিন্তু এসব কথা দাদার বোঝার নয়, দাদা অন্য মেরুর লোক। তাকে এসব বলে লাভই নেই। বললে, হয়তো বলবে, এক পয়সা রোজগার করে না, বড় বড় বুলি ঝাড়ছে। আসলে, দাদা জানেই না, রোজগার করাটাই সবচেয়ে সোজা কাজ। সত্যিই। সবচেয়ে সোজা কাজ। যাদের কাছে টাকাই সবচেয়ে বড় কামনা, ভাল-থাকা, ভাল-পরা, ফ্রিজ, টিভি, গাড়ি, ভি ডি ও'র সর্বগ্রাসী অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণটা যাদের পক্ষে ঠেকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব অথবা সে সব পেয়ে গেলেই যারা মনে করে জীবনের সব অন্বিষ্টই পরিপূর্ণতায় পূরিত হল ; একমাত্র তাদের কাছে রোজগার করা ব্যাপারটা সবচেয়ে কঠিন ও মহান কর্তব্য। কিন্তু আমি জানি ; জানি, কারণ রোজগার না করলেও আমি এ নিয়ে প্রায়ই ভাবি ; আমার বন্ধু-বান্ধবী, আত্মীয়-স্বজনদের মানসিকতা, আচার ব্যবহার মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করি। আমার বিশ্বাস, মোটামুটিভাবে খেয়ে পরে থাকার জন্য এবং মানুষের মানসিকতা বাঁচিয়ে রাখার জন্য অতি সামান্য রোজগার থাকলেই স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তেমন মানসিকতার মানুষদের রোজগার ব্যাপারটা রোজকার জীবনের সুন্দর সাবলীল গতিস্নানতাকে স্টিম-রোলারের মতো গুঁড়িয়ে, গ্রীষ্মের লু'-এর মতো শুকিয়ে দিয়ে যায় না। রোজগার বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার মনুষ্যত্ব কমাতে থাকে, নিজের অজান্তে। রোজগার যদি অ্যারিথমেটিকাল প্রোগ্রেশানে বাড়ে, তা হলে মনুষ্যত্ব কমতে থাকে জিওমেট্রিকাল প্রোগ্রেশানে।

হঠাৎ দাদার কথায় চমক ভাঙল।

কী ভাবছিস হাঁ করে দাঁড়িয়ে ? ব্যাপারটা কী তোর ?

নাঃ। তা হলে এই কথাই রইল। তুমি বন্দোবস্ত সব করে ফ্যালো।

মা ? মাকে কে ট্যাকল করবে ? মা তো তার খোকনের জন্য ভেবে ভেবেই চোখের কোণে কালি ফেললেন। সেই খোকনের বদলে খোকা যাবে স্টেটস-এ পড়তে, এ কথা কি মায়ের বুকে শেল বেঁধাবে না ?

সে ভার আমার। মাকে আমি ম্যানেজ করব। তোমাকে শুধু একটা কথা দিতে হবে। মাকে আর বৌদিকে তুমি কোনও কথা বলবে না এসব ব্যাপারে, সাংসারিক ব্যাপারে। আর আজ তুমি বৌদির বাবা ও মামা সম্বন্ধে যেমন করে বলেছো, আমাদের সামনে তেমন করে আর কখনও বলবে না। কথা দিতে হবে এ ব্যাপারেও।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আই ওলওয়েজ কল আস্পেড আ স্পেড। কথা-ফথা আমি দিতে পারব না।

ওরকম করে বলবে তা হলে ? আবারও ? আমাদের সামনে ? বৌদির কতখানি অসম্মান হয় এতে সে কথা একবারও কি তোমার মনে হয় না। কথা দাও দাদা যে, বলবে না আর।

বলব।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বললাম, বৌদির প্রতি তুমি খুবই খারাপ ব্যবহার করছ দাদা।

তোর কাছ থেকে আমি জ্ঞান নিতে রাজি নই। ঘুমো গে যা। দাদা বলল।

যাচ্ছি। কিন্তু···

কিন্তু আবার কী ? আমার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করব না করব সে আমি বুঝব। তোর মাথা ঘামাতে হবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় কথাটা মুখ থেকে বেরিয়েই গেল। চাপতে পারলাম না। তুমি একেবারেই বদলে গেছ দাদা।

বারান্দাতে পা দিতেই মনে হল লোডশেডিং-এর অন্ধকারে কে যেন পর্দার আড়াল থেকে হঠাৎ সরে গেল। দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই বৌদি ! হাওয়াতে তার গায়ের কিউটিকুরা পাউডারের গন্ধ ভাসছিল।

বৌদি যেখানেই যায়, সেখানেই তার গন্ধ রেখে আসে।

দাদার ঘর থেকে সোজা ছাতে উঠে এলাম। লোডশেডিং হলেও এ দিকে তেমন গরম লাগে না। আয়রনসাইড রোডেও আমাদের ফ্ল্যাট ছিল সাউথ ফেসিং। এবং হাওয়াও ছিল প্রচুর। কিন্তু এখানে এই গাছ-গাছালি, পুকুর-ডোবার কারণে হাওয়াটা অনেক ঠাণ্ডা আর মিষ্টি। গাছপালা, বিশেষ করে বড় বড় গাছ ; মানুষের জীবনে যে অসাধারণ প্রভাব আনে তা এখানে এসেই বুঝেছি। এখানে, কলকাতা ছেড়ে উঠে না এলে, এই গভীর এবং সরল সত্য বোধহয় কখনও বুঝতে পারতাম না। গাছ, বোধ হয় মানুষের প্রাণ। রথের মেলা থেকে মায়ের অর্ডার মতো সব গাছই এনে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। বৌদির অর্ডার মতো কদম গাছটাও। শিমূলও নাকি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। তবে কৃষ্ণচূড়া বা রাবার গাছের মতো নয়। আমার ইচ্ছা করে, এই বাড়ির চারিধারে রাবার গাছ লাগিয়ে দি, বড় বড় মোটা সবুজ পাতাদের ক্লোরোফিলে ভরে যাক সবকিছু। মা মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, আলো-হাওয়া কমে যাবে।

আশ্চর্য ! এ বাড়ি তো আমাদের নয়। আমাদের, মানে আমার নিজের বাড়ি এ জীবনে কখনওই হবে না। হবে না এবং তার জন্য আমার কোনও কামনাও নেই। তবু, এই পরের বাড়িতেও একটু গাছ লাগিয়ে, প্রকৃতির হাতে হাত দিয়ে থাকতে কী যে ভাল লাগে ! কজন আর নিজের বাড়ি করতে পারেন ? ভাড়া বাড়িতেও মানুষ ভালবেসে যদি একটু গাছ গাছালি লাগাতেন, তা হলে এই কলকাতা আর বৃহত্তর কলকাতা কী সুন্দরই না হয়ে উঠত। কলকাতার মানুষদের মধ্যে গাছপালা ভালবাসার মানুষ তো কম নেই ! তবু রথের মেলা থেকে যদি প্রত্যেকে মাত্র পাঁচ টাকার গাছও কিনে আনতেন, তা হলেও প্রতি বছর লাগালে কলকাতার চেহারা, আবহাওয়া এবং কলকাতাবাসীদের মেজাজ দশ বছরের মধ্যে পুরোপুরি পালটে যেত। বাগানের শহর হয়ে উঠত কলকাতা। জীবন অনেক আনন্দের, সুখের, প্রেমের হত। অবাক লাগে ভাবলে যে, যে-কথাটা আমি ভাবি তা এ শহরের এত লোকের মধ্যে অন্য কেউ কী ভাববেন না ? কী জানি, হয়তো অনেকেই ভাবেন। শুধু তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ নেই, যোগাযোগ নেই : এইই যা।

ছোটমামার বাড়িতে আজ কোনও বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে। ছাত থেকে খিড়কির পুকুরটার পিছনের অংশটা দেখা যায়। সেখানে লণ্ঠন হাতে চোতন ছোটাছুটি করছে। একটি নারীকণ্ঠও শোনা যাচ্ছে। ইনিই নিশ্চয় সৌমিত্রর ছোট মামিমা। খুব মার্জিত, মিচুগ্রামের গলা। আজ অবধি, মা ও বৌদির আলাপ করার সময় হয়নি ওঁর সঙ্গে। অবশ্য দোষ নেই খুব। উনিও রবিবারেই একমাত্র বাড়ি থাকেন। আর দাদাও তাই। দাদা বাড়ি থাকাতে মা ও বৌদি সেদিন ব্যস্ত থাকেন। ওই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা দিন ভাল করে খায়দায় ঘুমোয়। ছোটমামিও নিশ্চয় তাঁর স্বামী ও স্বামীর অসংখ্য পুষ্যি শামুক, ফড়িং, হাঁস, ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। মা ও বৌদির দিক থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ করার উৎসাহ যেমন দেখিনি বিশেষ, ওঁর দিক থেকেও কোনও উৎসাহ আসেনি। প্রেমে পড়ার মতোই, আলাপও তাড়াতাড়ি না সেরে ফেলতে পারলে আর করাই হয়ে ওঠে না বোধ হয়। এক একজন মানুষকে ভগবান কত বিভিন্নরকম করে তৈরি করেন। ছোটমামা এক আশ্চর্য মানুষ। কোথায় যেন কোন মানুষের আনন্দ, কোন কাজে, কোন নারীতে, কোন জীবিকায় তা সেইই শুধু জানে। অন্য কেউই তার ভাগীদার হতে পারে না। মানুষ এত কিছু রহস্য ভেদ করল, পারল না কেবল অন্যমনের দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করতে। আশ্চর্য!

হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন বলল, কী করছ? অন্ধকারে একা একা?

চমকে উঠলাম আমি।

বৌদি।

কোথায় যেন চাঁপাফুল ফুটেছে। হাওয়ার দমকে দমকে চাঁপাফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। বৌদিও সে গন্ধ পেল। নাক টেনে নিশ্বাস নিয়ে বলল, আঃ। তারপর বলল, বলো তো কোন চাঁপা?

কাঁঠালি চাঁপা?

উঁহু!

তবে?

কনক চাঁপা।

আমার গানটা মনে পড়ে গেল। বৌদি এই গানটা খুব সুন্দর গায়।

"তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির
নিমন্ত্রণে, তখন ছিলেম
বহুদূরে কিসের অন্বেষণে॥
কূলে যখন এলেম ফিরে
তখন অস্ত শিখর শিরে
চাইল রবি শেষ চাওয়া
তার কনকচাঁপার বনে।
আমার ছুটি ফুরিয়ে গেছে
কখন অন্যমনে॥
তুমি আমায়..."

বৌদি বলল, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এলাম।

ঝগড়া ছাড়া এ জীবনে আর কি কিছু করার নেই?

সময় কোথায়? ঝগড়া ছাড়া আর কিছু কি আছে?

কীসের ঝগড়া তোমার, আমার সঙ্গে?

আমি কি তোমাকে উকিল দিয়েছি? তোমার দাদার সঙ্গে আমার হয়ে ঝগড়া করতে গেলে কেন?

তুমি খুউব খারাপ। তোমাকে মানা করলাম, তুমি তবু আড়ি পেতে শুনতে গেছিলে কেন? এটা কি ভদ্রতা?

ভদ্রতা কি আছে এ সংসারে?

ওসব চলবে না।

কী সব চলবে না?

তোমার বিদেশ না-যাওয়া।

নিশ্চয় চলবে। আমার ভাল লাগে না। বিদেশ, ছিঃ। দূরে যেতে, সরে যেতে আমার ভাল লাগে না।

কেন?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলব না।

বলতে হবেই—

ইস-স বলতে হবেই। কেন ? তুমি আমার কে ? দাদার ভাল হলে, বড় চাকরি হলে, তুমিই তো সুখে থাকবে। কত আরাম ! দাস-দাসী, ভাল-খাওয়া, ভাল-থাকা, গাড়ি-চড়া, এয়ারকন্ডিশান্ড বেডরুমে দাদার আদর পাওয়া। কত্ত সুখ। সুখের বন্যা বয়ে যাবে।

আমার সুখ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।

আমি কেন ঘামাব ? দাদাই ঘামাবে।

দ্যাখো—

কী ?

আমার দিকে তাকাও।

না।

তাকাবে না ?

না।

তোমার সঙ্গে আড়ি।

আড়ি তো আড়ি।

ভাল হবে না কিন্তু।

ভাল চাই না আমি !

এ আমি হতে দেব না।

তুমি এর মধ্যে কোথায় আসছ ? এটা আমাদের ব্যাপার। পরিবারের ব্যাপার।

ঠিক তো ?

ঠিক।

আমি চলে যাচ্ছি। বৌদি বলল।

যাবে তো নিশ্চয়ই। যাও। যাবার আগে একটা গান শুনিয়ে যাও।

ভারী বয়েই গেছে আমার।

তবে যাও, দাদার কাছে যাও। তোমার বিছানা কাঁদছে তোমার জন্য ; দাদাও কাঁদছে।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, তুমি বুঝি দেওয়ালের দিকে শোও ?

যেখানেই শুই না কেন ? তাতে তোমার কী ?

আমার আবার কী ? আমার কিছুই না, যাও দাদা রাগ করবে।

আর আমি যে তোমার উপর রাগ করছি।

তুমি আমার উপর রাগ করতেই পারো না।

কেন ? পারি না কেন ?

তুমি জানো না ?

না। বলো তুমি, কেন পারি না ?

না জানো তো নাইই জানলে। আমি বলব না।

বলো না গো !

না।

তোমার মুখ থেকে শুনলে ভাল লাগবে। বলো।

নিজের কথা যে নিজেই না-বলে, পরের মুখ থেকে তা শোনার অধিকার কারও নেই।

তা হলে যাও।

বৌদি কিছুক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। বৌদির গায়ের গন্ধ, চাঁপাফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল। আমার খুব ইচ্ছে করছিল, বৌদিকে একটা চুমু খাই। ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ ইচ্ছে করছিল। নিজেকে সামলে নিলাম।

বৌদি বলল, তুমি কি আমার মন পড়তে জানো ?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানি।

তা হলে বলো, আমার এই মুহূর্তে কী ইচ্ছা করছে ?

বলব না।

পারো না, আরও কিছু।

তবে, পারি না। এবার যাও।

সত্যিই যাচ্ছি কিন্তু।

যাও, লক্ষ্মীটি যাও।

বৌদি চলে গেল।

চলে যেতেই আমার ভীষণ কান্না পেল। এ আমার কী হল ? আমার কী যে হবে ! আমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্তে। বৌদি ! তুমি আমাকে নষ্ট করে দিলে। নষ্ট হওয়া বড় কষ্টের ; বড় কষ্টের। আমার ইহকাল, পরকাল, আমার সব। সর্বস্ব। সবই নষ্ট হয়ে গেল।

৪

অনেকদিন পর কলকাতার আড্ডায় গেছিলাম।

রাসু বলল, কী রে ডুমুরের ফুল ?

কী করব বল ? এতদূরে চলে গেছি যে, আসা সম্ভব হয় না।

ভালই বলেছিস। এদিকে তোর দাদা যদি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় উজান বেয়ে আমাদের পাড়া আসতে পারে, তা তুই কী এমন লাট হয়েছিস যে সপ্তাহে একটা দিনও আড্ডাতে আসতে পারিস না ?

আমার দাদা ?

অবাক হলাম আমি। তোরা কি বাড়ি বদলেছিস ? সেই বাড়িতে নেই এখন আর ?

ভেরি-মাচ আছি।

দাদা রোজ তোদের পাড়ায় যায় ? কোথায় ? তোর কাকার কাছে ?

দুস্‌স। আমাদের বাড়িতে কোন মধু আছে ? তোর দাদা যায় নিমীলা সেনকে বাংলা পড়াতে।

বাংলা ?

আমি অবাক হলাম।

দাদা বলেছিল, অফিসের পর...

আমি আবারও বললাম, তুই বড় উল্টোপাল্টা কথা বলিস রাসু। দাদা বাংলার কী জানে ?

নীরু, হরিশ, মোটা, প্রদীপ, উৎপল, ওরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

মোটা বলল, এ বাংলা সে বাংলা নয় রে খোকন।

তখন আমি বুঝলাম। লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গেল। আমার বন্ধুদের মধ্যে সকলেই প্রায় জানে যে, দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। বৌদিকে চেনে। প্রদীপের সঙ্গে তো বৌদির খুবই ভাব। দাদা, রাসুর কাকার জুনিয়র। তাঁর ফার্মেই আছে। পার্টনার হতে পারে কখনও।

বললাম, নিমীলা সেনটি কে ?

তার বাবার মস্ত বড় সি-এ ফার্ম আছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ব্রাঞ্চ। এখন অডিট ছাড়াও, ম্যানেজমেন্টের কাজও করছেন অনেক। নিমীলার বিয়ে দিয়েছিলেন এক সি-এ ছেলের সঙ্গে। একমাত্র মেয়ে। হারামির নাম জানি না, পদবী দত্ত। সে ছোকরা শ্বশুর-শাশুড়িকে ভজিয়ে একেবারে ঘরজামাই-এর মতো হয়ে গেল। গাড়ি দিয়েছিলেন নিমীলার বাবা। ফার্মে বসাও আরম্ভ করেছিল। নিমীলার বাবার জন্য ধাক্কা পাড়ের ধুতি, মায়ের জন্য জর্দা, নেকু নেকু কথা। বড়লোকের একমাত্র মেয়ের আইডিয়াল জামাই। তারপর একদিন সে উধাও। বলা নেই, কওয়া নেই ; জাস্ট উধাও। নিমীলা পর্যন্ত কিছু বুঝতেই পারল না। কোনও অভিযোগই ছিল না তার বিরুদ্ধে কারও। পরে জানা গেল, সে ছোকরা বম্বের এক সিন্ধি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে অনেকদিন

www.BanglaBook.org

থেকে। শুধু অফিস, গাড়ি আর নিমীলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বেহাত করার জন্যই এই বিয়ে সে করেছিল। ক্রিমিনাল। সেই সিন্ধি মেয়েটি অগাধ সম্পত্তির মালিক, সেও একমাত্র মেয়ে, তবে ডিভোর্সি। নিমীলা আর তার বাবা মায়ের কথা ভাব একবার। হারামি এখন নিমীলার সঙ্গে ডিভোর্স-এর মামলা ঠুকে দিয়েছে। শ্বশুরের গাড়িটা পর্যন্ত ফেরত দেয়নি। সে গাড়ি চেপেই কোর্টে মামলা লড়তে যায়।

বলিস কী রে ? লেখাপড়া জানা ছেলে ? ভাবা যায় না। মোটা বলল।

কী দিনকাল হল বোঝ একবার। উৎপল বলল।

প্রদীপ বলল, ছোকরাকে আমি চিনি। লেকের আশেপাশেই কোথায় থাকে যেন। সবসময় স্যুটেড-ব্যুটেড। দারুণ দারুণ টাই পরে। একবার সামনাসামনি দেখা হলে বাছাকে এমন আড়ং ধোলাই দেব যে, বাপের নাম খগেন করে দেব। ল্যাংটা করে কোমরে টাই বেঁধে পেছনে লাথি মেরে লেকের জলে ফেলে দেব। এসব জন্তুর বাঁচার কোনও রাইট নেই।

—এসব ছেলে পায়দা করে কোন মা-বাপে রে ? তারা থুথু ফেলে ডুবে মরে না কেন ?

নীরু বলল।

—তা, দাদার নিমীলাকে বাংলা পড়ানোর ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝলাম না। আমি বললাম।

—তোর দাদা নিমীলাকে লাইন করছে। প্রায় করে এনেছে। নিমীলার বাবা আবার নিমীলার বিয়ে দিতে চান। ন্যাচারালি ! বেচারি নিমীলা ! বড় ভাল মেয়ে রে। ছোটবেলা থেকে চিনি। নিমীলাকে বিয়ে করতে পারলে তোর দাদার ফিউচার সিকিওরড। অত বড় ফার্মের মালিক।

—তোর দাদাটা একটা মাল। যাইই বলিস। তোর সঙ্গে কোনওই মিল নেই। তুই একটা আইডিয়ালিস্ট লালু খোকন হয়েই রইলি। এক নম্বরের আনপ্র্যাকটিক্যাল। তোর বৌদির কানে কথাটা তুলিস কিন্তু খোকন। পরে, সব কিছু হাতের বাইরে চলে যাবে। নিমীলার কেসের মতো। যার অমন রেখার মতো বউ বাড়িতে, সে টাকার লোভে নিমীলার দিকে হাত বাড়াল ? তোর বৌদির কী দোষ বল তো ?

আমার বুকের মধ্যে দারুণ কষ্ট হতে লাগল। দারুণ কষ্ট। আমার জন্য নয়, দাদার জন্যও নয়, শুধু বৌদির জন্য।

তুই না পারিস বল, আমরাই গিয়ে বলছি। নইলে বল তোর দাদাকে রগড়ে দিচ্ছি একদিন ভাল করে। সেও তো মস্ত সাহেব, সবসময় স্যুটেড-ব্যুটেড। তার কোমরে টাই বেঁধে উদোম করে ছেড়ে দিচ্ছি। তুই একবার পারমিশান দে। কী হয়ে গেল রে দেশটা। টাকাই সব হয়ে গেল, সব কিছু ?

না, না। থাক। তোরা কী করবি। যে যেমন মানুষ, যার যেমন চাওয়া সে তো...

থাম তো। রবিঠাকুরের ডায়ালগ দিস না আর। এনাফ ইজ এনাফ। এ পৃথিবী হচ্ছে শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

হরিশ বলল, ছাড় তো কচকচি। একে এই লোডশেডিং। প্রাণ যায় যায় অবস্থা তার উপর তোদের এই ভ্যাজারাং ভ্যাজারাং ভাল লাগে না। যে যার বরাতে করে খাচ্ছে, খাক না ভাই। যে যার নিজের মতে বাঁচো, লিভ অ্যান্ড লেট লিভ। অন্যের পার্সোনাল ব্যাপারে যাওয়ার দরকার কী ? দাদা বলে, বিলেতে টিউব স্টেশানে দুজনে জড়াজড়ি করে চুমু খাচ্ছে দেখেও কেউ তাকিয়েও দ্যাখে না...

অ্যাই। চুপ। তুই চুপ করবি হ্যারি ? আর কারও দাদা কি কখনও বিলেত যায়নি ? তোর ওই গ্রিশ দাদা আর বিলেতের গল্প যদি ফের করেছিস তো তোকেও লেকে ডুবিয়ে পাঁচকৌড়ির পাই আর কচুরিপানা গেলাব !

হরিশের দাদা চারবার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করে জার্মানিতে গেছিল পড়তে। সেখান থেকে ইংল্যান্ড। এখন ওখানেই সেটল করেছে। মস্ত বড়লোক। এবার হরিশও যাবে সেখানে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে। হরিশের বিলেতপ্রীতি এবং ওর দাদা গিরীশের গল্প শুনে শুনে বন্ধুরা ওর দাদার নাম পালটে মিস্টার গ্রিশ আর ওর নাম পালটে মিস্টার হ্যারি করে দিয়েছে।

নীরু বলল, চল, নটায় কারেন্ট আসবে, বেদেদের বাড়ি যাই। ওর বাবা-মা দার্জিলিং গেছে।

www.BanglaBook.org

নতুন ভি ডি ও কিনেছে ওরা। বলেছে, গেলে ভি ডি ও'তে ব্লু-ফিল্ম দেখাবে আর রাম খাওয়াবে। সঙ্গে সসেজ। যাবি ? এগারোটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে পার্টি। যাবি তো বল, মৌচাক কি কোহিনূর থেকে একটা ফোন করে দিচ্ছি। ফোন করতে বলেছে ও আধ ঘণ্টা আগে। বল খোকন ? যাবি ?

দুসস্। আমি বললাম, এখন অনেক দূরে থাকি। ফিরতেই পারব না।

লোঃ। যত্ত দুধের বাছা জুটেছিল কপালে !

ব্লু-ফিল্ম দেখেছিস কখনও ? কান গরম হয়ে যাবে ? রাতে ঘুমোতে পারবি না।

একবার দেখেছিলাম নাদুদের বাড়িতে। সিকেনিং। গা-বমি বমি করে। বিচ্ছিরি ! একটু পরেই চলে এসেছিলাম।

যাঃ শালা। এ যে সতীলক্ষ্মী। উৎপল বলল।

রাসু বলল, এটা অন্যায়। ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার এটা। কাউকে জোর করা উচিত নয়। কোনও ব্যাপারেই। আমার আপত্তি আছে এতে।

ব্যক্তিগত রুচি আবার কী ? ব্যক্তিরই জায়গা নেই এ সমাজে, তার আবার ব্যক্তিগত রুচি। এখন সমষ্টির স্বার্থই স্বার্থ ; সমষ্টির রুচিই রুচি। ব্যক্তিগত রুচি মানেই অপসংস্কৃতি।

এই শুরু হল।

প্রদীপ বলল।

তুই রাজনীতি করিস বলেই সমস্ত ব্যাপারে গায়ের জোরে রাজনীতি ঢোকাবি ? আড্ডার মেজাজটাই নষ্ট করে দিস, তুই রোজ রোজ।

তা তো বলবিই। যত্ত সব পাতি-বুর্জোয়া।

প্রদীপ রেগে উঠে বলল আমাকে মুখ খোলাস না। তুই কী ছাতার সোসালিস্ট ? সুবিধেবাদী যত্ত সব ফোতো। শেখানো—বুলি ঝাড়লি সারাজীবন। নিজের মগজটা কখনও খাটালি না কোনওদিনও। তুই তো একটা রেকর্ডেড-ক্যাসেট। মাঝে মাঝেই একই কথা, একইভাবে বারে বারে বাজিয়ে যাস। ছোটবেলার বন্ধু, তুই, তাই সহ্য করি। তোকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি, আড্ডাতে যদি আসিস তো বন্ধুর মতো আসবি – পলিটিকস করতে নয়। পলিটিকস তোর কাছ থেকে আমরা কেউই শিখতে রাজি নই।

মোটা চারধার দেখে নিয়ে যখন বুঝল সকলেরই মত এক, তখন চেপে গেল। যারাই রাজনীতি করে, তারাই জানে যে, ডিসক্রেশান ইজ দ্য বেস্ট পার্ট অফ ভ্যালর।

প্রদীপ আবার বলল, তোরাই অন্য জায়গায় অপসংস্কৃতি বলে চেঁচাবি আর এখানে এসে ব্লু-ফিল্ম খোকন দেখতে চায় না বলে ওর ঘাড়েও অপসংস্কৃতির দুর্নাম চাপাচ্ছিস। তোদের শালা মুখ, না পেছন বোঝার উপায় নেই।

ছিঃ ছিঃ কী ভাষা ! ব্যাসস ব্যাসস অনেক হয়েছে রাসু বলল। স্টপ ইট নাউ।

আমাদের মধ্যে রাসুই একমাত্র ডুন স্কুল থেকে পড়ে, এসেছিল কলেজে। ওর বাবা প্রথম যুগের ফরেন সার্ভিসের অফিসার। অথচ আমাদের মধ্যে ওইই সবচেয়ে বেশি বাঙালি মার্জিত। মাঝে মাঝে ওর নিখুঁত ইংরিজি অ্যাকসেন্টে ও ধরা পড়ে যায় যে, আমাদের মতো সাধারণ বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ও পড়েনি। শিক্ষা, সংস্কৃতি এ সবের শিকড় বোধ হয় অনেক গভীরে প্রোথিত থাকে। মানুষের বহিরঙ্গ, পেশাদারি জীবিকার রূপ দেখে আসল মানুষটিকে বোধ হয় কখনওই চেনা যায় না। প্রদীপ, সৌমিত্রর ছোটমামা, আমার দাদা, মোটা সকলকেই আমরা বাইরে থেকে চিনি। ছোটবেলার বন্ধুদেরও বা কতটুকু চিনি আমরা ? মানুষ হয়তো তখনই তার আসল রূপ প্রকাশ করে, যখন তার স্বার্থে ঘা লাগে।

প্রদীপ বলল, তুই কবে স্টেটসে যাচ্ছিস খোকন ?

প্রদীপ অতি সাধারণ ঘরের ছেলে। তার উপর পরিবারের বড় ছেলে। বাবা রিটায়ার করবেন শিগগির। এক বোন পার্ট টু পড়ছে হিউম্যানিটিজ নিয়ে। আরও এক ছোট ভাই আছে। তীর্থপতিতে ক্লাস নাইনে পড়ে। ...একটা চাকরির চেষ্টা করছে ও। যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকেই বলে। পড়াশোনাতে অতি সাধারণ ছিল ও বরাবর। কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিল বি এসসি-তে। কিন্তু



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মানুষটা বড় ভাল। পড়াশোনায় ভাল, দারুণ ভাল ; অনেক ছেলে আমি দেখেছি য়ুনিভার্সিটির রেকর্ড-হোল্ডারসও অনেক। কিন্তু মানুষ হিসাবে তাদের অনেককেই ভাল বলে মেনে নিতে মন সায় দেয় না। পড়াশোনা, সমস্ত জীবনের একটি দিক মাত্র। সবচেয়ে বড় দিক তা কখনওই নয়, অনেকদিকের মধ্যে সামান্য একটি দিক। আমাদের দেশের পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার পদ্ধতিও এখন যে, বড় বড় গাধাকেও পণ্ডিতের তকমা চড়াতে দেখেছি গায়ে। ভাল ছাত্র অনেকই দেখা যায় ; ভাল মানুষ বড় কম।

প্রদীপ বলল, এই নীরু, বেদেকে বল না আমার একটা চাকরির জন্য।

দুস্‌স। বেদের বাবাটা একটা বাজে লোক।

—কেন ? বাজে কেন ?

—বেদে নিজেই বলে। এক নম্বরের ঘুষখোর। লেক গার্ডেনস-এ কেপ্ট রেখেছে। বেদে বলেছে, একদিন ও নিজেই গিয়ে শুয়ে আসবে, বাবার রক্ষিতার সঙ্গে।

প্রদীপ হাত তুলে বলল, থাক থাক আর বলতে হবে না। আমি এতসব জানতাম না। বেদেকে বলার দরকার নেই।

নীরু বলল, আমাকে বলছিস কেন ? বেদের কথাই তো আমি কোট করছি।

প্রদীপ বলল, তবুও তোদের সকলকেই বললাম, মনে রাখিস, যে-কোনও কাজ। বেয়ারার কাজ হলেও করব।

—দাঁড়া না, বেদের সঙ্গে যুক্তি করে বেদের বাবাকেই ফাঁসাব।

—কী করে ?

লেক গার্ডেনস-এ গিয়ে একদিন ব্ল্যাকমেইল করব। যাবে কোথায় ? চাকরি না দিয়ে ? বাবা হলেই কি সব বাবা, বাবার সম্মান পায় ? জন্ম দিলেই যদি বাবা হত মানুষ, তা হলে আর কথা কি ছিল ?

—না না। অমন চাকরির আমার দরকার নেই।

হ্যারি বলল—কলকাতার বাইরে গ্রামের স্কুলের মাস্টারি করবি ?

রাসু বলল, মাস্টারি ? প্রদীপ কোথায় পাবে ? রুলিং বা অপোজিশান পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে বা পার্টি না করলে মাস্টারি পাবে না। বিদ্যা-শিক্ষায় আমরা সকলকে ইতিমধ্যেই ছাড়িয়ে গেছি ; আরও যাব। দেশ জাহান্নামে যাক, পার্টি সমূহর জয় আগে। পার্টিদের বাঁচতেই হবে।

মোটা বলল, রাসু তুই কিন্তু আমাকে প্রভোক করছিস।

রাসু বলল, কারেক্ট।

দিস ইজ আনফেয়ার। প্রদীপ বলল। বন্ধু বড় না রাজনীতি বড় ?

একথা মোটাকেই জিজ্ঞেস কর না ? ও বলবে, বাবা, মা, ভাই-বোন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ সব জাহান্নামে যাক। সকলের চেয়ে পার্টি বড়।

নীরু বলল, দ্যাখ, এই গরম। তোদের ভ্যাচর ভ্যাচর আর ভাল লাগে না। বোনটার জ্বরটা আজও কমল না। কে জানে কী হল ? এনকেফেলাইটিস হলেই চিত্তির।

—ব্লাড করেছিস ?

পাঠিয়েছি, ক্যালকাটা ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরিতে, ডঃ ব্যানার্জির কাছে। কাল রিপোর্ট পাব। জানি না, কী হবে ? মনটা বড়ই খারাপ হয়ে আছে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে উৎপল বলল, সব ঠিক হো জায়গা। চিন্তা করিস না। ভগবান আছেন।

—ইডিয়ট। একটা অশিক্ষিত রিকশাওয়ালার মতো কথা বললি। ভগবান কী রে শালা ?

মোটা সঙ্গে সঙ্গেই বলল। ভগবান টগবান স্টুপিডিটি। সেটা ঠিক আছে। কিন্তু ক্লাস তুলেও কথা বলবি না। রিকশাওয়ালা আবার কী কথা ?

নীরু বলল, সত্যিই মোটা তুই ইন্‌করিজিবল। আমার মনে হয় তোর সঙ্গে মুখের এঁড়ে তর্কে কেউ কখনওই জিততে পারেনি ; কোনওদিনও পারবে না। ফ্রাস্টেটিং, এগজাসপারেটেড করে দিস



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তুই মানুষকে। তোর কোনও সেন্স অফ প্রোপোরশন বা ডিসেন্সি নেই। দয়া করে চুপ কর এবারে। নে একটা সিগারেট খা। তোর মতো অন্ধ ওয়ার্কররাই তোর পার্টিকে ডুবিয়ে দেবে!

নীরু হঠাৎ লেকের একটা পিলারের উপর লাফিয়ে উঠে বলল, বন্ধুগণ! ভাইয়োঁ, ঔর বেহনো।

বেহ্‌নো নেই কোনও এখানে।

"মেরি ভইয়োঁ! কমরেডস: গরম অসহ্য হয়েছে। একটুও হাওয়া নেই। দিনে চোদ্দ ঘণ্টা লোডশেডিং। এইরকম উত্তপ্ত, ঘর্মাক্ত আবহাওয়া রাজনীতি চর্চার উপযুক্ত নয়। আমাদের মসকো কিংবা পিকিং অথবা ওয়াশিংটনের মতো ঠাণ্ডা জায়গায় গিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় মগজ ধোলাই করে এসে তারপর এসব আলোচনায় বসা উচিত। আমাদের রুশি, চিংকি বা ইয়াংকি, ব্রেইনসরা যা নির্দেশ আমাদের দেবেন আমরা তাইই করব। আমাদের নিজেদের ব্রেইনস আমরা বিভিন্ন দেশের সেফ-ডিপোজিট ভল্টে রেখে এসেছি। ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি নামে কোনও দেশ নেই। এই দেশের নাম রোবট-কানট্রি। মসকো, পিকিং বা ওয়াশিংটনের এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরের মধ্যে থেকে কম্প্যুটারের বোতাম টিপে আমাদের যা বলা হবে, আমরা রোবটের মতো ওইই করব। আমাদের ভুলে যেতে হবে, ভিয়েতনাম বলে কোনও দেশ ছিল পৃথিবীতে। অথবা কাম্পুচিয়া, আফগানিস্থান বা পোল্যান্ড। তিন বাঁদরের মতো আমাদের জীবনে এই ব্রতই নিতে হবে যে, আমরা খারাপ জিনিস দেখব না, খারাপ কথা শুনব না, খারাপ কথা বলব না। শুভম। বন্ধুগণ। কমরেডস। আনন্দম্।"

"হিয়ার হিয়ার" "হিয়ার হিয়ার" বলে সকলেই নীরুকে হাততালি দিয়ে উঠে পড়ল।

উৎপল বলল, তুই যা বক্তৃতা দিস, গড়ের মাঠে দাদের মলম অথবা চানাচুর বিক্রি করলেও মাসে দু হাজার স্বচ্ছন্দে রোজগার করবি।

মোটা রীতিমতো ইম্প্রেসড। বলল, জোকস অ্যাপার্ট। নীরু! তুই কিন্তু দারুণ বলিস। তোকে একদিন বিজয়দার কাছে নিয়ে যাব পার্টি-অফিসে।

নীরু হেসে বলল, আরেকটা সিগারেট খা। কিন্তু তোর সঙ্গে কোথাওই যাব না আমি মোটা। রাজনীতিই যদি করি, তবে নিজের দল গড়ব। তখন তুই যদি এদেশীয় ট্রাডিশান অনুযায়ী ফ্লোর-ক্রশ করতে রাজি থাকিস তবে তোকে একটা মন্ত্রিত্ব দিতেও পারি। বদলে নোট পাবি না কিন্তু। তোকে নেব, কারণ সততার এই বিষম দুর্ভিক্ষের দিনেও তুই সৎ। আমার দলের কোনও প্রি-ডিফাইনড পলিসি থাকবে না। পার্টির নাম দেব: ভারতীয়, স্বদেশি, সৎ এবং আন্তরিক দল।

সকলে আবার হাততালি দিয়ে বলল, হিয়ার। হিয়ার।

আমরা সকলেই যে-যার পথ নিলাম গোলপার্কে এসে।

আমি স্টেশনে যাবার বাসে ওঠার আগে প্রদীপ বলল, খোকন। আমার কথাটা ভুলিস না। আমার চাকরির কথাটা মনে রাখিস। যে-কোনও চাকরি।

বাসটা ছেড়ে দেবার মুহূর্তেও প্রদীপ বলল, খোঁজে থাকিস। সিরিয়াসলি খুঁজিস কিন্তু রে।

৫

মনের মধ্যে নানা কারণে ঝড় চলে আজকাল। দাদা নিমীলা সেনের ব্যাপারটা শোনার পর আমি একাই যতটুকু পারি জানার চেষ্টা করেছি। যা জেনেছি, তা মোটেই সুখকর নয়। আজই রাতে, ঠিক করেছি বৌদির বাবার নামে একটি বেনামি চিঠি লিখব সব কথা জানিয়ে। বেনামি চিঠি কোনও ভদ্রলোক লেখে না। কিন্তু আমার পক্ষে দাদার সঙ্গে এ বিষয়ে মুখোমুখি আলোচনা করা সম্ভব নয়। নয়, বৌদির সঙ্গেও। বৌদির বাবার সঙ্গে তো একেবারেই নয়। আমার মায়ের সঙ্গেও আলোচনার প্রশ্ন ওঠে না। অথচ কিছু একটা না-করলেও নিজের কাছে বড় অপরাধী হয়ে থাকব।

বৌদির জন্যে সত্যিই বড় কষ্ট হয়। দশ বছর বয়সে মা মারা গেছেন। মামাবাড়িতে আর বাবার কাছে টানাপোড়েনে মানুষ। টানা-পোড়েনে মানুষ হয়েছে লোকে, তা যারা বলেন তাঁদের আমার বৌদিকে দেখে যেতে বলি এসে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বাড়িতে বসে থাকলে বৌদির সান্নিধ্য আমাকে আরও পাগল পাগল করে তোলে। আমার যদি আর একজনও ভাই থাকত তবে যেখানে হোক একটা চাকরি নিয়ে চলে যেতাম পথে পথে গাঁ গেয়ে পাথর ভেঙে ভেঙে যে করে হোক খেতাম, তবু এখানে থাকতাম না। আমি কোনও দিন এমন কিছু করে বসব যা আমার রুচি বিবেক আমার শিক্ষা-দীক্ষা কোনও কিছুরই অনুমোদিত নয়। সব মানুষের বুকের মধ্যেই দেবতা এবং দৈত্য বাস করেন। সময় বিশেষে সেই "সু" আর "কু" মানুষকে গ্রাস করে। কখনও তাই সে তার নিজের সত্যিকারের সত্তার চেয়ে অনেক মহত্তর হয়ে ওঠে। আবার কখনও অত্যন্ত এবং অভাবনীয় নীচ। তা ছাড়া, আমার চরিত্রে চৌর্যবৃত্তি নেই, অসাধুতা নেই, ভণ্ডামি তো নেইই। মাথা নিচু করে কোনও কিছু পাওয়ার প্রবণতা নেই। আমি জানি যে, আমি এ পৃথিবীতে একেবারেই মিসফিট। দাদা ছোটবেলায় মা-বাবা কিছু কিনতে দিলে পয়সা ফেরত দিত না। বাজারের হিসেবে গোলমাল করত। ওর জন্যে, মানে ওর চুরির দায়, একটি নতুন-আসা অল্পবয়সী চাকরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তাকে ঘণ্টুদার কাছে কী মারই না খাইয়েছিল দাদা। আমার চোখ ফেটে জল এসেছিল। আমি জানতাম যে, দাদা মিথ্যেবাদী এবং চোর। কিন্তু আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে এদেশীয় অন্য দশজন ভদ্রলোক চোরের মতোই ; দাদাও বড় হয়ে ওঠার পর ছিঁচকে চুরি করার বদলে ভদ্রলোকসুলভ ডাকাতি করবে ; রাহাজানি করবে। স্যুটেড-ব্যুটেড শিক্ষিত চোরদের সিঁদেল চুরি মানায় না। কিন্তু বিয়ে করে, গরিব বাবার মা-মরা পরমা সুন্দরী, গুণবতী মেয়ের কাছ থেকে ফ্রিজ নেবে, টিভি নেবে, ফার্নিচার নেবে, তারপরও বৌদির মামা তাকে বিলেত না-পাঠানোর জন্যে অপমান করবে বৌদিকে সকলের সামনে এবং সেইসঙ্গে অন্য নতুন সাম্রাজ্যের দিকে সমানে সুড়ঙ্গপথে এগিয়ে যাবে নিমীলা সেনের দিকে—এতটা আমি আশঙ্কা করিনি।

আমার বাবার দোষও যে ছিল না তা নয়। বাবার দোষ বলতে, ছেলে সম্বন্ধে দুর্বলতাটাই ছিল তাঁর দোষ। যে বাবা, কম করে পঞ্চাশজন অনাত্মীয় মানুষের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, পঞ্চাশজন মেধাবী গরিব ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তিনিই প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েই মারা গেছেন। বাবা বলতেন, ভাল করলে, ভাল হয় ; ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হওয়ার পরও দাদা যখন বৌদির বাবাকে চিঠি লিখে এইসব পণ এবং পাঁচ হাজার নগদ টাকা চায় এবং বাবা যখন সেকথা জানতেও পারেন, তখনও সেই ছেলেকে সমুচিত শাসন না-করা বিয়ে ভেঙে না দেওয়াটা নিশ্চয়ই দোষের। আমার মনে হয়, বৌদির কাছে বৌদির বাবা এসব কথা চেপে গেছিলেন। এবং এই ফ্রিজ, টিভি—ফার্নিচার সব নিশ্চয়ই বৌদির বড়মামাই দিয়েছিলেন—যা, না দিলে স্বচ্ছন্দে বিদেশ যাওয়ার খরচা দাদাকে তিনি দিতে পারতেন। বেচারি বৌদি! এমন ছোটলোকের সঙ্গে যে তার বিয়ে হচ্ছে, একথা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি। নিজের দাদা বলে ওকে আজকাল মেনে নিতে আমার ঘেন্না হয়। সেই দত্ত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের চেয়ে আমার সহোদর কোন অংশে কম ইতর ? সেই ইতর দত্তকে দোষ দেব কী!

বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম এক চক্কর। বেরোলেই, মাকে আর বৌদিকেও যেতে বলি। কোনওদিন ওরা দুজনেই আসেন ; কোনওদিন বা মা একা অথবা বৌদি।

মা এলে বলেন, বাঃ দ্যাখ দ্যাখ কী সুন্দর পুঁইডাঁটা হয়েছে রে ওই বাড়িটার চালে! এই পুকুরে মাছ আছে অনেক, দেখেছিস খোকন ? কেমন বুড়বুড়ি কাটছে। কখনও বলেন, তোর বাবা রিটায়ার করে এমন জায়গায় থাকলে মনের সুখে মাছ ধরতে পারতেন, তাই না ?

আমি উত্তর দিতাম না মায়ের কথায়। বাবা বেঁচে থাকলে, সল্ট লেকের জমিটা বাবার অসুখের সময় জলের দরে বিক্রিও হত না। ওই জমি বিক্রির ব্যাপারেও দাদাকে সন্দেহ হয় আমার। ওর যা চরিত্র। সন্দেহ হয় ও বাবারই জমি, বাবারই অসুখের সময় বিক্রি করে আন্ডারহ্যান্ডে ক্যাশ টাকা নিয়েছে ব্যবসাদার মাখনবাবুর কাছ থেকে। অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে পাওনার টাকার হিসেব রেখেই ও খুশি হয়নি কোনওদিনও। টাকার, আরও টাকার লোভ ওর মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিয়েছে। আমার এই সন্দেহের ভিত্তিও আছে একটা। মাখনবাবুর সঙ্গে একদিন গড়িয়াহাট বাজারে দেখা হয়েছিল। তখন বাবা মারা গেছেন। সবে, কাজ হয়েছে। আমার ন্যাড়া মাথা। একটু উষ্মার সঙ্গেই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলেছিলাম ওঁকে, জলের দরেই তো জমিটা কিনে নিলেন। তখন আমাদের দরকার ছিল টাকার খুবই। কি আর করার ? অপেক্ষা করার সময় ছিল না আমাদের। তাই...

মাখনবাবু সোনা-বাঁধানো দাঁত বের করে হেসেছিলেন। সে হাসিতে কোনও অপরাধ বোধ জড়িত ছিল না। বলেছিলেন, ডিসট্রেস সেল তো। ডিসট্রেস সেলে, দাম কমই হয়। তা ছাড়া, খুব একটা কম দামেও নিইনি। তারপর একটু চুপ করে থেকে মাংসের দোকানের দিকে চলে যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন, আপনার দাদা আছেন কেমন ?

ভাল।

কিছু মনে করবেন না, আপনার দাদাটি একটি চিজ।

বলেই, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছিলেন।

সত্যিই চিজ। যদিও একথা মনে করতেই কষ্ট হয় আমার। এমন মা বাবার এমন ছেলে ! কিংবা কী জানি ? আমার বাবা মাকেও কি আমি সম্পূর্ণ জানি ? আমরা সকলেই তো আলাদা আলাদা মানুষ। বাবা, আমি, দাদা, মা, বৌদি। প্রত্যেক মানুষই আলাদা আলাদা। কেউই কি কাউকে সম্পূর্ণ জানি ? একা-আসা, একা-যাওয়া। বাবা এবং মায়ের কতটুকু খারাপ আমি জানি ? জানি শুধু ভালটাই। ভালটাকেই তো সামনে এনে সাজিয়ে-গুজিয়ে অন্যকে দেখাই আমরা প্রত্যেকেই, খারাপটুকু তো থাকে চোখের আড়ালেই ; মনের গভীরে। তারপর একদিন সব ভাল এবং খারাপ ছাই হয়ে যায় চিতায়। ছাইয়ের মধ্যে ভাল আর খারাপ আর আলাদা করে চিনে নেওয়া যায় না। ছাই মাত্রেই ভাল। মৃত্যু সমস্ত মানুষকেই মহান করে। মৃতকে কেউই খারাপ বলে না।

ভাল লাগে না এসব ভাবতে। নিজের মনটা ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আগে ছাদে দাঁড়িয়ে খোলা আকাশে তাকিয়ে হাওয়ায় নিশ্বাস নিতাম নাক ভরে। কী ভাল যে লাগত ! চিড়িয়াখানা থেকে বালিগঞ্জ পার্ক-এর উপর দিয়ে হাঁসের সারি উড়ে যেত ধাপার মাঠের দিকে—সবে-সন্ধের তরল চিকচিকে নীলাভ অন্ধকারে। বালিগঞ্জ পার্ক আর পার্ক রোডের বড়লোকদের বিরাট বিরাট লনওয়ালা বাড়ির বড় বড় গাছে কাকেরা সন্ধের গান গাইত। স্টিভেডর আর শিপিং কোম্পানির বোসদের বাড়ির লনের চিড়িয়াখানা থেকে ম্যাকাও ডাকত অদ্ভুত শব্দ করে। মনে মনে দক্ষিণ আমেরিকা, আর আফ্রিকার কঙ্গো বেসিনে চলে যেতাম। কে জানে, এ সব পাখির দেশ কোথায় ?

এক দিক দিয়ে ভালই হয়েছে যে, আমরা এখন এখানে চলে এসেছি। আগের পাড়ায় ভরতরাম, চরতরাম, গোয়েঙ্কা, কানোরিয়া, বাজোরিয়া, বোস, সরকারদের বাড়ি। ওখানে আমাদের মতো লোকদের মানাত না। এই আমাদের যোগ্য দেশ। বাবার কাছে শুনেছিলাম, সেই কবে ছোটবেলায় ঢাকার নবাবগঞ্জের বাড়ি ছেড়ে পদ্মার স্টিমারে চড়ে এখানে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। তারপর কত জায়গায় বদলি হলেন বাবা। আমাদের ছেলেবেলা কাটল কত না মফঃস্বল শহরে। বহরমপুর, হাজারীবাগ, ডাল্টনগঞ্জ, বর্ধমান সবশেষে কলকাতার আয়রনসাইড রোডের কোয়ার্টারে এসে থিতু হলাম। থিতু হওয়া যায় ? একজন মানুষের পক্ষে তার আসল পারিপার্শ্বিকে আসল অ্যাটমসফিয়ারে, হাইড্রোস্ফিয়ারে, নিজের সীম্বায়োজিম, মিউচুয়ালিজম এমনকী প্যারাসাইটিজম্-এও ফিরে আসা ভাল। যে নকল পরিবেশ বা যে জীবন তার নিজের নয় এবং কোনওদিনও হবে না ; সেই জীবন ও পরিবেশ ছেড়ে।

বৌদির সঙ্গে বেড়াতে বেরোলে খুব মজা হয়। বৌদি বলে, এই খোকন, এই কলাটা পেড়ে দাও তো। আমার শাড়ির সঙ্গে খুব মানাবে। একদিন একটা ডিঙি নৌকা বাঁধা ছিল পানা আর শ্যাওলা ভরা মজা বিলটার ট্যাকে। বলা নেই কওয়া নেই, ডিঙিতে চড়তে গেল আর গিয়েই ঝপাং করে জলে। খুব লেগেছিল। বাঁ হাঁটুর কাছটাতে কালশিরে পড়ে গেছিল। ভাগ্যিস জলে ডোবেনি। জল সামান্যই ছিল সেখানে। তারপর বাড়ি ফিরে আয়োডেকস মাখতে হল দু' ঘণ্টা। আমিই মাখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। মাও বলেছিলেন, লজ্জা কীসের ? আজকালকার কত মেয়ে তো মিনিস্কার্ট পরে। তুমি তা পরলে, তোমার দেওর তো এমনিতেই তোমার হাঁটু দেখতে পেত। হাঁটু, নাভি, পেট এসব এখন আর মেয়েদের লজ্জাস্থান নেই। মাথায় মেলায় বাজারের সম্পত্তি হয়ে গেছে। মনে আছে, মা একথা বলতেই, তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে আঁচল নামিয়ে পেট ঢেকেছিল বৌদি।

www.BanglaBook.org

বৌদির দোষ কী। আজকাল সব মেয়েরাই অমনি করে শাড়ি পরে। আমাদের বান্ধবীরাও পরে। আমাদের চোখে নতুন কিছু লাগে না। কিন্তু মিথ্যে বলব না, বৌদির নাভিতে আমার যেই চোখ পড়ে, সমস্ত শরীরটা কেমন যেন করে ওঠে। জানি না, কী আছে বৌদির শরীরে। বেড়াতে বেড়াতে একদিন দেখি কতগুলো বাচ্চা ল্যাংটা ছেলে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করে কুঁচো মাছ ধরছে। সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে বৌদি বলল, অ্যাই। মাছ দেবে। দাও না গো। বেশি দাম দেব। সঙ্কলের চেয়ে বেশি।

সংসারে বোধহয় কিছু মানুষ এমনি মন্দভাগ্য করেই আসে বৌদির মতো। তারা নিজেরা সবচেয়ে দামি হয়েও, সঙ্কলের চেয়ে বেশি দাম দিয়েও পচা অথবা বাসি জিনিস পায়। কেনা-বেচা, সকলের জন্যে নয়। কেউ কেউ পারে, কেউ কেউ পারে না। যতই দাম দিক না কেন, কিছু মানুষ ঠকতেই আসে এ সংসারে।

বাড়িতে প্রায় পৌঁছে গেছি, এমন সময় একটা চিৎকারে চমকে উঠলাম আমি।

এই ছোকরা!

প্রথমে বুঝতে পারিনি।

আবারও চিৎকার। অ্যাই ছোকরা। কালা নাকি রে? অ্যাঁ?

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম, সৌমিত্রর ছোটমামা ডাকছেন। সন্ধে হয়ে আসছিল। জ্ঞানদা এতক্ষণে কাজ-টাজ সেরে চলে গেছে। দাদার আসতে আসতে তো সাড়ে ন'টা। আমার এবার বাড়ি ফেরা দরকার। কিন্তু এমন ধমক দিয়ে ডাকছেন উনি। একবার না গেলেও নয়।

ঘরে ঢুকতেই বললেন, কী? আমার গাড়ি নেই, মস্ত বাড়ি নেই, বিলিতি আমেরিকান ডিগ্রি নেই বলে কি আমার ডাকটা গ্রাহ্যই হচ্ছে না?

ছোটমামাকে সেদিন কেমন অন্যরকম লাগছিল। এমন সময় ভেতর থেকে চোতন এল একটা ওষুধের গ্লাস আর জল নিয়ে। বলল এবার এটা খেয়ে নিন।

থাম তো তুই, বলেই এক ধমক লাগালেন চোতনকে। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়াতে গেলেন। লুঙ্গিটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল – দেখলাম, আন্ডারওয়্যারও পরেননি। লুঙ্গিটা বেঁধেই বললেন, সর তো সর।

চোতন বলল, এটা খেয়ে নিন বাবু।

মেলা ঝামেলা করিস না তো। সর। পায়খানা থেকে আসি! বলেই, চোতনকে প্রায় ধাক্কা দিয়েই বেরিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। চোতন অসহায়ের মতো মুখ করে বলল, লাও। এইবার খেলা শুরু হল। চলবে পনেরো দিন অন্তত। তারপর শক দিলে আবার ঠিক হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে শক দিতে হয়। শক দিতে গেলেই খুব ঝামেলা হবে। ঝামেলা অবশ্য আমাদের সঙ্গে বিশেষ করেন না, তবে মায়ের এ ক'দিন রাতে, চোখের পাতা বোজার উপায় থাকবে না।

কেন?

এই সময়টা ওঁকে চোখে চোখে রাখতে হয় যে! কখন কী করে বসেন, কে বলতে পারে?

কী করে বসবেন? করেনটা কী?

উনি এইসময় নিজেকে অন্য কিছু ভাবতে আরম্ভ করেন।

অন্য লোক?

না, না। লোক নয়। এই ধরুন, শামুক, হাঁস ফড়িং, কখনও বা কচুরিপানা। লোককে যেমন ভূতে পায় না; ওঁকেও তেমন হাঁসে পায়, শামুকে পায়, কচুরিপানাতে পায়। আর কী! প্রায় সময়ই এ ক'দিন পাশের ঘরের চৌবাচ্চার জল-কাদার মধ্যে বোঁধয়ে থাকবেন, মোষে যেমন পাঁকে ডুবে থাকে, তেমন করে, সে মাঘ মাসের শীত বলেও। একবার তো আমাদের অজান্তে পুকুরে নেমে একেবারে তলিয়ে গেছিলেন, ভর দুপুরে। ঝাঁকতে আর পানাতে বোধহয় টান পড়েছিল, হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করে ডানা ঝাপটা-ঝাপটি করতে মা তাড়াতাড়ি দোতলা থেকে নেমে আসেন। ভাগ্যিস, সেদিন রবিবার ছিল। বাবা ঘরে নেই দেখেই, আমাকে ডাকলেন, বললেন, সর্বনাশ হয়েছে। 'চোতন, শিগগির আয়। আমি তো গামছা-জড়িয়ে ডুব মেরে কোনওরকমে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ত্যানাকে তুললাম। পানা আর শ্যাওলায় আর হাঁসের পাইকানায় একেবারে গা ময়। ম্যাগো!

বলেই চোতন এমন একটা মুখভঙ্গি করল যে, অজান্তে আমার নিজের মুখও বিকৃত হয়ে গেল।

তারপর?

তারপর আর কী? জল খেয়েই পেট ঢাক। যদিও অল্পক্ষণই ডুবেছিলেন। হাত-পা নাড়ানাড়ি করে আমি আর বৌদি জল টল তো বের করলাম। চোখ তাকিয়েই ইংরিজিতে কী সব কতগুলো নাম বললেন, পুটুর পুটুর করে।

কার নাম? মানুষের?

মানুষের নাম নয় না গো দাদাবাবু। বৌদি তো ছেল। এইসব, ত্যানার ন্যাবরেটরিরই নানা ব্যাপার স্যাপার হবে, আমি আর কতটুকু বুঝি। বৌদি দৌড়ে গিয়ে দুধ গরম করে নিয়ে এলেন। দুধ খেয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, কী রে চোতন? কেমন ছুপকি দিয়েছিলাম? হিঃ হিঃ হিঃ।

তা বাবু জলের তলায় গেছিলেন কী করতে? আমি শুধোলাম ত্যানাকে।

বাবু বললেন, হিঃ হিঃ। সে কী কাণ্ড রে চোতন। কচুরিপানাদের রাজকন্যের বিয়ে, তা পায়ে তার আলতা পরাতেই ভুলে গেছিল রানিমা। কী অলুক্ষণে কথা বলত!

আমি বললাম, তা আলতা পেলেন কোথায়?

দুসস। আলতা পাব কোথায়? আর পেলেই বা কী? আমি কি কচুরিবাড়ির নাপতেনি যে, মেয়ের পায়ে আলতা লাগাতে যাব?

তবে?

হিঃ হিঃ। সেই-ই তো মজা। আমার কলেজের মেডেল ছিল, লাল সিল্কের ফিতে বাঁধা। রাজকুমারীর পায়ে পরিয়ে দিয়ে এলাম।

কলেজ? আমি অবাক হলাম। অবশ্য চোতন এ সবের কী জানবে?

বললাম, উনি যখন সুস্থ থাকেন, আর যখন এমন হয়ে যান, এই দুই অবস্থার মধ্যে তফাতটা কি দ্যাখো চোতন?

তফাত আর কী? পাগল বলতে আমরা যা বুঝি, ধরুন, যেমন খ্যাঁদার মা; আমার বাবু তেমন পাগল নন।

খ্যাঁদার মা কী করে?

খ্যাঁদার মা? তেমন বিশেষ কিছু নয়, এই ধরুন কালো কুকুরটার ল্যাজ কামড়ে দিল সেদিন। খ্যাঁদাকে ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলতে লাগল, বুলবুলিটার পেছনের পালক ছিঁড়ে আন খ্যাঁদা, আমি টিপ করব। ইঁট, হাতা, সাঁড়াশি, জামবাটি যাই-ই হাতের কাছে পেল তাই-ই লোকের নাক লক্ষ করে ছুঁড়ে মারল হয়তো। কখনও কখনও খেউড়ও করে। তখন ছেলেমেয়ে বাপ-মা সব ইস্তব্দ। লট-নড়ন চড়ন লট-কিচ্ছু। কার ঘাড়ে কখন কোন কোপ পড়ে কে জানে? এইই সব। ক্ষেতিকারক কিছু নয়।

অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল চোতন। একবার ওদিকে গিয়ে দেখব নাকি? তোমার বাবু কী করছেন এতক্ষণ?

না, না। ঠিক আছে। বাবুর অশ্ব আছে।

অশ্ব? অশ্বটা কী?

ওই যে, এক রকমের রোগ গো। ফাইল না কী বলে, ইংরিজিতে।

ও-ও-ও। পাইলস? অর্শ। তাই বলো।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওইই। তাই ওদিকে গেলে, এট্টু সময় লাগেই।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছিল। ওঁর সঙ্গে আলাপ হবার পর ছোটমামা যে সত্যিকারের পাগল নন একথা জেনে খুব ভাল লেগেছিল। ভেবেছিলাম কাজ-পাগল উনি; বিজ্ঞান-পাগল। আজকে দেখছি অন্য রূপ। ঈসস এরকম মানুষের এমন রোগ হয় কেন? ভাবছিলাম, বোকাদের মধ্যে পাগল বোধহয় কম মানুষই হন। পাগল হন তাঁরাই, যাঁদের মেধা তীক্ষ্ণ অথবা যাঁরা প্রচণ্ড আবেগ সম্পন্ন। হঠাৎ আঘাতে, হঠাৎ ব্যর্থতায় কত লোকে পাগল হয়ে যান। ভীষণ কষ্ট লাগে আমার। শারীরিক



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কষ্ট তবু হয়তো সহ্য করা যায়। যেহেতু একমাত্র মানুষেরই মন থাকে, তাই সেই মানুষের মনই যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তা চোখে দেখাও বড় কষ্টের।

তফাতটা কী দ্যাখো তুমি চোতন ? মানে, তোমার বাবুর দুই অবস্থার মধ্যে, তা তুমি বললে না তো।

তফাতটা আর কিছুই নয়। মনে করুন গিয়ে আপনার, আমার উপর খুব রাগ আছে। কিন্তু আমি তো আপনার খাই-পরি না, আপনার রাগের কি ঘণ্টা আমি কেয়ার করি ? তাই, আপনি সামনাসামনি আমার উপর মনে করুন গিয়ে রাগ দেখাবেন না, কিন্তু আপনার বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমার চোখের আড়ালে বলবেন, চোতনটা একটা এক নম্বর হারামি। কেমন, না ?

কিছুই বুঝলাম না। বললাম, তারপর ?

তারপর ? মনে করুন গিয়ে আপনার কাছে, আপনার বাড়িতেই, একজন লোক থাকে, যার উপর আপনার, মনে করুন গিয়ে, পেচণ্ড রাগ। কিন্তু মনে আপনি যাইই করুন না কেন গিয়ে ; সেই লোক পাছে কিছু মনে করেন, সেই জন্যে মনে করুন গিয়ে, আপনি তাঁকে সামনে কিছুই বলবেন না। কেন বলবেন না, মনে করুন গিয়ে, আপনি হচ্ছেন গিয়ে একজন সুস্থ ভদ্রলোক এবং সেই লোক হচ্ছে গিয়ে আপনার নিজের লোক। কিন্তু মনে করুন গিয়ে, আপনি আমার বাবুর মতো পাগল হয়ে গেলেন। তখন আপনি কী করবেন ? তখন কি আপনি তাকে ছেড়ে কতা কইবেন ? তার ঝুঁটি নেড়ে দেবেন না ?

চোতন ওষুধের গেলাসটা নামিয়ে রেখে বলল, একটা বিড়ি খাচ্ছি বাবুর বান্ডিল থেকে মেরে। বলে দেবেন না যেন আবার। বলবেনই বা কেন ? আপনি তো আর পাগল নন।

বাবু কি বিড়ি খান নাকি ?

হ্যাঁ। বাবু তো বিড়িই খান।

তা তুমি বিড়ি কেন খাবে ? আমি সিগারেট দিচ্ছি, খাও।

না, না। বাবুর নাক পেচণ্ড তেঞ্জ। নিজে বিড়ি খান বলেই বিড়ির গন্ধ ধরতি পারেন না। সিগারেট খেলেই ধইরবেন কপাত করে। বাবু তো আমার সাক্ষাৎ মহাদেব। শুধু এই সময়টাতেই একটু তিরিক্ষি হয়ে পড়েন।

আপনি এক সেকেন্ড দাঁড়ান দেখি। আমি আলোটা নিয়ে আসি। আঁধার করে এল। রাত এক্ষুনি নামবে।

এই ভড়-কলোনিতে প্রায় সব পাকা বাড়িতেই বিজলি বাতি আছে। পাশের গ্রামে নেই, আর বস্তিতে নেই। কয়েকটি বাড়িতেও অবশ্য নেই। এই বাড়িতেও নেই। চোতন আলো নিয়ে এল। পুরনো দিনের সেজের বাতি। ছেলেবেলায় বহরমপুরে, হাজারীবাগে দেখেছিলাম।

তোমাদের বাড়িতে বিজলি বাতি আনোনি কেন ?

ফুঃ। বিজলি তো ইদিকে এলই এই সেদিন। আর যে লোডশেডিং-এর ছিরি ! বাবু বললেন, আমি ইলেকটিরি নেব না। আর তুই দেখিস চোতন একদিন সক্কলেই ইলেকটিরি তুলে দেবে হচ্ছে করে। গরম অনেক বেশি হয় ওই আলোতে। তা ছাড়া, দিনে রাতে বারো ঘণ্টা পাখা চলবে না, বাতি জ্বলবে না, কিন্তু বিল পাঠাবার সময় পাঠাবে ডাবল বিল। অমন ইলেকটিরির মুখে ঝাঁটা মারি।

এটা বাবুর কথা ? না তোমার কথা ?

বাবুর কথা। কেন ?

তোমার বাবু বলেছেন, ঝাঁটা মারি ?

হেঃ হেঃ। না বাবু ! ওইটুকুন খালি বলেননি।—ফোর্চের মাথায় আমিই বলে দেচি। অন্যায় হল কী ?

নিশ্চয়ই হয়েছে। কখনও নিজের কথা অন্যের বলে চালাবে না। আর তোমার বাবু বিশেষ করে যখন এত ভাল লোক। তার উপরে বেচারির মাথার গোলমাল। ওঁর নামে একটি কথা বলার আগে, দশবার ভেবে বলবে। বুঝেচো।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠিক। ঠিক বলেছেন। ওই যে উনি আইসতেছেন।

কী হে ছোকরা। এখনও আছ? আমি ভাবলাম, সন্ধে উৎরে গেল। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। শরতের রাত। বাড়িতে অমন সুন্দরী প্রেমিকা থাকতে এখানে মরতে...

চোতন আমার দিকে আড়চোখে চেয়ে রাগ করতে মানা করে ছোটমামার আড়ালে নিজেই নিজের কান মুলল তার বাবুর হয়ে। মুখে বলল, এই যে বাবু! ওষুধটা।

থাম। থাম। বেশি পাকা। তারপর নিজেই কী একটু ভেবে বললেন, দে! খেয়েই নিই।

চোতন তাড়াতাড়ি চলে গেল। কিন্তু আমার কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। উনি বললেন, আগুন নিয়ে খেলছিস ছোকরা। আগুন আবিষ্কারের পর মানুষ আগুনকে অনেক কাজে লাগিয়েছে। সভ্যতার কাজে। কিন্তু কিছু কিছু আগুন মানুষ নিজের বুকেরই মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছে। তার মানুষ-জন্মের প্রথম দিন থেকেই। সেই সব আগুনে, মানুষকে নিজেকেও পুড়তে হয় বই কী! এভরিথিং ইজ প্রি-ডেস্টিন্ড।

আমি বললাম, আমি এবার যাব। চোতনকে ডাকলাম, চোতন।

সেই অপ্রকৃতিস্থ মানুষটি তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে চোখে আমার দু' চোখে চেয়ে থাকলেন, সেজের বাতির লালচে আলোয়। হঠাৎ হেসে উঠলেন। পরক্ষণেই, হাসি থামিয়েই গান ধরলেন। ওঁর গলার স্বর যেন আমাকে বিদ্ধ করল। স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লাম আমি।

কী টপ্পার কাজ গলায়! ভাবা যায় না। এতদিন হল এখানে এসেছি এ মানুষটির এ দিকটার পরিচয় কেউই তো দেয়নি। আশ্চর্য!

"কি করে কলঙ্কে, যদি সে আমাকে ভালবাসে
আমি যাতনা বাঁধা সদা, ওগো সে পড়িল, সেই ফাঁসে।
কি করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালবাসে।
বিচ্ছেদে যাতনা যত, ওগো কলঙ্কে কি ঘটে তত?
সচেতন অবিরত মিলনেরই অভিলাষে॥
কি করে কলঙ্কে, যদি সে আমারে ভালবাসে।"

খালি গলায়, কোনও যন্ত্র ছাড়া, এমন টপ্পা কখনও কারও মুখে শুনিনি। কাফিতে বাঁধা গানটি।

গান শেষ হলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললাম, কার গান?

শ্রীধর পাঠকের লেখা। নিধুবাবুর সুর। নিধুবাবুর নাম শুনেছিস ছোকরা? তা শুনবি কেন? নিধিরাম গুপ্ত রে হাঁদা। রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস মাল এদের নামও শুনিসনি নাকি? শুনিসনি তো যা, মর গে যা।

গান শুনেই চোতন দৌড়ে এল ভিতর থেকে। খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছিল ওকে। বলল, বাবু বাবু থামবেন না। আরও গান।

হঠাৎ উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, শালা। তোকে আমি অ্যালগী বানিয়ে দেব, ফাঙ্গি বানিয়ে দেব, প্ল্যাংকটন। চুপ কর। বলেই আমার দিকে ফিরে বললেন, যত্ত সমঝদার সব আমার। ফুসস, ফুল্ললতাই চলে গেল।

এবার বিষণ্ণ দেখাল ওঁকে।

আমার গানের কদর করবে কে আর? গান, গায়ক নিজের কৃতিত্বে গায় না। কখনই না। কোনও গায়কই না। শ্রোতারাই তাকে দিয়ে গাইয়ে নেয়। তাঁর নিজের বলতে, গায়কের তখন সুখ দুঃখ, ব্যথা, বেদনা কিছুই থাকে না রে। এ বড় কঠিন সাধনা,—হ্যাঁ সাধনাই, যদি সিদ্ধি চাস। আর যদি হাততালি চাস চটাচট, যশ চাস ফটাফট, তা হলে মর গে যা। চালাকি দিয়ে জীবনে কিছুই পাওয়া যায় না রে ছোকরা। কিসসুই না। হাঃ হাঃ আজকের দুনিয়ায় পাবলিসিটি ইজ ফেম। হাঃ হাঃ। আসল গুণী ঘরেই বসেই থাকে তার অভিমান নিয়ে, আজ নির্লজ্জ গুণহীনেরা প্রচারের দামামা বাজিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে বেড়ায়।

আমি এবার যাই।

যা না! তোকে পায়ে ধরে থাকতে বলেছে কে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সিঁড়ি অবধি আসতেই, আবার পেছন থেকে ডাকলেন।

বললেন, শোন। তোকে চুপি চুপি একটা কথা বলি। দশজনকে বলতে যাস না যেন আবার।

চোতন হ্যারিক্যান নিয়ে আমাকে মাঠ আর রাস্তা পার করাবে বলে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাকল, আসুন বাবু!

আবার ঘরে যেতেই আমার কানের মধ্যেই প্রায় মুখ গুঁজে বললেন, চালাকি দিয়ে প্রেমও পাওয়া যায় না রে! চালাকির প্রেম; পাখি হয়ে উড়ে যায়। আমার ফুল্ললতা যেমন গেছিল। আমি তো এখন ভালই আছি। মাঝে মাঝে যখন আমার মাথার গোলমাল হয়, তখনই এসব পুরনো কথা, পুরনো গান, আমার মনে আসে না। তোকে আরও একটা কথা বলি, সবসময় মনে রাখবি।

বললাম, কী কথা?

—তোর ভেতর আর বাইরেটার মধ্যে কখনও আড়াল রাখিস না। যে চালাকি দিয়ে অন্যদের ঠকিয়ে বেড়াতে চায়; তার অজানিতেই তার ভেতরের মানুষটা তাকেই ঠকিয়ে ফোঁপরা করে দেয়। মনে রাখিস, এই কথাটা।

চোতন ডাকল আবারও। আসুন বাবু।

আলোর দরকার ছিল না। শুক্লপক্ষর চাঁদ। এর পরের পূর্ণিমাই কোজাগরি পূর্ণিমা। বুঝলাম, চোতন আলো দেখাতে আসেনি। এসেছে অন্য কারণে। বলল, বাবু একটা সিগারেট দিন। রাতে খাব।

দিলাম দুটো। আমার কী? দাদার পয়সার সিগারেট, অথবা বাবার পয়সার। আমি একটা ওয়ার্থলেস। রিয়্যাল ওয়ার্থলেস। যাকে বলে।

চোতন বলল, কাল পরশুর মধ্যেই বাবু ভাল হয়ে যাবেন। গান গাইলেই ভাল হয়ে যান প্রত্যেকবার। অথচ আশ্চর্য! যখন ভাল হয়ে যান, তখন ওঁর গলা দিয়ে সুরই বেরোয় না।

—আচ্ছা চোতন, তুমি যাও। বাবুকে দ্যাখো। দরকার হলে, ডেকো আমাকে।

চোতন চলে যাবার আগে আবার ক্ষমা চাইল। বলল, বাবুর এখনকার কথায় মনে কিছু করবেন না। মুখের কিছুই ঠিক-ঠাক্ রাখ্-ঢাক্ নেই এখন। মাকেও কত যা তা সব বলেন। এমন এমন কথা বলেন যে শুনলি কানে আঙুল দিতে হয়, মানে...

—চোতন, তুমি বাড়ি যাও। কী বলেন, আমি শুনতে চাই না।

দরজাতে কড়া নাড়তেই বৌদি দরজা খুলল।

—কোথায় গেছিলে?

—হাঁটতে গেছিলাম। তারপর ছোটমামার কাছে। উনি পাগল হয়ে গেছেন জানো?

—উনি তো পাগলই।

—সেইরকমই তো শুনতাম। এর আগে কখনও বুঝিনি।

—আজ কি কোনও পরিবর্তন দেখলে?

—তেমন কিছু অবশ্য নয়। কথাবার্তা একটু বেশি বলছেন এবং অসাবধানে। সমাজের ভদ্রলোকেরা যেমন করে কথা বলেন, ভেবেচিন্তে, সাবধানে, মেপে মেপে, তেমন করে নয়। কে কী মনে করল না করল, তাতে পরোয়া করছেন না কোনও রকমই। ওঁকে দেখে আমার মনে পাগলের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নতুন প্রশ্নই জাগছে। মানুষ সৎ, স্বাভাবিক, অভণ্ড; আড়ালহীন হলেই বোধহয় তাকে সমাজে পাগল বলে চিহ্নিত করা হয়। আর অসৎ, মেকি, সাবধানী মানুষদের বলা হয় সুস্থ মানুষ। কী আশ্চর্য সব ব্যাপার স্যাপার!

অনেক হয়েছে। আর ফিলসফাইজিং করতে হবে না। বৌদি বলল, যাও চান করবে তো করে এসো। চা খাবে তো?

খাওয়ালে, খাব। বেকার মানুষের কি কোনও দাবি আছে কিছুর উপরেই।

বৌদি একবার মায়ের ঘরের দিকে তাকাল। বলল, আস্তে বলো। এসব কথা মাকে শুনিয়ে বোলো না। আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারো। আমি গায়ে মাখি না।

চান করতে করতে ভাবছিলাম, আমরা প্রত্যেকেই পাগল। আমাদের প্রত্যেকেরই বোধহয় লুসিড



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইন্টারভ্যালস্ থাকে। পাগলামির মধ্যবর্তী সময়ে আমরা সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ হয়ে উঠি। ছোটমামার কচুরিপানার নাশক নিয়ে মাথা ঘামানোটাই পাগলামি, না নিধুবাবুর টপ্পা গাওয়াটাই পাগলামি তার বিচার কে করবে ? কোনও একটা জিনিস নিয়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে মেতে থাকাকেই বোধহয় পাগলামি বলে। যে কোনও কাজের লোকই হয়তো পাগল। কিন্তু যে, পাগলরা উদয়াস্ত টাকা রোজগারের জন্যে পাগল, বিজনেস, ইন্ডাস্ট্রি, স্মাগলিং, চিটিংবাজি নিয়ে পাগল তাদের আমরা কৃতী পুরুষ, সফল মানুষ বলে মেনে নিই। তাদের মাথায় চড়িয়ে নাচি। তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হই। আর ছোটমামার মতো, যাঁরা অর্থকরী কাজে নিজেকে ব্যাপৃত না রেখে, কচুরিপানা ধ্বংসের ভারতীয় নাশক অথবা নিধুবাবুর টপ্পার জগতে লীন হয়ে গেছেন তাঁদেরই আমরা পাগল বলি। আসলে, আমাদের নিজেদেরই বোধহয় বিকৃত মস্তিষ্ক। জীবনে অর্থ, সাফল্য, বাড়ি, গাড়ি এবং দত্ত অ্যাকাউন্ট্যান্ট আর আমার দাদার মতো মানুষরা সুখের এবং সাফল্যের এমনই এক ব্যাখ্যা করে নিয়েছে যে, তাদের এসব কথা বোঝানোই সম্ভব নয়। শুধু তারা নিজেদের সর্বনাশই যে করছে তাই-ই নয়, নিমীলার মতো, বৌদির মতো ; অসংখ্য সরল, নিরপরাধ নির্মম মানুষকেও ওই অসৎ ও অন্যায় পথে যেতে প্রলুব্ধ করছে সুখে থাকার জন্যে, গাড়ি চড়ার জন্যে, বাড়ি করার জন্যে। ওরা সুখ বলতে যা বোঝায় সেইটাই একমাত্র সুখ এ কথা চিৎকার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে সমস্ত পৃথিবীর কাছে।

আমার বয়স বেশি না হতে পারে, কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকেই একটু একা থাকার চেষ্টা করি, ভাবার চেষ্টা করি। ভাবি বলেই, আমার মনে হয়, সাকসেস, আর সুস্থ মস্তিষ্কতার যে ব্যাখ্যা আজ অন্য দশজন ধ্রুব বলে মানে, আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। হয়তো নয় বলেই, আমাকেও সংসারী, সাবধানী লোকে পাগল আখ্যা দেবে।

চান করে, চা খেয়ে বৌদিকে বললাম, চলো, ছাদে যাই। কী সুন্দর জ্যোৎস্না আজ। পুজো তো এসেই গেল দেখতে দেখতে।

বৌদি বলল, তুমি যাও। আমি মাকে চাটা দিয়ে, মায়ের সঙ্গে একদান লুডো খেলেই আসছি। মা ডেকেছিলেন। তুমি আসবে, বাইরের দরজা খুলব বলে দাঁড়িয়ে ছিলাম। যেতে পারিনি। এতক্ষণ।

আমি হাসলাম বৌদির কথা শুনে।

হাসছ কেন ?

নাঃ।

না নয়। বলতে হবে। নাই-ই বলবে, তা হাসলে কেন ? বৌদি রাগ দেখিয়ে বলল।

আমার হাসি পেল। বাঃ আমি হাসতেও পারব না নাকি ?

রাগে যখন হল না, তখন হেসে বলল, বলো, লক্ষ্মীটি !

এমন করে হাসে না বৌদি। আমার বুকের মধ্যে সব কিছু যেন গলে যায়। চোখের পাতার উপরে একটা কালো তিল, গলায় দুটি, বুকের ভাঁজেও আছে একসঙ্গে তিনটি— চুরি করেই দেখতে হয়।

বৌদি বলল, মায়ের চাটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হাঁ করে দেখছ কী ? বলো না, হাসলে কেন ?

বললাম, বাইরের দরজা খুলবে বলে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি। ভাড়া বাড়ির বাইরের দরজা। প্রাণহীন একটা ইটকাঠের বাড়ির দরজা। আর কত জ্যান্ত মানুষের মনের হাজারদুয়ার যে বন্ধ আছে, বন্ধ থাকে ; সেগুলোর একটি খোলার কথাও বুঝি মনে হয় না একবারও ? তোমার ?

বৌদির ঠোঁটের কোণে জলফড়িং-এর ডানার মতো একটি হাসির আভাস তিরতির করে কাঁপতে লাগল। ঠোঁট একটু ফাঁক করে বলল, প্রাণবন্ত, সরি, জ্যান্ত পুরুষটি কে ?

আমি বুকে হাত দিয়ে বললাম, আমি, আমি। আবার কে ?

বৌদি চা নিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, আমার কোমরে যে চাবির গোছা দেখো, তাতে চাবি আছে একটিই, তোমার দাদার ধন-সম্পত্তির আলমারির। যে ঝুনঝুন শব্দ শোনো তা রুপোর রিংটার। চাবি কিন্তু মোটে একটা। হাজারদুয়ার লক্ষ-জানালার কথা না হয় ছেড়েই দাও, কারও



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনের কোনও একটি অন্ধ কুলুঙ্গি খোলার চাবিও নেই আমার কাছে খোকন।

আমি পিছন পিছন গেলাম একটু। বললাম, কোনওদিনও কি ছিল না ?

কোনওদিন হয়তো ছিল। কিন্তু আজ হারিয়ে গেছে।

যেতে যেতে, সিঁড়ির ফেরে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা তো তোমাদের আলমারির চাবি বয়েই বেড়াই মাত্র। তোমরা যাই-ই দাও, তাকেই সব বলে জানি।

বৌদি চলে গেল। ছাদে যেতে যেতে মনে পড়ল অনেকদিন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গানটি বাজে না অনুরোধের আসরে— "স্বপনপারের ডাক শুনেছি, জেগে জেগে তাই তো ভাবি— কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি ? নয়তো সেথায় যাবার তরে, নয় কিছু তো পাবার তরে, নাই কিছু তার চাবি— বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি।"

কী চমৎকার জ্যোৎস্না। ছোটমামাদের বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই বলে জ্যোৎস্না রাতের রূপ এখানে দারুণ খোলে। তার উপর লোডশেডিং হলে তো সোনায় সোহাগা। মনে হয়, কলকাতা থেকে শ-দুশো মাইল দূরেই বোধহয় চলে এসেছি। বেশ হিম হিম লাগে আজকাল রাতে ছাদে দাঁড়ালে। কলাপাতার উপরে জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করছে। ডোবার কচুরিপানার মধ্যে যে জায়গাটুকু ফাঁকা আছে সেই জায়গাটায় মনে হচ্ছে রুপো বুঝি কেউ গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। কী একটা নাম না জানা পাখি ডাকছে বাঁশঝাড় থেকে। বাঁশঝাড়ের কালো শিল্যুট ঝকঝকে আকাশের পটভূমিতে দারুণ দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, অতিকায় বর্শা হাতে একদল অতিকায় পুরুষ যেন জমায়েত হয়েছে সেখানে, এখুনি রণপা চেপে যুদ্ধ করতে যাবে বুঝি ! কে জানে, কীসের যুদ্ধ এদের ? কাদের সঙ্গে ?

বৌদি কখন উঠে এসে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে টেরও পাইনি। হঠাৎ পেছন থেকে দু হাতে দুটো কান ধরতেই চমকে উঠেছিলাম একেবারে। বৌদি খিলখিল করে হেসে উঠতেই নজর গেল ছোটমামাদের বাড়ির দিকে। ছোটমামা ঘরের বাইরের মাঠে চাঁদের আলোয় ইজিচেয়ারে শুয়ে রয়েছেন, আর তাঁর পেছনে সিঁড়িতে বসে রয়েছে চোতন। দুজনেই এক দৃষ্টে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

বৌদিকে চাপা গলায় বললাম, সরে এসো ওদিক থেকে।

বলেই, বৌদির হাত ধরে ছাদের ভিতরের দিকে নিয়ে এলাম।

বৌদি বলল, ও কী ?

দেখছেন, ছোটমামা !

দেখলে কী ? কী করেছি আমরা ?

করিনি ! কিন্তু কিছু তো করতে পারি !

অসভ্যতা কোরো না। আচ্ছা, তুমি আসার আগে জগুবাবু সরি ছোটমামাদের বাড়ি থেকে দারুণ গান ভেসে আসছিল, কে গাইছিলেন গো ? নাকি ক্যাসেট ?

—ছোটমামা নিজে।

—বলো কী ? অত্ত ভাল গান। আর তুমি বলো উনি মেন্টালি ইমব্যালান্সড্ ?

জবাব দিলাম না আমি। বললাম, তুমি একটা গান শোনাও তো। অনেকদিন শোনাওনি। এ বাড়িতে এসে তো একটাও না।

বৌদি বলল, সত্যি ! আয়রনসাইড রোডের বাড়িতে বাবা ফরমাস করে করে গান শুনতেন। তুমি বাবার ভাল দিকগুলো সব পেয়েছ, মা, মনে হয় গান অত ভালবাসতেন না, না ?

বললাম, বাবার ভাল গুণ বলছ কেন ? প্রাকটিকাল হতে পারলাম না, জীবনে পায়ে দাঁড়াবার কোনও চেষ্টাই নেই, আকাশ-কুসুম কল্পনা করি সারাদিন আর তুমি বলছ ভাল গুণ।

বৌদি চাপা হাসি হাসল। এ কথাগুলো দাদা মাসখানেক হল আমার উদ্দেশ্যে সবসময়ই বলছে। আমাকে সোজাসুজি বলছে না। মাকে বলছে, বৌদিকে বলছে ; বলছে যদিও আমার কানের কাছেই।

বৌদি বলল, কোনও সময় কিংবা পরিবেশ জ্ঞান নেই তোমার। কী সুন্দর রাতটা। অন্য কথা



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলো না।

তারপরই নাক টেনে বলল, আঃ। কোথায় যেন শিউলি ফুটেছে। আশ্চর্য! এত তাড়াতাড়ি!

—সত্যি। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে দেড়ঘণ্টা ট্রেন জার্নি করলে যে এমন জায়গায় পৌঁছানো যায়, আগে সে কথা কেউ কেন বলেনি বলো তো? গাঙ্গুলিবাবুর মতো জমি-বাড়ির দালালকে ডেকরেট করা উচিত।

বৌদি বলল, বাবা চলে গেলেন বলেই না এখানে এলে তোমরা। সংসারে যা কিছুই ঘটে, তার সব কিছুরই দুটো দিক থাকে। বেশির ভাগ লোক খারাপ দিকটা নিয়েই কেঁদে মরে; উল্টো পিঠে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে না। তাই না?

—ঠিক। তুমি তো দ্যাখো। তাহলেই হল। এবার গানটা শোনাও।

—কী গান?

যা তোমার গাইতে ইচ্ছে করে। ছোটমামা একটু আগে কী বললেন জানো না? গায়ক, নাকি কখনওই নিজের কৃতিত্বে গান গায় না। শ্রোতারাই তাঁকে দিয়ে গাইয়ে নেয়। পাগলের মতো কথাই বটে।

—কেন? ঠিকই তো বলেছেন। দামি কথা। উনি নিজে অত ভাল গান বলেই ব্যাপারটাকে হৃদয় দিয়ে বুঝেছেন।

গাইবে? না বকবক করবে?

গাইছি। বলে, বৌদি অতুলপ্রসাদের একটি গান ধরল। বৌদির চেহারার মধ্যে আশ্চর্য এক বিষণ্ণতা আছে, সেটা তার সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় দিক। সৌন্দর্যর এই গভীর বিষণ্ণতার ধারে কাছে আসার মতোও কাউকে দেখিনি আমি। তার বিধুর সৌন্দর্যর মতোই অতুলপ্রসাদের গানের বিধুর ভাবটিও যেন আমার বৌদির গলাতেই সবচেয়ে মানায়। গান তো শুধু, গলার স্বর নয়, স্বরগম নয়, আলাপ তান, বিস্তার নয়, গান যে হৃদয়ও, গান যে নিঃশেষে গলিয়ে ফেলা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি। তাই বৌদির মুখে অতুলপ্রসাদের গান শুনলে ভাললাগা এবং দুঃখেও আমার মরে যেতে ইচ্ছে করে।

"আমার বাগানে এত ফুল, তবু কেন চলে যায়? তারা চেয়ে আছে তারি পানে,
সে তো নাহি ফিরে চায়।
ভুলে কি গিয়েছে ভোলা প্রভাতের ফুল তোলা, জানে না কি পরিতে সে কুসুম গলায়?
আঁখির শিশির-পাতে ফুটেছে তারা প্রভাতে শুকাইয়া যারে তারা সাঁঝের বেলায়।
যবে সে আসিবে ফিরে নিশির ঘন তিমিরে, চরণ করিব রাঙা নিঠুর কাঁটায়"।

গানটি শুনে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কিছুই বলতে পারলাম না। হঠাৎ চোতনের চিৎকার শুনতে পেলাম, বাবু যাবেন না, যাবেন না, বাবু-উ-উউ...। তারপরই নারী কণ্ঠের চাপা ধমক। আঃ। কী হচ্ছে কী? চলো, চলো। আজ তোমার জন্যে দারুণ খিচুড়ি রেঁধেছি। চলো।

আবার ছোটমামার গলা। সত্যি? সত্যিই দারুণ খিচুড়ি? বাদাম দিয়েছ মধ্যে? কিশমিস সব সব...?

শোরগোল মিলিয়ে গেল।

বৌদিকে বললাম, সেই গানটা শোনাও একবার।

কোনটা? কোন গানটা?

ওই যে, "আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধরো"।

বৌদি বলল আমার বন্ধু শীলা মুখোপাধ্যায় এই গানটি ভারী ভাল গায়। শীলার কাছে শুনলে মনে হয়, এ যেন শুধু তারই গান, অন্যের কোনওই অধিকার নেই তা গাইবার। আহা! কতদিন গানটি শীলার গলায় শুনি না।

আমাকে তোমার গলায় শুনতে দাও অন্তত। গাও।

বৌদি এবার বেশি ভণিতা না করে, একবার কেশে ধরল:

"আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধরো।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যারা আমায় টানে পিছে তারা আমা হতেও বড়ো।

শক্ত করে ধরো হে নাথ, শক্ত করে আমায় ধরো।"

বাইরের রাস্তা থেকে হঠাৎ দাদার গলা পাওয়া গেল। এবং কড়ানাড়ার শব্দ। মেঘ গর্জনের মতো জোরে।

আমরা দুজন দুড়-দার করে নীচে নেমে এলাম।

নামতে নামতে বৌদিকে বললাম, আজ তোমার হবে। গান গাওয়া হচ্ছে।

বৌদি ঘাড় ফিরিয়ে বলল, তোমারও।

দরজা খুলেই বৌদি বলল, আজ এত তাড়াতাড়ি ? কী ব্যাপার ?

দাদা রুক্ষ স্বরে দরজায় দাঁড়িয়ে পাড়া-কাঁপিয়ে বলল, তোমাদের ম্যায়ফিলের ব্যাঘাত হল ?

—ম্যায়ফিল ? ও কী কথা ?

ওই-ই হল।

তারপরই আমার দিকে ফিরে বলল, খোকন, একটু পরে আমার ঘরে শুনে যাস। তুই কি শিগগিরি প্রদীপদের পাড়াতে গেছিলি ?

—আমি ? না তো !

—যাসনি ? তবে সে...যাই-ই হোক। তুই আসিস একবার। আমি পনেরো মিনিটে চান করে নিচ্ছি।

—ঠিক আছে। আমি বললাম। দাদা কী বলবে জানি না। তবে যদি বেশি ত্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করে, তবে আমিও নিমীলা সেনের ব্যাপারটা তুলব। সব জেনেও কিছু না করলে, বৌদির প্রতি খুবই অন্যায় করা হবে। অন্যায় যে করে সে যেমন দোষী, যারা তা মেনে নেয় বিনা প্রতিবাদে, তারাও সমান দোষী। দেখি, কী বলে ?

৬

চেয়ে দ্যাখো খোকন ! আমার জানালার পাশের ফুলটি থেকে ওই যে ভ্রমর উড়ল, সে কোন ফুলে বসে অন্য কোন অনাগত ফুলের আসাকে ত্বরান্বিত করবে যে, তা সেইই জানে।

তুমি জিজ্ঞেস করছিলে ফড়িং দিয়ে কী করব ? ফড়িং দিয়ে কচুরিপানার সেক্স-লাইফকে কোনও ভাবে ডরম্যান্ট করে দেওয়া যায় কি না তারই চেষ্টা করছি আমি। শামুক দিয়েও।

ফড়িং দিয়ে ? শামুক দিয়ে ?

ইয়েস। এ বড় বিচিত্র জগৎ। বিজ্ঞানের জগতের গভীরে যতই ঢুকবে, তোমার জ্ঞান ততই গভীর হবে, ততই বুঝতে পারবে যে, শেখা হল না, জানা হল না কিছুই। মানে, বিজ্ঞান তোমাকে অজ্ঞান করবে। ভগবানে বিশ্বাসী করে তুলবে।

ভগবান ! তাচ্ছিল্যের গলায় আমি বললাম।

হ্যাঁ। ভগবান।

বিজ্ঞানী হয়েও আপনি মা-ঠাকুমাদের মতো ভগবান ভগবান করেন ? আশ্চর্য !

তা করি বই কী। শুধু আমিই যে করি, তাইই নয়— আমি তো ফালতু অশিক্ষিত বিজ্ঞানী। কচুরিপানার আঠা ! যাঁরা দিকপাল সব, তাঁরাও ভগবান ভগবান করেন।

আমার খারাপ লাগল। পাগলই হন আর যাইই হন, আমার শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত আধুনিক মনকে তিনি এইভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করবেন, সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এই ভড়-কলোনির গর্তে বসে তিনি কী ভাবেন না ভাবেন সেটা অবান্তর ; কিন্তু তাঁর ভাবনা যে ভ্রান্ত, এটা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত।

আমি ওঁর চোখে চোখ রেখে বললাম, আপনার এই কথার কোনও ভিত্তি নেই।

তিনি চমকে উঠলেন। ক্রসিবলে কি ঢালছিলেন, হাত কেঁপে গেল হঠাৎ। হয়তো আমার কণ্ঠস্বরের ঔদ্ধত্য ওঁকে পীড়িত করে থাকবে। ঢালা শেষ করে, আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দাঁড়ালেন। বললেন, কী রকম ? ভিত্তি নেই বলছ, কী রকম ?

কোনও ওয়ার্লড-ফেমাস সায়ান্টিস্টের নাম করতে পারেন ? যিনি ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন ?

উনি একটু ভাবলেন তারপর বললেন, প্যারি বইকী ! যেমন ধরো, আইনস্টাইন। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। বোধহয় একটা ভুল করছ তুমি। আমার ভগবান কিন্তু কোনও মূর্তি নন। চোতনের বা জ্ঞানদার অথবা তুমি একটু আগেই যেমন বললে, তোমার মা-ঠাকমার ভগবানের সঙ্গে এই ভগবানকে গুলিয়ে ফেলো না। দাঁড়াও। দাঁড়াও। আইনস্টাইনের কথাই যখন তোলালে তোমাকে আইনস্টাইনের নিজেরই লেখা দেখাচ্ছি। দাঁড়াও। নিয়ে আসছি লাইব্রেরি থেকে ! বলেই, হুড়দাড় করে উপরে চলে গেলেন।

পাগলের পাগলামি ! কী লেখা আনবেন, তা উনিই জানেন।

চোতন বলল, এই ফাঁকে বিড়ি খেয়ে নিই একটা। একটু পরেই আবার হুড়দাড় করেই নেমে এলেন উনি, তালপাতার চটি ফটফটিয়ে। পায়ের শব্দ শুনেই চোতন আধ-পোড়া বিড়িটা ফেলে দিল বাইরে।

ছোটমামা প্রায় ছিঁড়ে-যাওয়া ধুলিমলিন দুটি চটি বই হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। পাতা উল্টেই আমার হাতে দিলেন। বললেন, পড়ো। হাতে নিয়ে দেখলাম, আইনস্টাইনের লেখা প্রবন্ধ। নাম, 'দ্য রিলজস্ স্পিরিট অফ সায়ান্স'।

"You will hardly find one among the profounder sort of scientific minds without a religious feeling of its own."

...the scientist is possessed by the sense of universal causation...

...His religious feeling takes the form of a rapturous amazement at the harmony of natural law, which reveals an intelligences of such superiority that, compared with it, all the systematic thinking and acting of human beings, is an utterly insignificant reflection."

জগুমামা আরও একটা চটি বই বের করলেন। আইনস্টাইনেরই অন্য একটি প্রবন্ধ।

"I am satisfied with the mystery of the eternity of life and with the awarness and a glimpse of the marvellous structure of the existing world, together with the devoted striving to comprehend a portion, be it ever so tiny, of the reason that manifests itself in nature."

বইটা ফেরত দিলাম। উনি ফেরত দিলেন, যেখানে পড়ছিলাম আবার তারই নীচে আঙুল দিয়ে এইখানটা পড়ো দেখি। পড়ো, পড়ো বলে চোখ বুঁজে মুখ উপরে তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"The most beautiful experience we can have is the mysterious. It is the fundamental emotion which stands at the cradle of true art and science. Whoever does not know it and can no longer wonder, no longer marval, is as good as dead, and his eyes are dimmed."

আমার হাত থেকে বইদুটি নিয়ে জগুমামা গিয়ে ঘরের কোনায় পেতে রাখা ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লেন। চুপ করে, জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলেন।

বুলবুলি শিস দিচ্ছে পেয়ারার ডালে। হাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানি ভেসে আসছে ওদের শিস্ দেওয়ার শব্দের সঙ্গে। চড়ুই পাখির ঝাঁক উড়ছে, বসছে আবারও উড়ে যাচ্ছে শরতের রোদ্দুর ডানায় মেখে। চারধারে রোদকণা জলকণার মতো ছিটিয়ে দিয়ে। জগুমামার মুখে এক আশ্চর্য হাসি ছড়িয়ে গেছে। বড় আনন্দের হাসি। এ হাসি কোনও পাখির প্রাপ্তির হাসি নয়। নয় কোনও গর্ব, বা দম্ভর বাহকও, প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরে যে অন্যতম মন থাকে, সেই মনেরই মধ্যে এক তীব্র স্বার্থহীন আনন্দ সেই হাসিকে চারিয়ে দিয়ে যাচ্ছে যেন তাঁর মুখে, শীতল ছায়াচ্ছন্ন কালো দিঘির শ্যাওলাপড়া বুড়ো কাতলা মাছ যেমন গভীর তলে ঘাই মেরে চারিয়ে দিয়ে যায় জলের উপরের নিস্তরঙ্গ স্তরকে ; নিজে

www.BanglaBook.org

আড়ালে থেকে ; ঠিক তেমনই করে। বুঝতে পাচ্ছিলাম যে, ধীরে ধীরে আমি পাগলামির চেয়েও অনেক বেশি মারাত্মক কোনও ছোঁয়াচে অসুখের কবলিত হচ্ছি এই মানুষটার সংস্পর্শে এসে। আমার মানুষ হওয়ার ইচ্ছে, জাগতিক প্রাপ্তির প্রতি লোভ ; সমস্ত কিছু যেন ভিতর থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে যা কিছুকে আমার ভাল বলে, আমার ভবিষ্যৎ বলে জেনেছি ; সেই সবকিছুই যেন ঝরে যাচ্ছে আমার ভিতর থেকে নিঃশব্দে, ওপড়ানো ঘাসের শিকড়ের, ঝরা মাটিরই মতো !

হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে উঠে উনি বললেন, হ্যাঁ, যা বলছিলাম ! ফড়িং-এর কথা ! আসলে শুধু ফড়িং-এর কথা, শামুকের বা কচুরিপানার কথাই নয় ; এই সমস্ত প্রকৃতি, সমস্ত আর্ট আর সায়েন্সের কথা। এক কথায় সৌন্দর্যর কথা। এই বিরাট ক্রিয়াকাণ্ডর নিঃশব্দ অবিসংবাদিতার কথা। বলেই, জগুমামা উঠে বসে বিড়ি ধরালেন একটা। ওঁর গায়ের ঘামের গন্ধটা বিরক্তিকর নয়। তাঁর খালিগায়ের সেই গন্ধটা এতক্ষণ পাচ্ছিলাম। গন্ধটা মিষ্টি মিষ্টি। এবার বিড়ির গন্ধে ঘর ভরে গেল। বিড়িতে দু' টান দিয়ে বললেন, বুঝলে, মোনেরার আদিমতম শ্রেণীর মধ্যেও নতুন নতুন প্রজন্মর সৃষ্টিও যে সেকসুয়াল অ্যাক্টের ফলে হয়, সে প্রমাণ আমরা পেয়েছি। যেমন ধরো ব্যাকটিরিয়া। ব্যাকটিরিয়ার মধ্যেও সেকসুয়াল জেনেটিকস্-এর যে প্রভাব, তা আশ্চর্য। ওদের প্রোটোপ্লাস্ট স্ট্রাকচারের সারল্যর কারণে, ব্যাকটিরিয়ার যৌনমিলন বলতে আমরা যা বুঝি, তার মধ্যে দিয়ে না গিয়েও, সেল-ওয়াল আর প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে ডি. এন. এ. ফ্র্যাগমেন্টস থিতিয়ে নিয়েই নতুন প্রজন্মর সৃষ্টি করতে পারে। একে বলে ট্রান্সফরমেশান। আবার যেখানে, একটি ডোনর অর্থাৎ দাতা সেল, অন্য একটি গ্রহীতা সেলকে সরাসরি ডোনর সেলের জেনেটিক ম্যাটিরিয়ালকে স্থানান্তরিত করে সেখানেই যৌনমিলন ঘটে। একে বলে কনজুগেশান।

জগুমামার কথা শুনে মনে হচ্ছিল, উনি যেন কোনও কলেজের ক্লাস নিচ্ছেন। অথচ ঘরে শুধু চোতন আর আমি। আবার বললেন, আরেক রকম প্রক্রিয়াতেও মোনেরাদের মধ্যে নতুন প্রজন্মর সৃষ্টি হয়, তাকে বলে ট্রানসডাকশান।

প্লান্ট লাইফে কী হয় ?

জগুমামার মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার প্রশ্নে।

বললেন, প্লান্ট লাইফে আরও সব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার-স্যাপার ঘটে। মানুষের মধ্যে যেমন মনোগামী, পলিগামী দেখা যায়, তেমন প্লান্ট লাইফেও আমরা দেখি আইসোগামী ও হেটোরোগামী ! ক্লোরোফিটাদের মধ্যে আইসোগামী ও হেটোরোগামী দুইই দেখা যায়। ক্লোরোফিটার হেটোরোগামাসদের ওডোগোনিয়াম-এর বেলাতে মেয়ে গ্যামেট অথব ডিম, একটি বেড়ে-ওঠা ভেজিটেটিভ সেলের মধ্যে সৃষ্টি হয়। তাদের বলে উগোনিয়াম। এই মেয়ে ডিমরা, উগোনিয়াম কিন্তু ননমোটাইল। পুরুষ মানুষের ভ্যাসেকটমি অপারেশানের পর যখন স্পার্ম টেস্ট করতে হয় তিন সপ্তাহ বাদে, তখন সেই অপারেশান যদি সাকসেসফুল হয় তবে স্পার্ম-এর রিপোর্ট হবে ননমোটাইল। সুতরাং মোটাইল মানে কী তা বুঝতে পারছিস !

জগুমামা যেন এক অন্য জগতে চলে গেছেন। যেখানে ব্যাকটিরিয়া ও প্লান্টদের অসীম রহস্যময় জীবনের পর্দা একে একে খুলে যাচ্ছে তাঁর চোখের সামনে, সৃষ্টি-স্থিতি এবং অনাগত প্রলয়ের মধ্যে তাঁর এবং আইনস্টাইনের ভগবানকে যেন দেখতে পাচ্ছেন, অনুভব করতে পাচ্ছেন তিনি। তাঁর মুখে এক আশ্চর্য হাসি। ক্ষমাময়, অজাগতিক ; গভীর রহস্যময়।

ঘোর কেটে গেল। বললেন, হ্যাঁ। সেই সব পুরুষ সেলস বা স্পার্মস, যারা এক রকমের ভেজিটেটিভ সেলস-এর মধ্যে গড়ে ওঠে, ক্লোরোফিটাদের ওডোগোনিয়াম ভ্যারাইটিতে, তাদের বলে অ্যান্থেরিডিয়া। এদের স্পার্মস মোটাইল। এই স্পার্মকে জলের মধ্যে ছেড়ে দেয় আন্থেরিডিয়া এবং তারা সাঁতার কেটে ওগোনিয়ামের কাছে চলে যায়। ওগোনিয়ামের ত্বকের গায়ের একটি ছিদ্র কেবল মাত্র অ্যান্থেরিডিয়াম থেকে ছেড়ে দেওয়া একটি স্পার্মকেই জায়গা দেয়। কী আশ্চর্য ! সেই ছিদ্র দিয়ে পুরুষ স্পার্ম প্রবেশ করে, মেয়ে ডিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে, তাকে গর্ভবতী করে। এও যৌন মিলন। কিন্তু কত সূক্ষ্ম, আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য তাদের মিলন।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই সব ভাল করে জানলে শুনলে, বুঝলে খোকন ; মানুষ হয়ে জন্মেছিলাম বলে ঘেন্না হয়। মানুষের সমস্ত ব্যাপার-স্যাপারই অত্যন্ত স্থূল। একমাত্র মস্তিষ্ক ছাড়া। একমাত্র এই মস্তিষ্কতেই মানুষ সব প্রাণী, উদ্ভিদ, প্ল্যাংটন, অ্যালগীকে ছাড়িয়ে গেছে। আর তোরা সেই মস্তিষ্ককেই কাজে লাগাচ্ছিস আজকাল শুধুই অর্থকরী বিদ্যেতে। ফ্রিজ, টিভি, ভি সি আর, মোটরগাড়ির মালিকানার অন্ধ প্রতিযোগিতায় তোরা তোদের এই মস্তিষ্ক সকাল থেকে সন্ধে ব্যাপৃত রেখেছিস, বাঁধা দিয়েছিস পেটের কাছে। ভাবলেও, বড় কষ্ট হয়।

আমার মাথা ধরে গেছিল একটানা এই বকবকানি শুনে। দুর্বোধ্য, অজানা সব টেকনিক্যাল নাম। তবে সব শুনে এক গোলমেলে এবং বিবশ করা বোধে আচ্ছন্নও যে হয়ে পড়িনি, তাও বলব না। আমরা সত্যিই যে কত কিছুই দেখেও দেখি না, জেনেও জানি না, এবং হয়তো বুঝেও বুঝি না এই জীবনে সে কথা অনুভব করে হীনমন্য লাগছিল।

এমন সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল বাইরে। গাড়ি, এই কাঁচা রাস্তায় দু' মাস তিন মাসে একবার আসে। কারও অসুখ হলে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে, অথবা কারও বাড়িতে বড়লোক আত্মীয় বন্ধু এলে। গাড়ির শব্দ শুনে চোতন বাইরে গেল। গাড়িটা এ বাড়ির সামনেই থামল। এক ভদ্রলোককে সসম্মানে নিয়ে এল ভেতরে। এক অবাঙালি ভদ্রলোক। খুব সম্ভব উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সুন্দর, লম্বা চওড়া চেহারা। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের মধ্যে ভালত্ব নেই।

জগুমামা ইজিচেয়ারেই বসে ছিলেন। ভদ্রলোককে দেখেই শুয়ে পড়লেন। মুখ ফিরিয়ে।

আগন্তুক বললেন, কোতদূর এগোল কাজ ? নোতুন কোনও খোবর আছে ?

শুয়ে শুয়েই, অন্যদিকে চেয়ে জগুমামা বললেন, চলছে চলবে।

সে তো মোশোই আপনাদের ওয়েস্ট বাঙ্গালের ন্যেশনাল অ্যানথেম। আমার কাছে একটি আম্‌রিকান ফার্মের রিপ্রেজেনটিটিভ এসেছিল। তাকে, গ্রান্ড হোটেলে রেখে, খাইয়ে দাইয়ে খাতির করতেই অনেক টাকা পানি-পানি হয়ে গেল। সে খুবই ইন্টোরেস্টেড। আমেরিকাতে নাকি ওয়াটার হায়াসিন্ট এখন গেরেট প্রব্‌লেম। ফার-ইস্টে চোলে গেল সে সাহেব কাল। হংকং হয়ে ব্যাংককে মালিশ-টালিশ করিয়ে যোখন আবার ফিরবে, তখনই খোবর নিবে বলেছে। তখন তাকে ভাল কোরে খাতির যোত্ন ভি করতে হোবে। তা আপনার কোত্তদিন লাগবে আরও ? একটু ওভারটাইম খাটুন না ? গত দোশ বোছরে টাকাও তো আপনাকে কম দিলাম না—হামি ভি বুড্‌হা হয়ে গেলম্ এক্কেবারে। ইতনা সাল বিত গ্যায়া। কোই রাস্তা তো দিখান। আপনারা, বাঙালিরা বড় লেথার্জি পোষেন। এত্ত টাকার মুনাফা থাকলে, আর হামার আপনার অপহার মতো বেরেনভি থাকলে হামি তো শালা রাতে ঘুমুতে যেতামই না, পাইকানা ভি যেতম না, খালি কাজই করে যেতম। লক্‌সীদেবী কি বেগর সাধনা কারো ঘরে আসে মোশায় ? আপনারা সোরোস্বতী লিয়েই পোড়ে রইলেন, লক্ষ্মী রাগ করে চোলে এল বাঙালি ঘর ছেড়ে। বড়া আপশোষ কি বাত।"

জগুমামা তবুও শুয়ে শুয়েই বাইরে চেয়ে বিড়ি খেতে লাগলেন।

ভদ্রলোক নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে চললেন, ইদিকে তো লারগাসি প্ল্যান্ট বসে যাচ্ছে বেঙ্গলের এভরি ভিলেজে। এখন কচুরিপানা তো শত্রু লয়, দেশের পোরম মিত্র আছে। কচুরিপানা জ্বালিয়ে, সেই গ্যাস খুবই সোহজে তৈয়ারি হবে। দেশের মার্কেট তো গায়েব। এবং যদি আপনি মাল নিকাল্‌তে পারেন, তোবে ফোরেন মার্কেটে চেষ্টা করে দেখি। লাস্ট টেরাই।

ছোটমামা তবুও নির্বিকার।

কী হল ? হোলটা কী মিস্টারের ? টাকা দিব ? গোস্‌সা হোল কী ?

জগুমামা তবুও চুপ।

চোতনকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাল। কী যেন বলতে চাইল ও ভদ্রলোককে। কিন্তু ভদ্রলোক, চোতনের ইশারা দেখতে পেলেন না। তাঁর ট্রাউজারের সামনে পকেটে বাঁ হাত চালান করে দিয়ে একটি পাঁচ টাকার নোটের বান্ডিল বের করলেন উনি। পাঁচ টাকার একশোখানি নোট। টেবিলে রেখে বললেন, এই রাখলম। বলেই বললেন, সুজাতো আছে নাকি ?

চোতন ছটফট করে উঠল। আমাকে বলল, আপনার দেরি হচ্ছে না তো দাদাবাবু ?

www.BanglaBook.org

নাঃ। ঠিক আছে। আমি বললাম। আসলে ব্যাপারটার মধ্যে দূষণীয় কিছু আছে তা আমি বুঝতে পারিনি প্রথমে।

হঠাৎই জগুমামা দাঁড়িয়ে উঠলেন ইজিচেয়ার ছেড়ে। বললেন, গিরিধারী, এ তুই কীসের টাকা দিলি শালা আমাকে ? সায়ান্টিস্টের সম্মানী ? না সুজাতার ভাড়া ?

চোখ গোলগোল করে ভদ্রলোক অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন, লেঃ।

বলেই, চমকে উঠে চোতনের দিকে তাকালেন।

চোতন গলা নামিয়ে বলল, বেশ ক'দিন হল। বাড়াবাড়ি।

— ই তো এক্কেবারে পাগল। পাগল আদমি।

দৌড়ে এসে গিরিধারীর ভুঁড়িতে এক ঘুসি মেরে জগুমামা বললেন, পাগল ? আমি পাগল ? আর তোরা সকলে সুস্থ ? সত্যি কথা যে বলে, সেইই পাগল, না রে ? বলেই, ভুঁড়িতে আর এক ঘুসি।

ভদ্রলোক এক ধাক্কা দিয়ে জগুমামাকে মেঝেতে ফেলে দিলেন। মেঝেতে অসহায়ভাবে পড়ে গিয়ে জগুমামার লুঙ্গির গিঁট খুলে গেল। গিরিধারী বাইরে চলে গেলেন। চোতন পিছন পিছন যেতে যেতে বলল, আগে একটু খবর তো নিয়ে আসবেন বাবু।

হ্যাঁ। আমার তো কামবান্দা কুছু লাই ? আর খোবরটা লিবো ভি কার কাছে থেকে। সে মেমসাহাব-এর তো খুব দেমাক হোয়েছে, খুবই...

তারপরই গলা নামিয়ে বললেন, উ ছোক্‌রা কওন রে ? হিরো-হিরো ভাব। সুজাতার কাছেই আসে ? না, পাগলার কাছে ?

চোতন প্রায় ধাক্কা দিয়ে গিরিধারীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বলল, পরে পরে, সব বলব।

ততক্ষণে আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। গিরিধারীবাবুর ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল। গিরিধারী বললেন, তাকে বোলিস, সামনের শনিবার যেন আসসে।

তারপর নিজেই বলল, কোথায় ? কোথায় আসতে বোলবি ?

কোথায় ? চোতন রিপিট করল।

থিয়েটার রোডের ফেলাটে। বিকেল তিনটেয়। অবশ্যই যেন আসে।

গাড়িটা চলে গেল। গিরিধারীবাবু হাত বাড়িয়ে একটা বড় নোট দিলেন চোতনকে। একশো কি পঞ্চাশ টাকার নোট ঠিক বুঝতে পারলাম না। চোতন টাকাটা প্যান্টের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে আমাকে দেখেই হেসে ফেলল। অপকর্ম করে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলে লোক যেমন হাসে, তেমনি করে। আমার কাছে এসে বলল, ধার নিয়েছিল গতবারে।

আমি বললাম, তুমি তো বললে, তোমার বাবু গান গাইলেই ভাল হয়ে যান। তা এবারে এতদিনেও ভাল হননি ? আমিও তো বুঝতে পারিনি। অত কথা, কটরমটর বক্তৃতা, এসব শুনে অবশ্য আমারও বোঝা উচিত ছিল আগেই।

আজ্ঞে ছিল।

আমি কি গান গাইতে বলব বাবুকে ?

গাইবেন না।

কেন ?

আপনার দাদার বৌ আর আপনি যে সেদিন ছাদে বসে গান গাইছিলেন তাই শুনেই তো বাবু কেমন হয়ে গেলেন। কেবলই বলতে লাগলেন, যাই, ফুল্ললতা এসেছে। ডাকছে আমাকে, আমি যাই। বলেই, আপনাদের বাড়ির দিকে দৌড় লাগালেন। আমি আর বৌদি গিয়ে আটকাই অনেক কষ্টে।

তাই ?

মর্মাহত হলাম আমি কথাটা শুনে। কিন্তু কী করব বুঝে উঠতে পারলাম না।

তোমার মা বাড়িতে নেই ?

এ সময়ে মা কোথায় ? কত কাজ মায়ের। আসতে আসতে অনেকই রাত হয়। বেশির ভাগ দিন আপনার দাদারও পরে ফেরেন মা। লাস্টের আগের ট্রেনে।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খোকন !

ভিতর থেকে জগুমামা ডাকলেন। ভিতরে গিয়ে দেখলাম, আবারও ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়েছেন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। বিকেল গড়িয়ে এসেছে।

তোকে ফড়িং আর শামুকদের কথা বলা হল না। কীভাবে কচুরিপানা নাশ করার কাজে ওদের লাগাচ্ছি আমি সে কথা শোন।

আজ থাক। আমি আবার আসব। আজ একটু কাজ আছে ছোটমামা।

তোর কাজ ! ফুঃ ! জানিরে, সব জানি। তোর একমাত্র কাজ তো ফুল্ললতার সঙ্গে প্রেম করা। আমি জানি না ভেবেছ ? মরবি রে তুই মরবি। ফুল্ললতাকে আমি চিনি। ভোরের বাতাসে আমি আজকাল মৃত্যুর গন্ধ পাই। হাঁসের গায়ের গন্ধ, কচুরিপানার গায়ের গন্ধ, প্ল্যাংটন, অ্যালগী, ফাঙ্গীর গন্ধের সঙ্গে মৃত্যুর গন্ধ শরতের কুয়াশার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে চারধারে ভারী হয়ে ঝুলে থাকে পর্দার মতো। সত্যি রে !

আমি চলি। উঠে পড়ে বললাম।

যাবি। শুধু একটা কথা বলে যা, আচ্ছা তুই কখনও জ্যোৎস্না দিয়ে খিচুড়ি মেখে খেয়েছিস ?

জ্যোৎস্না দিয়ে ?

ইয়েস। কী চমৎকার চাঁদ ওঠে আজকাল। জ্যোৎস্না দিয়ে ? আমি খাই। খেয়ে দেখিস। তুলনা হয় না। তবে একটা কথা, যেদিন জ্যোৎস্না মেখে খাবি, সেদিন ঘি দিবি না ককখনও। ঘি-এ জ্যোৎস্নার অ্যালার্জি। আর পাঁপড় ভাজাও খাবি না জ্যোৎস্নার সঙ্গে। খবদ্দার।

ঠিক আছে। আমি বললাম।

ঠিক আছে খোকন। চলে আসতে আসতে শুনলাম জগুমামা বলছেন, চোতন, এই টাকার বান্ডিলটা তুলে রাখ। হিঃ হিঃ। গিরিধারী জ্যোৎস্না দিয়ে সুজাতাকে মেখে খায়। হিঃ হিঃ।

৭

কী খুঁজছ জ্ঞানদা ?

দোক্তার কৌটা।

কোথায় ফেললে ?

তাইই তো দেইক্‌তিচি। কোথায় যে কী ফেলি, আজকাল ঠিক ধরতি পারি না। বল দিকি, এখন কাঁহাতক খুঁজে মরি। জ্ঞানদা বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। অথচ এই জ্ঞানদাই সপ্তাহখানেক আগে আমার একটা আংটি হারিয়ে যাওয়াতে দার্শনিকের মতো বলেছিল, ওকে যেতি দাও। পাইলে যাবার সময় হইয়েছিল, তাই পাইলে গেচে। যার যাবার হয়, সে কি থাকে ; না তাকে রাকা যায় ? পরের বেলা জ্ঞানীপ্রখর ; নিজের বেলা দোক্তার কৌটোর শোকে অজ্ঞান হবার জোগাড়।

হাওয়াতে পুজো পুজো গন্ধ এসে গেছে। দাদা কাল অফিস ফেরতা মায়ের জন্যে শাড়ি, আমার জন্যে ট্রাউজারের এবং শার্টের কাপড়, বৌদির জন্যে, বৌদির বাবার জন্যে, জ্ঞানদার জন্যেও শাড়ি ধুতি ইত্যাদি সব এনেছে। দাদার এখন খুব দিল্‌-দরিয়া। পাসপোর্টও হয়ে গেছে। ভিসার জন্যে অ্যাপ্লাই করেছে। পুজোর ছুটির আগেই বোধহয় ফরম্যালিটি সব কমপ্লিট হয়ে যাবে। দাদা প্ল্যান করছে লক্ষ্মী পুজোর পরই এবং কালীপুজোর আগে বম্বে হয়ে ন্যুইয়র্ক চলে যাবে। সৌম্য কাকার কাছ থেকে স্পনসরশিপের কাগজপত্রও সব এসে গেছে।

পড়াশুনার টেবল-এর সামনে বসেছিলাম। মণিদীপা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মারকোয়েজের "ওয়ান হ্যান্ড্রেড ইয়ারস্ অফ সলিচুড" বইটি প্রেজেন্ট করেছে আমাকে গত জন্মদিনে।

মণিদীপার এই ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লাগে। ইংরিজি এবং বাংলা সাহিত্য দুইয়েরই উপর ওর সমান টান আছে। আমার অন্য অনেক বন্ধু-বান্ধবীর মতো নয় ও। "বাংলায় আজকাল কিসসুই লেখা হস্‌সেনা এবং হসসে যা তার সবই ইংরিজিতে।" ঠোঁট বেঁকিয়ে এমন কথা ও কখনও বলে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

না। বরং বলে, যে-মানুষ নিজের মাতৃভাষা সাহিত্য ও সঙ্গীতের খোঁজ না রাখে, তার শিক্ষা শিক্ষাই নয়। 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস্ অফ সলিচুড' এখনও পড়িনি। মণিদীপার সাহিত্য-বোধ আছে। সবই আছে। আমাকে ও খুব ভালও বাসে। আমার তুলনায় ও সব দিক দিয়েই ভাল। তবু, আগে ভাল লাগলেও এখন আর আমার ওকে ভাল লাগে না। বৌদিকে সবসময় চোখের সামনে দেখি, বৌদির হাঁটা-চলা, কথা-বলা, বৌদির না-সেজেও আশ্চর্য সাজা, তার ব্যক্তিত্ব, রসবোধ, মানুষকে আদর করার, আপন করার ক্ষমতা, এসব এত কাছ থেকে দেখে শুনে তার পাশে আর কোনও মেয়েকেই আর মনে ধরে না। কারওরই বেশি কাছাকাছি থাকতে নেই ; বারবার তাকাতে নেই কারও দিকে। প্রতিটি চাহনি যেন, অজানিতে আসক্তি আনে। সব জানি, সব বুঝি, তবু, কুমিরে-নেওয়া মানুষের মতোই সজ্ঞানে আমি সর্বনাশের গভীরে তলিয়ে যাচ্ছি নিরুপায়ের মতো। মণিদীপাকে বা অন্য কাউকেই বিয়ে করার প্রশ্নই উঠছে না। অকালকুষ্মাণ্ড এবং ভ্যাগাবণ্ডের বিয়ের কথাই ওঠে না। তবু, বন্ধু হিসেবেও আজকাল কোনও মেয়েকেই আমার ভাল লাগে না।

কী হচ্ছে ? জানালার সামনে বসে বসে ? কার কথা ভাবা হচ্ছে ?

চমকে উঠলাম আমি। মুখ ফিরিয়ে তাকালাম।

কী ব্যাপার ? হঠাৎ ? অসময়ে ?

সব সময়ই সুসময়। আমি যখনই আসব তোমার কাছে, তখনই সুসময় বলে জানবে।

হুঁ।

এখানেই কি ফেলে গেলাম ?

কী জিনিস ?

চাবিটা।

কীসের চাবি ?

আঃ। আমার দেরাজের।

গয়না আছে বুঝি ?

এত্ত বোকা না তুমি ! গয়না কেউ আজকাল বাড়িতে রাখে ?

সব দামি জিনিসই যদি ব্যাঙ্কের ভল্টের লকারে রাখো, তা হলে চাবি নিয়ে এত চিন্তার কী ? হারাল, হারাল। চাবিওয়ালা ডেকে নতুন চাবি বানিয়ে নিলেই হবে।

গয়না ছাড়া, দামি কোনও জিনিস বুঝি মানুষের কাছে থাকতে পারে না ? কী বুদ্ধি ?

টাকা ?

টাকার চেয়েও দামি।

কী ? কোম্পানির কাগজ, ফিকসড্-ডিপোজিটের রসিদ ?

আঃ। সেও তো টাকাই—কুলফি-করা টাকা !

তবে ?

টাকা, গয়না, কোম্পানির কাগজ, ফিকস্ড-ডিপোজিটের রসিদের চেয়েও দামি কি কিছুই নেই সংসারে ? এইই কি তোমার মত ?

আর কী থাকতে পারে ?

চিন্তান্বিত হয়ে আমি বললাম।

নাঃ। তুমি না একটি...। ধরো, আমার ছোট্টবেলাকার ছবি। ন্যাড়ামাথা, সামনের তিনটে দাঁত-পড়া, ফোকলা মুখে বসে হাসছি। অথবা আমার জীবনের প্রথম প্রেমিকের মোটা কাগজে লেখা খসস্ আতরের গন্ধমাখা প্রেমপত্র ? রথের মেলায় কেনা, এগারো বছরের ধব স্বপ্ন দিয়ে রাঙানো লাল-সবুজ কাঁচের চুড়ি ? বড়মামার এনে-দেওয়া প্রথম বিলিতি পারফিউমের অবশিষ্টাংশ ? টাকার চেয়ে, গয়নার চেয়ে দামি কত কত জিনিস থাকে একজন মেয়ের জীবনে। আশ্চর্য ! এসব কথা একবারও মনে হল না তোমার ?

মনে হয়ে লাভ কী ? তোমার দেরাজে যা কিছু থাকে, থাকবে, তাতে আমার তো কোনওদিনও অধিকার বর্তাবে না। যা আমার নয় ; তা আছে কি নেই তা জেনে আমার কোন দরকার ?



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৌদি হাসছিল। বলল, তুমি যেমন করে কথা বলো না, মনে হয় যেন যাত্রার ডায়লগ বলছ। যাত্রা করো গিয়ে।

জীবনটাই তো একটা যাত্রা। আমরা কজন সে কথা বুঝি!

তা হলে তুমি বলছ, একজন মানুষের যা-কিছু দামি সব তার আলমারিতেই থাকে। আলমারিতে যা না রাখা যায়, তার দাম নেই কিছু?

দাম থাকলে লকারে কি আলমারিতেই তো রাখে মানুষ। সব মানুষই।

আর আমি? এই জলজ্যান্ত মানুষটা নিজে তো আর আলমারিতে থাকি না? থাকি না বলেই কি আমার দাম নেই?

তোমার সঙ্গে কথায় পারা যাবে না।

জানো যদি, তো কথা বলো কেন? দ্যাখো না বাবা একটু নড়ে-চড়ে বসে, চাবিটা এখানে ফেলে গেছি না কি কাল সকালে?

গোড়ালির উপর, একবার হালকা পাখির মতো ঘুরে গিয়েই আমার খাটের কাছে পৌঁছে তোষক উল্টোতে উল্টোতে বলল, ভাল লাগে না। একদমই ভাল লাগে না। খুঁজে দাও না গো চাবিটা। চাবি-বন্ধ মানুষ, চাবি-বন্ধ দেরাজ এসবই আমার দম একেবারে বন্ধ করে দেয়। কে তালাচাবি আবিষ্কার করেছিল বলতে পারো?

জানি না। কোনও পুরুষ নিশ্চয়ই।

বৌদি হাসল। বলল, এক নম্বরের ফাজিল। একটু চেয়ার ছেড়ে যে উঠে সাহায্য করবে, তা নয়, বসে বসে ফাজলামি হচ্ছে।

এমন সময় বাইরে থেকে চোতনের গলা শোনা গেল। ব্যস্ত হয়ে আমার নাম ধরে ডাকছে।

বৌদি বলল, আবার কী হল?

তোমার গান! সেদিন তোমার গান শুনেই জগুমামা পাগল হয়ে গেলেন। তোমার দিকে তো দৌড়েই আসছিলেন তখনই। দ্যাখো এখন, কোথায় গেলেন আবার তোমার খোঁজে। কত লোককে যে পাগল করবে তুমি, তা তুমিই জানো। তোমার মধ্যে সর্বনাশের বীজ আছে।

বৌদি গ্রীবা হেলিয়ে, বিনুনি দুলিয়ে আমার চোখে চোখ রেখে সর্বনাশের স্বরূপ খুঁজছিল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে দরজা খুললাম।

—কী চোতন?

—আপনি কি পেয়েছেন?

—কী? কাকে? তোমার বাবুকে?

—না, না। আমার বাবুকে হজম করে এমন সাধ্য কারও নেই। সব জায়গায়ই খুঁজেছি। কিন্তু পাচ্ছি না। পাতিহাঁসটাকে। তার দাড়ি ছিল এট্টু।

—পাতিহাঁসের দাড়ি?

—হ্যাঁ গো দাদাবাবু। কচুরিপানা খেয়ে খেয়ে তার দাড়ি গজিয়ে গেছিল। বাবু বলতেন, হরিমোনের গোলমাল।

—হরিমোনো?

—ওই! কী একটা ইংরিজি শব্দ বলেন বাবু।

—হর্‌মোন্ না কি?

—ওই হল। এখন তারে, পাই কোথায় বলুন তো। কী কেলেঙ্কারি।

—দ্যাখো। কেউ কেটে খেয়ে ফেলেছে হয়তো। মুরগির যা দাম, খুব ভাল রোস্ট হয় তো হাঁসের। অথবা প্যাঁজ, আলু, গোলমরিচ দিয়ে ঝোল।

—গোলমাল তো সেই কারণেই। বাবু বইললেন, যদি কেউ সেই হাঁস খেইয়ে ফেলে, সে ব্যাটাছেলে মেয়েছেলে যেইই হোক না কেন, তা হলে তার পেছনে দাড়ি গজাবেই। হ্যাঁ গো! দাড়ি। হরিমোনোর ব্যাপার! তখন যদি কেউ কেস ঠুকে দিত?

আঃ। চোতন। তুমি পাগল করে দেবে আমায়। নিজেও হবে।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাগল ? পাগলের চাকরি করছি আজ এত বছর। পাগল হতি বাকি আর কি আছে কিছু ? যাই, তালে, আবার খুঁজি গিয়ে। আর, যদি কেউ ইতিমধ্যে খেয়েই ফেইল্যে থাকে, তবে তো তার গজিয়েই গেছে ! কী চিত্তির। কী চিত্তির। হেই মা !

দরজা বন্ধ করে আসতেই বৌদি বলল, তাড়াতাড়ি চান করে এসো। মা বসে আছেন। আমারও খিদে পেয়েছে খুব। চাবি খুঁজে খুঁজে হয়রান।

বলেই, বৌদি নিজের ঘরে চলে গেল।

আমি জানি না, কোন পুরুষের কাছে কোন নারীর কী কী গুণ বড় বলে বিবেচ্য। কিন্তু আমার মনে হয়, বৌদিকে দেখার পর থেকে যে, এদেশে রান্না করা আর আদর করে মানুষকে খাওয়ানোও বোধহয় মেয়েদের মস্ত বড় গুণ। বৌদির মতো, অনেক মেয়েরাই বোধহয় জানে না যে, ভাল রান্না করে, কোনও পুরুষকে তার মনোমতো রান্না খাইয়ে তার হৃদয় যত সহজে জয় করা যায়, অনেক আঁতেলপনা করে অথবা অনেক গান গেয়েও তা যায় না। আমার মতো অনেকানেক অসংস্কৃত পুরুষের কাছে এখনও "দ্য ওনলি ওয়ে টু দ্যা হার্ট ইজ থ্রু দ্যা স্টম্যাক'। মণিদীপা রান্না করতে পারে না। এমনকী সেদ্ধভাত বা খিচুড়িও না। ও আমার দিকে চেয়ে বলে ও যদি বিয়ের মতো মূর্খামি কখনও করে, তা হলে পাঁউরুটি-মাখন খেয়ে থাকতে ভালবাসে এমন ছেলেকেই বিয়ে করবে। রান্না-ফান্নার মতো মানডেন ব্যাপারের মধ্যে ও থাকবে না। মণিদীপা জানে না, যে, গড়পড়তা বাঙালি পুরুষের মতো মান্‌ডেন্ জানোয়ারও বোধহয় আর নেই। জিরাফকে বিয়ে করলে এবং তাকে পাঁউরুটি খাওয়ালে জিরাফ হয়তো কথা বলবে না (কারণ, জিরাফ বোবা) কিন্তু মানুষ বলবে। এবং যা বলবে, তা শ্রুতিমধুর হবে না।

এসো। বোসো। বলে, আমাকে আর মাকে খাবার বেড়ে বৌদি দাঁড়িয়ে রইল।

প্রত্যেকদিনই বলি, এ কী অসভ্যতা ! আমাদের সঙ্গে বসো।

বৌদি হেসে বলে, সামনে লোক থাকলে আমি খেতে পারি না। তোমাদের খাওয়া হয়ে গেলে খাব। আসলে, কোয়ান্টিটিতে অনেক খাই তো আমি ! তোমাদের সামনে খেতে লজ্জা করে।

বুঝেছি।

অ্যাই নাও। আগে পোস্ত-বাটা ডিম-সেদ্ধ দিয়ে মেখে খাও। দাঁড়াও, দাঁড়াও এক ফোঁটা সর্ষের তেল দিই। হ্যাঁ। এবারে কাঁচালঙ্কা দিয়ে মাখো ; হুঁ। জানো তো, পোস্ত বাটা যদি রোজ খাও তো কখনও কোলেস্ট্রল বেশি হবে না ; বুড়ো বয়েসেও।

বুড়ো আমি হবই না।

আমি হব। মা হয়েছেন। সকলকেই একদিন বুড়ো হতে হয়।

মা বললেন, তোদের এই বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া আমার আর ভাল লাগে না।

মুগের ডালটা কেমন রেঁধেছি মা ?

খুউব ভাল। আমি সেদিন ফুচিদের বাড়ি গেছিলাম। ফুচিকে আর সুজাতাকে সে কথাই বলছিলাম। মুগের ডালে নারকোল কুচি ফেলে, ধনেপাতা ফেলে কী দারুণ রাঁধো না তুমি ! আরেকদিন যে খাইয়েছিলে ; শাকপাতিয়া। ডালের মধ্যে পালং শাক কুচিয়ে ফেলে। খুব সুন্দর ! খোকা বলছিল, খুব স্বাস্থ্যকর।

ওসব কথা থাক। মা আপনি বরং আমাকে কাঁচকলার ঝুরিভাজা আর সুজির খিচুড়িটা কী করে রাঁধতে হয় শিখিয়ে দেবেন।

ওসব রান্না পেতলের কড়াই আর তোলা-উনুন ছাড়া হয় না। স্বাদই অন্যরকম হয়ে যায়।

ঠিক বলেছেন মা। বাবার এক হাজারীবাগী মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে বিরিয়ানি রাঁধতে দেখতাম কাঠকয়লার বিরাট উনুনে। সে আগুনের কত স্তর, কত ভাব ! নইলে কি আর বিরিয়ানির অমন স্বাদ হয় ! আজকাল রান্না করে সুখ নেই, খাইয়েও নয় ; এরা কি খেতে পারে নাকি ?

বলে, আমার দিকে তির্যক চোখে তাকাল।

খাবে কী করে বৌমা। সিগারেটের ধোঁয়াতেই তো পেট ভরে থাকে সবসময়।

শুধুই সিগারেটের ধোঁয়া নয় মা, অনেক গোপন কথা-টথাও থাকে পেটে। গোপন কথা, শশারই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো ; অন্যকে হজম করায় সহজে, নিজে হজম হতে চায় না।

মা হাসলেন বৌদির কথা শুনে।

সপ্রতিভতা খুব বড় গুণ মানুষের। তার সঙ্গে রসবোধ যোগ হলে তো আর কথাই নেই। তাই বৌদির মতো মানুষরা যেখানেই থাকুক, যেখানেই যাক না কেন, সকলকেই খুশিতে, আনন্দে ভরপুর করে রাখে, সব সময়।

বৌদি বলল, তোমার হলটা কী ? সকালে কালোর দোকানে ওই অখাদ্য ভেজিটেবিল চপটপ খেয়েছ বুঝি ?

কী খেয়েছিলাম আসলে, তা বৌদিকে বলা যাবে না। কাল রাতে জগুমামা জোর করে কচুরিপানার চপ, ব্যাসন দিয়ে ভেজে, আর বাঁশের গোড়ার সঙ্গে রাঁধা জল-ফড়িং-এর চচ্চড়ি খাইয়ে দিয়েছিলেন। জগুমামা বলেছিলেন, খাও। গ্রীন-গ্রাসহপারস্ উইথ ফ্লেশ ব্যাম্বুশুটস্। চাইনিজ নয় ; ভড়কলোনিজ জগুজ বেস্ট। বলেছিলেন, টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির মানুষের সবচেয়ে বড় বিপদ কী বলতে পারো ?

মুখের মধ্যে তখন কচুরিপানা কচমচ করছিল। গরমও ছিল। বলেছিলাম, কী ? নিউক্লিয়ার বম্ব ?

দুসস্ দুসস্ স। সে বিপদ তো মানুষের নিজেরই সৃষ্টি। তা নয়। সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে একঘেয়েমি—বোরডম্। বাঁচতে চাও তো রোজ নিজেকে, নিজের খাওয়া-দাওয়া, সাজ-পোশাক, চিন্তা-ভাবনা সব কিছুকে নতুনত্ব দাও, স্টিরিওটাইপড্ স্ট্যাম্পড্ হয়ে যেয়ো না। সকলে যাকে ভালো বলে, তাকে নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিচার না করে ভাল বলে মেনে নিয়ো না, সকলেই যা করে বা না করে, তা করা বা না-করার আগে ভেবে দেখো। নিজেরই মতো করে বেঁচো জীবনে খোকন, কারণ তোমার একটাই জীবন। মাত্র একটা।

বৌদির কথাতে ঘোর ভেঙে গেল।

কী হল কী ? ধ্যানে বসলে নাকি ? নাও পাতে জায়গা করো। তোমার দাদা কাল ফেরার সময় গড়িয়াহাট বাজার থেকে ইলিশ মাছ এনেছিল, দ্যাখো, কেমন ভাপা-ইলিশ করেছি।

পাতে জায়গা করতে করতে বললাম, তুমি স্মোকড্-হিল্‌সা রাঁধতে পারো ? বাবা শিলং-এর পাইনউড হোটেলে খেয়ে এসে প্রায়ই বলতেন।

হুঁ। খুব পারি। খাওয়াব করে তোমাকে একদিন। আসলে, হাজারীবাগে মামাবাড়িতেই ইমপ্রেশানেবল্ বয়সটা কাটিয়ে এসেছি, তাই মুসলমানি সব রান্না বড়মামির কাছে যেমন শিখেছিলাম, তেমন করে অন্য রান্না তেমন শেখা হয়নি।

তুমি ছিলে নবাবজাদি, আমাদের বাড়ি এসে হয়ে গেলে বাঁদি।

মা খেতে খেতে বললেন, যা শিখেছ, গেরস্থ বাড়ির পক্ষে এইই বেশি। তোমার রাজা-মহারাজা বা খুব কোনও বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে বিয়ে হলেই ভাল হত। যা দিনকাল। এসব রান্না-টান্না তো এখন বইয়ে পড়েই শুধু গন্ধ নেবার নাকে। গেরস্থের ঘরের রান্নাই বেশি করে শিখে আসা উচিত ছিল।

বৌদির মুখটা কালো হয়ে গেল।

মায়ের মুখের দিকে চাইলাম আমি। মায়ের মুখে বেশ একটু তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছে। মা মোটেই ভাল রান্না করতে পারতেন না। আমি ভাল করেই জানি। কোনওদিন নিজে হাতে তেমন করেনওনি। করলেও, সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, খাড়া-বড়ি-থোড়। বৌদির এই রন্ধন-পটুতা এবং আমার প্রশংসা মার বোধহয় সহ্য হল না। জানি না, শাশুড়িরা ছেলের বৌদের প্রশংসা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না কেন ? কচুরিপানার মতোই অপ্রতিরোধ্য বিনাশহীন শ্বশ্রূমাতাদের এই পরশ্রীকাতরতা এবং ঈর্ষাবোধ। ফাঙ্গিসাইডস্, হার্বিসাইডস্-এর মতোই।

আমি ভাবছি, শাশুড়িসাইডস্ নিয়ে গবেষণা শুরু করব।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org



আয় ! আয় ! এসেছিস ?

অবাক হলাম একটু। জগুমামা কখনও আমাকে তুই-তোকারি করেননি এর আগে। তুমি করেই বলতেন।

তুই তেলাপোকা ভালবাসিস ? খিচুড়ির সঙ্গে কখনও তেলাপোকা ভাজা খেয়েছিস ? খুব কড়া করে, খাঁটি গাওয়া ঘিয়েতে ভেজে ? মুচমুচে করে আলু ভেজে তার সঙ্গে গোটা দুই টিকটিকির বাচ্চা আর গোটা চারেক ক্রিপ-ফ্রায়েড কক্‌রোচেস ? গ্রান্ড !

আমি কিছু বলার আগেই বললেন, তোকে কতদিন ধরে খুঁজছি। কোথায় গেছিলি ? প্রায় বছরখানেক পাত্তা নেই।

জগুমামাকে বললাম না যে, পরশুদিনই আমি এসেছিলাম। এখন সত্যিই বুঝতে পারছি যে, মানুষটা শুধু পাগলই নয় ; স্মৃতিভ্রষ্টও। সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট।

তেলাপোকা তো খাসনি কিন্তু তুই কখনও বাঁদরের ঘিলু খেয়েছিস ? জ্যান্ত বাঁদরের ঘিলু ?

ঈসস্-স্-স্। কী যে বলেন !

হ্যাঁ রে। ঠাট্টা করছি না। আমাকে আর সুজাতাকে একজন হংকং-এ বেড়াতে নিয়ে গেছিল। বুঝলি।

—কে ?

লোকটা যে কে, তা কিছুতেই মনে করতে পারছি না। অথচ লোকটাকে আমি খুবই চিনি। যে, নিজের পয়সাতে প্লেনে উড়িয়ে নিয়ে গেল আমার মতো অশিক্ষিত মানুষকে ; তাকে ভোলা উচিত নয়। তবু দ্যাখ অকৃতজ্ঞর মতোই ভুলে গেছি। আসলে, আমরা হয়তো যা মন থেকে ভাল না-বাসি, যে-সব মানুষের প্রতি আমাদের ইন্টারেস্ট বা সত্যিকারের ভালবাসা নেই ; তাদের খুব সহজেই ভুলে যাই। তাই ফুল্ললতাকে ভুলিনি। ভুলিনি আমার পণ্ডিত মাস্টারমশাই প্রফেসর সেনগুপ্তকে। কৃতজ্ঞতার মতো খারাপ অসুখ মানুষের দুটি নেই। কৃতজ্ঞতা বোধে যে মানুষ ভোগে, তার আর নিস্তার নেই। সব লোকই তার মাথায় কাঁঠাল ভাঙবে। লোকটার অবশ্য আমার প্রতি কোনও ভালবাসা-টালবাসা ছিল না, ছিল সুজাতার প্রতি। সুন্দরী স্ত্রী থাকলে তোকে অনেকে ভালবাসবে। আর তুই যদি বুদ্ধিমানের মতো সুতো ছেড়ে আবার সুতো গুটিয়ে বউকে বঁড়শি-গাঁথা মাছের মতোই খেলাতে পারিস, তবে তুইও হংকং-এ গিয়ে বাঁদরের ঘিলু খেয়ে আসতে পারবি। জানিস।

আমি চুপ করে ছিলাম। ঘরে, চোতন ছিল না। পাগলামিটা নিশ্চয়ই বেড়েছে। পরশু রাতে এ বাড়ির উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। ওই গিরধারীকে নিয়েই ঝামেলা বেধেছিল। স্ত্রীকে রাতে জগুমামা প্রচণ্ড মার মেরেছেন। চিৎকার-চেঁচামেচি, চোতনের কান্না। ভদ্রমহিলার গলা কিন্তু কেউই শুনতে পায়নি। কাল সকালে বাজার থেকে ফিরছি, দেখি, চোতন একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে যাচ্ছে, পিছনে পিছনে উনি। একেবারে এক আকাশ আলোর নীচে সামনাসামনি দেখলাম ওঁকে। কী সুন্দর মুখখানি। মানুষটি অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় এবং রাশভারী। মুখের মধ্যে আশ্চর্য এক পবিত্রতা। সন্ন্যাসিনীদের মুখের মতো।

চোতন আমাকে দেখে নমস্কার করেছিল। কথা বলেনি। উনিও কোনও কথা বলেননি। আজকে এসে চোতনকে না দেখে এবং জগুমামার হাবেভাবে মনে হচ্ছে উনি বোধহয় বাড়ি ছেড়ে চলেই গেছেন।

জগুমামা বললেন, সে তো নিয়ে গেল আমাদের হংকং-এর এক দামি রেস্তোরাঁতে। ও মা ! দেখি, একটা খাঁচা ঠেলে ঠেলে আনছে টেবিলের কাছে। খাঁচার মধ্যে একটা বাঁদর বসে আছে। হ্যাঁ রে একটা জলজ্যান্ত বাঁদর। মানুষ-বাঁদর নয়। সারা শরীরটা খাঁচার মধ্যে, শুধু গলাটা বাইরে। কাছে আসতেই গ্লাভস-হাতে-বেয়ারা দামি হাতুড়ি দিয়ে টকাস করে বাড়ি মেরে বাঁদরের মাথার খুলিটা দিল ফাটিয়ে। এবং তারপরই খুলিটা ফাঁক করে উপরের চাঁদি তুলে নিল। বাঁদরটা চ্যাঁ চ্যাঁ করতে লাগল, আর চামচে করে তুলে নীট ব্রান্ডি দিয়ে সেই জ্যান্ত বাঁদরের ঘিলু চেঁচে চেঁচে খেতে লাগলাম



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমরা।

আমার গা ঘিনঘিন করছিল শুনেই। কিন্তু জগুমামার চোখে মুখে কোনওই বিকৃতি না-দেখতে পেয়ে বললাম, ভাল লাগল আপনার ?

তেমন নয়। কারণ... সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা প্যাঁজ দেয়নি।

চোতন এসে বলল, এইটে খেয়ে নিন বাবু। ওষুধ।

রাখ তো। কাজের কথার মধ্যে কথা বলিস না। ধমক দিলেন উনি।

চোতন বেশ রাগের গলায়ই বলল, খাবেন তো খেয়ে নিন। আমার বার বার বলার মতো টাইম নেই।

অবাক হলাম আমি।

কী ভেবে ওষুধটা নিয়ে উনি খেয়েই নিলেন।

চোতন চলে গেল।

জগুমামা বললেন, বুঝলি খোকন !

ওঁর চোখদুটো ছলছল করতে লাগল। বুঝলি, আমি হচ্ছি গিয়ে সেই খাঁচার মধ্যে বাঁদর। আমার ঘিলু খাচ্ছে ওরা চামচে দিয়ে, কুরে কুরে। ভীষণ সুড়সুড়ি লাগে। আমি এখনও বেঁচে আছি কিন্তু। বিশ্বাস থাকলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে। কী রে ? হাসিও পায়। ওরা সবাই ভেবেছে আমি চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ করব। আমি কি সত্যি বাঁদর ? যে চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ করব ? বল তুই ? আত্মসম্মানজ্ঞান যে মানুষের কিছুমাত্রও আছে, সে কি কখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচাতে পারে ?

কথা ঘোরাবার জন্যে আমি বললাম, ফড়িং-এর কথা বলুন। সেদিন শেষ হল না।

হুঁ। তাইই ভাল। মানুষের কথার চেয়ে অন্য সব কথা বলা ভাল। ওর্থোপ্‌টেরান। চব্বিশ হাজার রকমের ওর্থোপ্‌টেরান ভ্যারাইটিজের পোকামাকড়, তেলাপোকা ফড়িং আছে। এদের মধ্যের কোনও একটি খাদ্য প্রেডেটর ভ্যারাইটি ডেভালপ করার চেষ্টা করছি কতদিন থেকে। এমন এক ভ্যারাইটি, যারা শুধু ওয়াটার হায়াসিন্থই খাবে। অথবা, হায়াসিন্থদের জন্ম-নিরোধ করবে। এখনও পারিনি। আমি না পারলে, অন্য কেউ পারবে। নিশ্চয়ই পারবে। খোঁজ চলবেই। খোঁজ থামালে কি চলে ? মানুষের খোঁজাখুঁজির যেদিন শেষ হয়ে যাবে, মানুষও সেদিন শেষ হয়ে যাবে। যাইই খুঁজুক না কেন, এই খোঁজাখুঁজির মধ্যেই মানুষের জীয়নকাঠি। জানিস, সায়ান্সকে আমরা বলি ইনভেনশান। আসলে, ইনভেনশান বলে কোনও কথা নেই। ডিসকভারি। দিজ আর ওল মিয়ার ডিসকভারিজ। সবই ছিল। এক অজ্ঞাত, অদৃশ্য, হাত সব গুনে গেঁথে রেখে গেছেন—তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে কোটি কোটি বছর ধরে সৃষ্টি হচ্ছে, তেলাপোকা প্রজাপতি, মোনেরা, প্ল্যানটা সব অব্যাহত রেখেছে সৃষ্টি। প্রত্যেকের খাদ্য সংস্থান করে পাঠিয়েছেন তিনি। আমরা খালি তাঁর অশেষ ও আশ্চর্য ক্রিয়াকাণ্ডর এক এক দিক আবিষ্কার করে গলা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছি : "ইনভেনশান : দ্যা গ্লোরি টু আস অ্যান্ড টু আস এলোন"।

জগুমামা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর ডাকলেন, চোতন।

চোতন এল।

চা কর, একটু। আর স্টোভটাকে ধরিয়ে ওই কাথ্‌টা তাতে চড়িয়ে দে তো বাবা।

আমি পারব না। রুক্ষ গলায় চোতন বলল।

চমকে উঠলেন জগুমামা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন চোতনের দিকে। তারপর বললেন, পারবি না বলিস না, বল করবি না।

চোতন চলে গেল। আমি খুব দুঃখিত হলাম। জগুমামা অসহায়ের মতো হাসলেন।

ওরা ভেবেছে কী বল তো খোকন ? আমি চা খেয়েই বাঁচি ? খিচুড়ি খেয়ে বাঁচি ? চা, না দিলেই যেন চ্যাঁ চ্যাঁ করব। আচ্ছা। মানুষ কীসে বাঁচে বল তো ? কোন জিনিস মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যায় ? এই দুস্তর, তরঙ্গময় জীবনের মধ্যে দিয়ে ? খিচুড়ি, চা, পান, জর্দা, বিড়ি, মদ, টাকার লোভ ? বল তো ?

আমি চুপ করে থাকলাম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জানিস না তো। তুই কেন ? খুব কম মানুষই তা জানে রে ! মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যায় এই খোঁজের তাগিদ—খোঁজাখুঁজির এই কামড় যে একবার খেয়েছে, সে থেমে থাকতে পারে না কখনও—তাকে খুঁজতেই হয়। খুঁজতেই যে আসা আমাদের এখানে। পেয়ে-যাওয়া মানেই তো মরে যাওয়া, দৌড় ফুরোলেই। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। ওরে পাগলা, খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ ; খুঁজে যা। হিঃ। হিঃ। হিঃ। হিঃ। ওরা ভাবে, চা আর খিচুড়ি খেয়ে বাঁচি আমি ? ফুঃ কী ভাবে বল তো ? আমাকে ওরা ভাবেটা কী ?

আপনি যা বলছিলেন বলুন। ওর্থোপ্‌টেরানদের কথা।

হ্যাঁ। তাইই। অনেক ভাল। ওর্থোপ্‌টেরানদের অনেক ক্লাসিফিকেশানস আছে। যেমন, মানাটিডস্, ডিক্টীওপ্‌টেরা গ্রীল্লোব্লাট্টোডিয়া। সাব-অর্ডারেও আছে। যেমন এন্‌সিফেরা, ক্যালিফেরা। ওর্থোপ্‌টেরানদের মধ্যে মানটিডস্‌রা হচ্ছে একমাত্র গ্রুপ, যারা প্লান্টস্ খেয়ে বাঁচে—অন্য পোকামাকড় খায় না। তবে মেইনলি প্লান্টস্-ইটারদের মধ্যেও কিছু কিছু ভ্যারাইটি আছে, যারা অন্য পোকামাকড় খায়, অর্থাৎ, মাংসাশী, কার্নিভোরস। যেমন ধর, গাছের ঝিঁঝিঁপোকারা। তারা নিয়মিত ফুল, পাতা এবং অন্যান্য নিরামিষ জিনিসের সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছোট্ট পোকামাকড়ও সাবড়ে দেয়। ক্রিপটোসার্কাসরা সেলুলোস খেয়ে বেমালুম হজম করে ফেলে। হ্যাঁ রে ! এই সেলুলোস, গাছের পচা গুঁড়ি ইত্যাদিতে হয়। সেলুলোস হজম করে এরা, এদের ইন্‌টেস্টাইনে যে সীমবায়োটিক প্রোটোজোয়ানস্ আছে তাদেরই সাহায্যে। এক এক ধরনের ওর্থোপ্‌টেরানরা এক এক রকমের খাবার খায়। এক ধরনের ফড়িং আছে, তারা ঘাস আর ঘাসবীজই খায় শুধু। ওরা হল গিয়ে নিওকোনোসেফালাস ভ্যারাইটির কাটিডিড্‌স। কোনও কোনও ভ্যারাইটির ওর্থোপ্‌টেরানরা আবার বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্লান্টস্ খায়। মজাটা দ্যাখ। চিন্তা কর একবার ! কোনও ভ্যারাইটিতে অ্যাডাল্টরা যা খায়, বাচ্চারা আবার তা খায় না। ওরে খোকন, একবার এই আশ্চর্য জগতের নেশা যদি তোকে পেয়ে বসে, এদের গোলক ধাঁধায় যদি ঢুকে পড়তে পারিস তবে তোর আর মুক্তি নেই। আসল গুপ্তধনের হদিস যে একবার পেয়েছে, তাকে খুঁজে মরতেই হবে। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ। খোঁজ পাগলা, খোঁজ।

চোতন আবার ঘরে এল চা নিয়ে।

হিঃ হিঃ হিঃ করে হেসে উঠলেন জগুমামা।

চোতন আমার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে, নীল-রঙা মগটা জগুমামার দিকে এগিয়ে দিয়ে, রেগে বলল, হাসছেন যে !

হিঃ হিঃ। তুই এখনও অমানুষ হতে পারলি না রে চোতন। কত চেনা-জানা মানুষ, আত্মীয়স্বজন, কী অবলীলায় অমানুষ হয়ে গেল। আর তুই হতচ্ছাড়া, চোতন দলুই, ফেল করে গেলি। যাচ্ছেতাই একটা। স্বভাব যায় না মলে, কেউ মানুষ হয়ে জন্মায়, আর কেউ অমানুষ হয়ে। মরেও ঠিক সেই ভাবেই।

আচ্ছা খোকন, তুমি টলস্টয়ের সেই গল্পটা পড়েছ ? এবার তুই থেকে হঠাৎই তুমিতে এলেন।

কোন গল্পটা ?

সেই যে ! "হোয়াট মেন লিভ্ বাই" ? মানুষ বাঁচে কীসে ? পড়োনি ?

নাঃ। নিরুচ্চারে বললাম। আমি কীই বা পড়েছি !

পারলে, পড়ে ফেলো। কম্প্যাশান। বিধাতা মানুষকে কম্প্যাশান দিয়ে পাঠিয়েছেন, ওর্থোপ্‌টেরানদের যেমন পাঠিয়েছেন একোলজিক্যাল ব্যালান্স্ ঠিক রাখার জন্যে। ইটস্ আ গিফট্ অফ্ গড। জিতেও গেলিরে চোতন।

তুই মস্ত পরীক্ষাতে জিতে গেলি। আমার চোখের সামনে কত কত লেজওয়ালা বিদ্বান, কত গর্বে-ফুলো যশস্বী এই মানুষ হওয়ার পরীক্ষাতে হেরে গেল ; আর তুই ব্যাটা আকাট-মুখ্যু জিতে গেলি ?

আর হার-জিত। আমি এখন মরলে বাঁচি ! বলে, রাগ করে চোতন ঘর ছেড়ে চলে গেল।

চা খেয়ে আমিও উঠলাম। বললাম, যাচ্ছি, জগুমামা।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাচ্ছ ? যাও। থাকতে কে আর এসেছে বলো ?

বাইরে আসার আগে, চোতনের খোঁজ করলাম। কিন্তু দেখা পেলাম না। আশ্চর্য বাড়ি একটা। হাঁসেদের প্যাঁকপ্যাঁক, হাওয়ার-চলাচলের শব্দ, রোদের আঁচলের চিকন চঞ্চলতা—ব্যাসস্ আর কিছু নেই। স্টোভের উপরে বসানো পাত্রে কচুরিপানার মৃত্যুবীজ সোঁ সোঁ শব্দ করে পাক খায়, শামুক নিঃশব্দে জলের তলায় আর কাদায় বুকে হেঁটে ঘোরে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মিনিয়েচারের মতো। ফড়িং, ডানা ফরফর করে। পুকুরের কচুরিপানার ফুল ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকে। কী আশ্চর্য ! প্রত্যেকের চোখ আছে, মুখ আছে, জননেন্দ্রিয় আছে, গাছ, পাতা, পাখি, পোকা, ঘাস এবং ফড়িং—এরও। কী আশ্চর্য। কী আশ্চর্য সব ব্যাপার-স্যাপার। এ বাড়ির এই প্রাকৃতিক, আধিভৌতিক স্তব্ধতা আর এই পাগল মানুষটার নিজের সঙ্গে নিজের বিড়বিড় করে কথা বলা আমাকেও পাগল করে দেবে একদিন।

বাড়ি ঢুকতেই বৌদি বলল, তোমাকে নিয়ে আমি পাগল হয়ে যাব। কোথায় গেছিলে ? চান করবে না ?

করব।

অ্যাই শোনো। আমার ঘরে এসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কী কথা ?

বৌদির মুখ গম্ভীর। বলল, ঘরে এসো না ! বলব।

বৌদির পিছন পিছন যেতে যেতে মনে মনে বললাম, আমাকে একা-ঘরে ডেকো না তুমি। আমার মধ্যের পাগলটাকে অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে রেখেছি। আমাকে শুধু সুস্থ থাকতে দাও বৌদি। আমাকে পবিত্র থাকতে দাও। তুমি আমার দাদার স্ত্রী। আমাকে নষ্ট করে দিয়ো না। আমার বড় কষ্ট। কত কষ্ট, তা তুমি বুঝবে না। পুরুষ হয়ে জন্মালে হয়তো বুঝতে। তুমি...

ঘরে ঢুকতেই বৌদি দরজা বন্ধ করে দিল। ফুলের গন্ধ, ধূপের গন্ধ, বৌদির চান-করে-ওঠা শরীরের বিবশ-করা গন্ধ।

আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। ড্রেসিং টেবিলের উপর বৌদির আর দাদার ছবি। বিয়ের পর স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিল। কাঁচের ফুলতোলা বাটির মধ্যে জলে-ভাসানো একমুঠো শিউলি ফুল।

বোসো। বলে, খাট দেখাল বৌদি।

বিবশ পায়ে গিয়ে আমি খাটে বসলাম। আমার সারা শরীর কাঁপছিল। জ্বর এলো আমার।

ডাক্তাররা কি জানেন কত রকমের জ্বর আসে মানুষের শরীরে ?

বৌদি দেরাজ খুলে একটি চিঠি বের করল। আমাকে দিল। বলল, হাতের লেখাটা চিনতে পারো ? কী ? লেখাটা চিনতে পারছ না ?

আমারই চিঠি। বৌদির বাবাকে লেখা।

বৌদি আমাকে নিরুত্তর দেখে, আমার চোখে চোখ রেখে বলল, তোমার দাদাকে এভাবে অপদস্থ, ছোট করার কী মানে হয় ?

দাদাকে ?

হ্যাঁ। তোমার দাদাকে। তুমি কি আমাকে এসব কথা বিশ্বাস করতে বলো ? যা লিখেছ, বেনামে ?

আমি চুপ করে রইলাম।

নিমীলা সেনকে তুমি দেখেছ ? তুমি যে দত্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের কথা লিখেছ চিঠিতে, তেমন জঘন্য চরিত্রের মানুষ এই সুন্দর পৃথিবীতে আছে এ কথাও তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো ?

আমি মুখ নামিয়ে চুপ করে রইলাম।

বৌদি জানে না, সেদিন আমার এক বন্ধু, দত্তকে আর তার সিন্ধী বউকে সিগারেট খেতে খেতে, নিমীলার বাবার দেওয়া গাড়ি চড়েই যেতে দেখেছে এয়ারপোর্টের দিকে। বৌদি জানে না, এই সব নোংরা নিশ্চরিত্র আজকের দিনের মানুষরাই সংসারে সাকসেসফুল। পৃথিবী একটা চিড়িয়াখানা।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখানে জীব-জন্তুই স্যুট পরে, টাই পরে ঘুরে বেড়ায়, আর মানুষরা খাঁচায় বন্দি থাকে। জানোয়ারেরা এসে তাদের খাঁচার মধ্যে খোঁচায়। গায়ে থুথু দেয়।

উত্তর দিচ্ছ না যে ?

আমি তবুও চুপ করে রইলাম।

খোকন! এ চিঠি আমি ছিঁড়ে ফেলছি। কিন্তু তোমাকে আমি সাবধান করে দিলাম। বাবাও বিশ্বাস করেননি এ চিঠির একবর্ণও, তাইই আমাকে দিয়ে গেছেন। অবশ্য তুমিই যে লিখেছ, তা বাবা বুঝতে পারেননি। আমি হাতের লেখা দেখেই চিনেছিলাম। এ বিষয়ে তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলার মতো কুরুচি আমার বাবার নেই। তোমার দাদা হয়তো একটু বেশি অ্যামবিশাস, কিন্তু মানুষ সে খারাপ নয়। তার অ্যামবিশান তো আমার এবং তোমাদেরই ভালর জন্যে। তোমার দাদার ভাল হওয়া, উন্নতি হওয়া, মানে কি তোমাদের পরিবারেরই উন্নতি নয় ? তা ছাড়া, তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। তোমাকেই বলছি। মাকেও বলিনি এখনও। বাবাকে তো বলিইনি। আমার নিজের মা থাকলে, হয়তো তাঁকে বলতাম। আমি প্রেগন্যান্ট খোকন। আমি দু' মাস হল কনসিভ করেছি। আমি মা হতে চলেছি জেনেও তোমার দাদা বিদেশ যাচ্ছে। তার কেরিয়ার, পিতৃত্বর চেয়ে অনেকই বড়। বাবা হওয়া সোজা। সন্তানের পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়া খুব কঠিন। তোমার দাদা সে কথা জানে বলে তাকে আমি সম্মান করি। যে মানুষের সন্তান আমার মধ্যে, তাকে আমি তোমার অভিসন্ধিতে ছোট করতে পারি না। তোমার দাদা যে একদিন আমার সন্তানের বাবা হবে! বাবা মা ভাল না হলে, ছেলেমেয়েরা কি ভাল হয় ? ছিঃ ছিঃ। কী তুমি চাও খোকন আমার কাছে ? তুমিই না হয় যেয়ো বিদেশে। কিন্তু এ সব কী ? আমি এর মানেই বুঝতে পারলাম না। কী ? চুপ করেই আছ যে। কিছু বলো।

আমার কিছুই বলার নেই।

তুমি অত্যন্ত অসভ্য, অবুঝ। তোমার দাদাকে আমি বলতাম তোমার চিঠির কথা। কিন্তু তার একটিমাত্র ভাই। তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাক, তা আমি চাই না। কোনও সুন্দর জিনিসই নষ্ট হোক, তা আমি কখনওই চাইনি—তোমাদের সম্পর্ক, আমার পেটের সন্তান কোনও কিছুই এত নোংরামির মধ্যে যে আসছে, সে কী নিয়ে বড় হবে ? বেঁচে থাকবে ? তুমি বলতে পারো ?

আমি চুপ করেই বসে থাকলাম। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। না, না আমার জন্যে নয়, বৌদির জন্যে।

বৌদি আমার সামনে কুচিকুচি করে চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলল। কুচোগুলো আমার কোলে ছুঁড়ে দিল। আবার বলল, বলো, তুমি কী চাও আমার কাছে ? যাইই চাও, সব দেব। সব। তুমি শুধু বলো, তুমি তোমার নিজের বড় ভাইয়ের পেছনে এমন করে কেন লেগেছ ?

এমন সময় কে দরজায় ধাক্কা দিল—

আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম।

বৌদি দরজা খুলল। মা! মুখ থমথমে, ভুরু কোঁচকানো।

—কী করছ তোমরা দুজনে ঘরে দরজা বন্ধ করে ?

মায়ের গলায় বিষম বিরক্তি।

—জরুরি কথা ছিল মা, খোকনের সঙ্গে।

—কী এমন জরুরি কথা বৌমা ? যা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওরের সঙ্গে বলাবলি করতে হয় ? মায়ের চোখ পড়ল আমার দিকে। বললেন, কী রে খোকন? তোরা কি শুরু করলি কী ? খোকাটা সারাদিন খেটে খেটে মরে। তোরা এ কী ব্যবহার করছিস তার সঙ্গে ? ছিঃ ছিঃ। আমি তো এখনও মরিনি। এ কী হল এ সংসারে ? ছিঃ ছিঃ ভাবতেও পারি না।

মা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে চলে গেলেন।

বৌদি আমার মুখের দিকে চাইল। দেখলাম তার দু চোখে জল।

আমি উঠে এলাম। আবারও আমার ভীষণ কান্না পেতে লাগল। না, না, আমার জন্যে নয়; বৌদির জন্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

৯

আজ রবিবার। সকালে চা খেয়েই দাদা-বৌদি মাকে সঙ্গে করে বৌদিদের বাড়ি গেছে। ওখানেই দুপুরে খেয়ে আসবে। দাদা এতদিন বি-এন-জি-এস ছিল, আমাদের হ্যারির মতো ; এবার বি-জি-এস হবে ; বিলেত না গিয়ে সাহেব থেকে বিলেত গিয়ে সাহেবে উন্নীত। শ্বশুরবাড়িতে ইদানীং দাদার খাতির খুবই বেড়ে গেছে। বৌদির বাবা আমার লেখা চিঠিটি বৌদিকে এমন নিশ্চিন্তমনে ফেরত দিয়ে গেলেন কী করে, তা তিনিই জানেন। আমার মনে হয় বৌদির চরিত্রের সঙ্গে বৌদির বাবার চরিত্রের বেশ অমিল আছে। উনিও বোধহয় জামাইয়ের বিদেশ-যাত্রা সম্বন্ধে গর্বিত হয়ে উঠেছেন। দাদার সঙ্গে তাঁর আর কী কী কথা হয়েছে তা আমার জানবার কথা নয়। তবু, মানুষটিকে কেমন আত্মসম্মানজ্ঞানহীন বলে মনে হয়। বৌদির বড়মামা মানুষটি বরং অন্যরকম। উনিই সব কিছু করেছেন বৌদির জন্যে, হাজারীবাগের নবাবগঞ্জে, ওঁদের বাড়িতেই বৌদির ছোটবেলা কেটেছে। তারপর লেখাপড়া শেখানো, বিয়ে দেওয়া, সবই বড়মামা। সন্তানের জন্ম দিয়েই কিছু কিছু মা-বাবা তাঁদের ধন্য করে দেন দেখা যায়। বৌদির বাবাও সেই গোত্রের মানুষ।

বৌদি কাল মামার বাড়ি গেছিল। একা। ফিরেছে সন্ধের পর। আমি জানি, বৌদির মনে একটা ক্ষোভ আছে যে, আমাদের বাড়ি থেকে কেউই বৌদির বড়মামাকে কখনও ন্যায্য সম্মান দিইনি, তাঁদের ডালভাত খেতে বলিনি পর্যন্ত একদিনও। বাবা থাকতেও না। অথচ বড়মামাই বৌদির সব। ন্যায়ত, তিনিই বাবা।

প্রত্যেক মানুষকেই অনেকরকম দুঃখ মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। কণাদ যখন আমার চেয়ে অনেক ভাল রেজাল্ট করল তখন সকলে ওকেই ভাল বলল। আমাদের স্কুল কলেজের পরীক্ষার রেজাল্টেরই মতো, জীবনেও, প্রতিদিনের পরীক্ষায় প্রতিনিয়ত যার ফার্স্ট হবার কথা নয় ; প্রায়ই সেইই ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে, মুখস্থ করে, পরীক্ষককে প্রাইভেট টিউটর রেখে, অথবা প্রশ্নপত্র জেনে। সেইসব পরীক্ষায় দারুণ কৃতকার্য মানুষদের লম্ফঝম্ফ চোখ বুঁজে সহ্য করতেই হয়, তাদেরও, যারা ভাল করেই জানে যে, আসলে কৃতিত্ব যে পেল, তা তার প্রাপ্য নয়। তাই বৌদি এবং বৌদির মামার মনের কষ্ট আমি বুঝি। জানি না, বৌদি কেন মামাবাড়ি গেছিল ? কেন অমন পাগলের মতো চাবি খুঁজছিল সেদিন ? হয়তো নিজের কোনও গয়না বিক্রিই করে মামা-মামির জন্যে পুজোর আগে ধুতি-শাড়ি কিনে নিয়ে গেছিল। বৌদিকে চোখের সামনে দেখে আমার সবসময়ই মনে হয় যে, যতদিন না মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসছে এ দেশে, ততদিন উইমেনস্ লিব-এর আন্দোলন খবরের কাগজের ছবিতেই ঠেকে থাকবে।

জম্পেস করে বসে, বালিশ কোলে ঠেসে, কাগজটা মেলে ধরেছি গল্পটা পড়ব বলে, এমন সময় জ্ঞানদা এসে বলল, তোমায় এক বাবু ডাকতিচিন।

—কে বাবা ? মেজাজ গরম হয়ে গেল।

নেমে গিয়ে দেখি ; প্রদীপ।

অবাক হলাম।

—কী রে ? তুই ? না বলে কয়ে ?

—দরকার আছে। চল বেরোই বাইরে।

—বাড়িতে কেউ নেই।

—কেউই না ?

—না। কেন ?

—তবে চল, তোর ঘরে যাই।

—চল। কী খাবি বল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

—কিছুই না।

—সে কী রে ? চাও খাবি না এক কাপ ?

ঘরে গিয়ে পৌঁছতেই প্রদীপ বলল, একটু জল দে। তোর এখানে আসা সাউথ পোলে যাওয়া একই ব্যাপার। উঃ। আর জায়গা পেলি না তোরা।

জল খেয়ে ও বলল, শোন। কাল বৌদি আমার কাছে এসেছিল।

—বৌদি মানে ?

—তোর বৌদি। নিমীলা সেন এবং তোর দাদার ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানতে। বৌদি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও ভদ্র। খুব বুদ্ধিমতীরই মতো ব্যাপারটাকে ওঠালো। বলল, এই দিকেই এক মাসির বাড়িতে এসেছিলাম, ভাবলাম, তোমার সঙ্গে তো কতদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে যাই !

—সিগারেট দে একটা।

সিগারেটটা ধরিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে ও আবার বলল, দ্যাখ খোকন আমি কিন্তু কিছুই গোপন করিনি। তোর দাদার মুখোস ছিঁড়ে দিয়েছি। দিয়েছি ওই দত্ত অ্যাকাউন্ট্যান্টের চরিত্রেরও চাল-চিত্র এঁকে। সত্যি কথা না বললে বিবেকের কাছে অপরাধী থেকে যেতাম। বৌদির কাছেই জানলাম যে, তুই বৌদিকে কোনও কথাই বলিসনি। খুব অন্যায় করেছিস কিন্তু না বলে। মানুষ হিসেবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু কর্তব্য থাকে। সেই কর্তব্য যখন করণীয় হয়, তখন কিন্তু নিজেদের ফালতু স্বার্থ আর বোকা বোকা অভিমান ঝেড়ে ফেলেই তা করা উচিত। জানি, ব্যাপারটা খুবই ডেলিকেট। তোকে জ্ঞানও দিচ্ছি না খোকন। তবে, এটুকু জানিস যে, এ ব্যাপারে তোর কতখানি লেগেছে বা লাগতে পারে সেটা বন্ধু হিসেবে আমি বুঝি। সত্যিই বুঝি। আশ্চর্য ! তোর দাদা আর ওই জন্তু দত্ত দুজনেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। টাকা-পয়সার হিসেব নিয়ে কারবার করে তো ! টাকা ছাড়া বোধহয় বোঝে না কিছুই।

বাঃ। তা কেন ? সকলেই কি একরকম হয় ? নিমীলার বাবা, অমলদা, সাহাসাহেব, এইচ পি দাদা, অরবিন্দদা, প্রশান্তদা এঁরাও তো সকলেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। দেবতুল্য মানুষ সব ! আসলে, সব ডিসিপ্লিনেই বোধহয় কিছু ব্ল্যাকশিপস থাকে, প্রফেশানের কুলাঙ্গার সেই ব্ল্যাকশিপসরা হল গিয়ে একসেপশানস্। একসেপশানস্ প্রুভ দ্যা জেনারেল রুল, বুঝলি না।

—ছেড়ে দে ওদের কথা। বৌদি বাড়ি ফিরে কী বলল তাইই বল ?

—কিছুই না রে। আজ সকালেও সকলে মিলে বৌদির বাবার বাড়ি গেল। আমাকে তো বলল না কিছুই। অবশ্য বলার কথাও নয়। বৌদির মুখ দেখে অথবা ব্যবহারেও আমি কিছুমাত্র তারতম্য বুঝতে পারিনি। কাল তোর কাছে সব শুনে বৌদি তোকে কী বলল, বরং তাইই বল।

সেইটাই তো আশ্চর্য। আমাকেও কিছুই বলল না। যেমন হাসি হাসি মুখে থাকেন সবসময়, তেমন মুখ করেই রইল। আশ্চর্য মেয়ে কিন্তু। অন্য মেয়ে হলে অজ্ঞান হয়ে যেত। আর কী সুন্দরী ! সম্পর্কে তোর বৌদি যদি না হত না, তা হলে আমি একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলতাম।

—কী হেস্তনেস্ত ? হেসে বললাম আমি।

—বিয়েই করে ফেলতাম।

—খাওয়াতিস কী ?

—সেইটেই তো সমস্যা ! বেসিক প্রবলেম। করতে তো কত কিছুই ইচ্ছে করে।

—বৌদি তা হলে কাল মামার বাড়ি যায়নি ?

—যেতে পারে। আমি জানব কী করে ?

—কটার সময় গেছিল তোর কাছে ?

—এই ধর, চারটে। নিমীলাকে আমার জানালা দিয়ে দেখিয়েও দিয়েছি। তোর দাদা নিমীলা আর নিমীলার বাবার কাছে নিজের সম্বন্ধে এমন একটা করুণ, বঞ্চিত মানুষের ইমেজ গড়ে তুলেছে যে, বাবা ও মেয়ে দুজনেই তাকে করুণা করে। আর করুণার হাত ধরেই তো প্রেম আসে অনেক ক্ষেত্রে ! সত্যি প্রেম যেমন আসে, তেমন মিথ্যে প্রেমও জন্মায়। নিমীলা মেয়েটি ভারী ভাল। ওর দোষ কী ? বেচারি এক ধনীর হাতে সর্বস্বান্ত হয়ে আর এক ধনীর দিকে দাঁড় বেয়ে চলেছে। কে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাকে বোঝাবে ?

—চারটেতে যদি তোর ওখানে গিয়ে থাকে, বৌদি, তা হলে মামাবাড়ি গিয়ে থাকলেও যেতে পারে।

প্রদীপ সিগারেটটা শেষ করে অ্যাশট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে বলল, সকালে ট্রেনে ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছিল একজন। কণিকা ব্যানার্জির গান হচ্ছিল ; শরত আলোর কমল বনে, বাহির হয়ে বিরাজ করে সে ছিল মোর মনে মনে। আহা ! মনটাই শালা খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা ! কারও প্রতি কারও প্রেম যদি সত্যিই গভীর হয়, তা হলে দুজনে শুধু প্রেম খেয়েই কি বেঁচে থাকা যায় না ?

—যায় হয়তো। উপন্যাসে, গল্পে আকছারই হচ্ছে ! তবে, তোকে একটা ইডিয়োর অলটারনেটিভ দিতে পারি। এবং বিনা পয়সার ; প্রায় প্রেমেরই মতো !

—কী ?

—কচুরিপানা।

—কচুরিপানা ?

—হ্যাঁ। ভারসেটাইল জিনিয়াস প্ল্যান্ট। বিনাশ নেই। যত খুশি খেয়ে যা ! ব্যাসন দিয়ে ভেজে খা, তেতো দিয়ে, ঝাল দিয়ে, টক দিয়ে, চচ্চড়ি কর ; যেমন তোর ভাল লাগে।

প্রদীপ গম্ভীরভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

তারপরই বলল, ইয়ার্কি থাক। বৌদির কথা ভেবে ভেবে কাল রাতে আমার ঘুম হয়নি। তোর দাদাটা সত্যিই কী রে। ভাবা যায় না ! সত্যিই ভাবা যায় না !

ঠিক সেই সময়ই সামনের বাড়ি থেকে চিৎকার উঠল।

অ্যাই চোপ। চোতন। তোকে আমি প্ল্যাংকটন বানিয়ে দেব, ফাঙ্গি, অ্যালগী। প্রচণ্ড চিৎকার করতে লাগলেন জগুমামা।

প্রদীপ চমকে উঠল। বলল, এ কে রে ?

জানালা দিয়ে ওদিকে চেয়ে বললাম, একজন পাগল। সাযান্টিস্ট। গত পনেরো বছর ধরে কচুরিপানার নাশক তৈরি করার চেষ্টা করছেন।

বাবারে হার্ট-ফেল করে মরতাম আর একটু হলে ! সারা জীবন কচুরিপানার নাশক ? হোয়াট আ ওয়েস্ট অফ ওয়ানস্ লাইফ। প্রদীপ বলল।

কোনটা ওয়েস্ট আর কোনটা নয়, তা কে জানে ? তবু, কিছু নিয়ে তো আছেন। যা নিয়ে আছেন, তাতেই তাঁর গভীর আনন্দ। সম্প্রতি স্ত্রী ছেড়ে চলে গেছেন ওঁকে। ভালই হয়েছে। এসব লোকের জন্যে বিয়ে-টিয়ে নয়, বুঝলি। কাজের সঙ্গেই এদের বিয়ে হয়। এবং হওয়া উচিতও। কোনও কিছুতে এমন ভাবে এনগ্রসড্ হয়ে থাকা কি কম কথা ? ভেবে দ্যাখ। সে কাজ যাইই হোক না কেন। ভদ্রলোকের এই সাধনার মধ্যে তো কোনও ফাঁকি নেই। নিজেকে এ জীবনে গভীরভাবে, সত্যভাবে, সম্পূর্ণ করে জানাটাও, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ফুরিয়ে ফেলাটাও তো একটা প্রচণ্ড বড় প্রাপ্তি।

—হুঁ !

এই ভদ্রলোক কে জানিস তো ? আমাদের সৌমিত্রর সেই ছোটমামা !

বলিস কী ? কত গল্প শুনেছি সৌমিত্রর কাছে। খিচুড়ি খান তো খুব ?

কিছুক্ষণ বসে, প্রদীপ বলল, চলি রে। আজকে বড়দি আর অশোকদা আসবে। খাবে দুপুরে আমাদের ওখানে। মা বলেছে, বড় দেখে কই মাছ নিয়ে যেতে। জামাইকে তেল-কই খাওয়াবে। বড়দির সত্যিই ভাগ্য ভাল, অশোকদার মতো স্বামী পেয়েছে। যা সব দেখছি স্যাম্পেল ! আচ্ছা, গড়িয়াহাটে বড় কই পাব তো রে ? ও পাড়ায়ই সব বড় বাবুদের বাস। ওই বাজারে যা ওঠে, কলকাতার অন্য কোথাওই তো ওঠে না।

পাবি। তবে, আর দেরি করিস না।

জ্ঞানদাকে বলে, প্রদীপকে বড় রাস্তা পর্যন্ত হাঁটিয়ে দিয়ে এলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, বৌদি প্রদীপের কাছে সব শোনা সত্ত্বেও চুপ করে আছে কেন ? এখনও কি বিশ্বাস হয়নি



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার ? তার স্বামী কি এখনও তার কাছে ভগবান, আর আমিই নীচ ? বৌদি তো মাও হতে চলেছে। অদ্ভুত মেয়ে ! কে জানে ? কী করবে, না করবে। এরকম চাপা মেয়েদের নিয়েই ভয়। এখন বৌদি হঠাৎ কিছু করে বসলে, দোষটা পুরোপুরিই আমার ঘাড়ে পড়বে। বাড়ির মধ্যে ধূর্ত খল; ইতরের বাস ; বাড়ির বাইরে, পাগলের। স্লিপিং-পিল খেলেই হল। আশেপাশে এত পুকুর, ডোবা। কচুরিপানার রাজকন্যার পায়ে আলতা লাগাবার জন্যে ডুব মারলেই হল, জগুমামার মতন। তারপর পুলিশ এলেই পাগলা চেঁচিয়ে বলবে, আমি জানি, এ ছোকরার সঙ্গে এ মেয়ের গভীর প্রেম-ভালবাসা ছিল। ফুল্ললতা ! আমি আসছি, ফুল্ললতা !

বিকেলে জ্ঞানদা আসার পর একবার জগুমামার ওখান থেকে ঘুরে এলাম। অল্প কদিন হল অ্যানিম্যাল প্রেডেটরস এবং ফড়িং শামুক ছেড়ে আবার হার্বিসাইডস নিয়ে পড়েছেন উনি। বলছেন, এবার একটা সুরাহা হবেই বুঝলি। আর তো পিছুটান নেই কোনও। সামনেই সিদ্ধি। তেমন করে খুঁজলে পরশপাথর পাওয়া নিশ্চয়ই যায়। কী রে ?

গতকাল চোতনের সঙ্গে একবার রাস্তায় দেখা হয়েছিল, বাজার থেকে ফেরবার সময়। চোতন বলল, আর বইলবেন না দাদাবাবু। আমি ইবারে পালাব। নিঘ্‌ঘাত পাইলে যাব। মা ইদিকে টাকা পাটাইতিচেন খরচের জন্যে, কিন্তু নিজে আসতিচেন না। বইলে গেচেন যে, আর কক্‌খনও আইসবেনও না। না এলি, আমার কোন দায় পইড়েচে এই পাগলের বোঝা বইয়ে বেইড়াবার ? ই আমার কে ?

আমি জানি যে চোতন এই কথা বলেই যাবে এবং জগুমামার কাছে থেকেও যাবে ; যতদিন উনি বাঁচেন। ওই যে, জগুমামা বলেছিলেন না একদিন ? কমপ্যাশান্। স্বভাব যায় না মলে ! চোতন আসলে নিজের লাভের চেয়ে অনেক বেশি ভালবেসে ফেলেছে এই অদ্ভুত মানুষটাকে। এবং নিজের অজানিতে চোতন মানুষ হিসেবে মস্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বড়। ভাগ্যিস ও লেখাপড়া বেশি শেখেনি। লেখাপড়া শিখলেই বেশির ভাগ মানুষ অমানুষ হয়ে ওঠে। অথচ উল্টোটাই হবার কথা ছিল। চোতনের মতো কজন মানুষ অন্য একজন মানুষের জন্যে এমন করে নিজের জীবন নষ্ট করে ? কী জানি ? কিছুতে নষ্ট, কি সত্যিই হয় কারও জীবন ? কার জীবন যে কীসে নষ্ট হয়, আর কীসে নষ্ট হয় না ; তা বোধহয় বাইরে থেকে দেখে আমরা বুঝতে পারি না।

জগুমামার কাছে একটু বসে, সন্ধে লাগতে না লাগতেই বাড়ি ফিরে গেলাম। নিজের ঘরে পড়ার টেবলে বইপত্র নামিয়ে বসলাম। ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর ব্রিটিশ কাউন্সিলে একবার যাওয়া দরকার। কিন্তু মানসিক অবস্থা একটু থিতু না হলে, যেতে পারছি না কিছুতেই। বৌদি এখন কী করবে না করবে তা ভেবে, রাতে আমার ঘুম হচ্ছে না। অথচ এখনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম ! অদ্ভুত এই সম্পর্ক ! বাইরে থেকে কিছুই কি বোঝা যায় না ?

সন্ধের কিছুক্ষণ পরে ওরা এল। সাইকেল রিকশার প্যাঁকপ্যাঁকানি শুনে, নীচে গিয়ে দরজা খুললাম। আগে দাদা। হাতে, টিফিন ক্যারিয়ার। তার পরে মা। শেষে বৌদি। বৌদি আমার মুখের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। কেন ? লজ্জা ? বৌদির কীসের লজ্জা ? লজ্জা তো দাদার হওয়ার কথা। আর তার কারণে আমাদের। দাদা গর্ব গর্ব গলায় বলল, রাধার বাবা তোর জন্যেও খাবার দিয়ে দিয়েছেন টিফিন ক্যারিয়ারে। বলে হাত উঁচু করে দেখাল। দেখাতে গিয়ে মাছের ঝোল চলকে পড়ল আমার পায়জামাতে। আমি বললাম, আমার শরীর খারাপ। রাতে খাব না কিছু।

বৌদি মুখ ফিরিয়ে একবার আমাকে দেখল। তারপর কিছু না বলেই চলে গেল।

মা বললেন, কী হয়েছে ?

জ্বর জ্বর। পেটেও ব্যথা আছে। ওষুধ খেয়েছি।

দেখিস। শরতের হিম। সাবধানে থাকিস।

বৌদি খাওয়ার সময় আমার ঘরে এল আমাকে ডাকতে।

আমি বললাম, বলেইছি তো খাব না।

জানি। বৌদি বলল। সে জন্যে আসিনি আমি। তোমার দাদা কাল অফিসে বেরিয়ে গেলে আমাকে একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে খোকন। কোথায়, তা এখন বলব না। আর এ কথা,



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তোমার মা অথবা দাদা কাউকেই বোলো না এখন। আমি চলি। তুমি আগে বেরিয়ে যাবে। আমি তোমার জন্যে বালিগঞ্জ স্টেশনে অপেক্ষা করব।

যেতে গিয়েও, ফিরে এসে বলল, তোমাকে লেবুচিনি দিয়ে শরবৎ করে দেব একটু ?

নাঃ। কিছুই খাব না। আমার শরীর খারাপ। সত্যিই খারাপ।

বৌদি হাসল মুখ তুলে।

আশ্চর্য ! সে হাসিতে কোনও কালিমা নেই, ব্যথাও নেই। পবিত্র, সুন্দর অনুযোগহীন তা।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম ওর মুখে।

খারাপ যে, তা জানি। কিন্তু শরীর নয় ; মন।

উত্তর দিলাম না।

তোমাকে তোমার নিজের চেয়েও আমি ভাল চিনি। বুঝেছ ছেলে।

—ছেলে ছেলে কোরো না। আমার যা বয়স, তাতে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েও হতে পারত।

বৌদির মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। উদাস গলায় বলল, হতে তো অনেক কিছুই পারত ! হতে পারা, আর হওয়ার মধ্যে যে অনেকই ফাঁক থাকে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার হাসল। বলল, খোকনরা আসলে কখনওই বড় হয় না। চিরদিন খোকনই থাকে।

চলি। বলেই, চলে গেল।

১০

মাঝরাতে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। দাদার ঘর থেকে আসছে। বৌদির গলা।

ধড়মড় করে উঠে বসে, দরজা খুলে, বারান্দায় এলাম। দাদাদের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। একটু পরই আবার বৌদি চিৎকার করে উঠল, মরে যাব, উঃ মা গো !

মাও ঘর থেকে এসে আমার পাশে দাঁড়ালেন। এবং পরক্ষণেই বাইরের জানালাগুলো বন্ধ করার জন্যে ছুটলেন। বললেন, পাড়ায় আর মান-সম্মান নিয়ে থাকা গেল না। কী এমন হতে পারে যে, এমন করে চিৎকার করতে হচ্ছে বৌমার !

মা চলে যেতেই, বৌদি দড়াম করে দরজা খুলে বেরোল।

চমকে উঠলাম বৌদিকে দেখে। চুল উস্কোখুস্কো, গালের দু-তিন জায়গায় ফোসকা এবং শরীরের যতটুকু জায়গা অনাবৃত, তাতে কালশিরার দাগ। বৌদির পেছনে পেছনে দাদাও দৌড়ে বেরোল। খালি গা, আন্ডারওয়্যার পরা, কুৎসিত।

বৌদি আমাকে সামনে দেখেই থমকে গেল। বলল, খোকন। বলেই, নিজেকে সংযত করল।

দাদা তেড়ে এল।

আমি বাধা দিলাম এবারে। বাধা দিতেই আমার মুখে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল দাদা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল আমার।

মা ফিরে এলেন। বললেন, হচ্ছেটা কী রাতদুপুরে বৌমা। মেয়েদের এত গলা ভাল না।

বললাম, তুমি কি চাও যে মরে গেলেও চুপ করেই মরবে বৌদি ?

আমার কথার উত্তর না দিয়ে মা দাদার দিকে চেয়ে বলল, কী হয়েছে রে খোকা ?

দাদা শেয়ালের মতো ফুঁসছিল। আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ার পর বৌদিকে আর কিছু করেনি। বৌদির দু চোখে আতঙ্ক। দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে দু হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়েছিল। কি হয়েছে ? বৌমা ? খোকা ?

দাদা বলল, এমন দুশ্চরিত্র মেয়েকে আমি ডিভোর্স করব।

বৌদি চমকে উঠে মুখ থেকে হাত নামাল। বুঝলাম, ঘরের মধ্যে বৌদির এতক্ষণ যে নিগ্রহ চলছিল তার কারণ আর যাইই হোক ; দুশ্চরিত্রা নয়। এই অপবাদ দাদা এক্ষুনি ইনভেন্ট করল।

www.BanglaBook.org

মা বললেন, কী করেছে ? বৌমা ?

তোমার আদরের বৌমা কনসিভ করেছে মা। তার বাচ্চা হবে।

এতে অপরাধের কী ? এ তো আনন্দের খবর।

আনন্দের নয়। সেই বাচ্চার বাবা আমি নয়।

কী যা তা বলছিস খোকন !

যা তা নয়, সত্যি। আমাকে কি কোনও দিন এমন করতে দেখেছ আগে ? আমার মাথার ঠিক নেই মা। আমি এখন মানুষও খুন করতে পারি।

—প্রায় তো করেই ফেলেছ, পুরোপুরিই করো।

আমি বললাম।

—তুই চুপ কর বিশ্বাসঘাতক, ভ্যাগাবন্ড।

দাদা ধমক দিল আমাকে।

মা বললেন, খোকা। তুই যদি বাবা না হোস তো সে কে ?

—কে আবার ? তোমার এ লালুভুলু ছোটছেলে। বাবার চোখের মণি, ওই যে। ন্যাকার মতো দাঁড়িয়ে আছে সামনে।

বৌদি একটা অস্ফুট আওয়াজ করল, সংক্ষিপ্ত।

নাকের রক্তে পাঞ্জাবি পায়জামা ভিজে যাচ্ছিল। বললাম, দাদা !

আমার মাথার মধ্যে সাইক্লোন শুরু হয়ে গেছিল। গাছ উপড়ে যাচ্ছিল, পাহাড় পর্বত নদী-নালা সব উথাল পাথাল, তোলপাড়। আমার সমস্ত শারীরিক পেশী শক্ত হয়ে আসছিল। শরীর আর আমার রাগ, আমার মন, শিক্ষা এবং রুচির উপর জবর-দখল নিচ্ছিল অতি দ্রুত। আমি আমার সহোদরের মতো হয়ে উঠছিলাম আস্তে আস্তে। যে রক্তকে আমি শিক্ষা দিয়ে, বিবেচনা দিয়ে, সুরুচি দিয়ে, শুভবোধ দিয়ে আশৈশব তার স্বখাত থেকে অন্য খাতে চালিত করেছিলাম, অন্তত করার চেষ্টা করেছিলাম সেই রক্ত, মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের এই ভূমিকম্পে সেই খাত ছেড়ে প্রচণ্ড বেগে তার আদি খাতের দিকে ফিরে আসছিল। আমার দু হাত উঠে আসছিল সোজা—দাদাকে গলা টিপে মেরে শেষ করে দেবে বলে।

হঠাৎ বৌদি ডাকল, খোকন। অ্যাই খোকন !

বৌদির দিকে তাকিয়ে দেখি, বৌদির চোখে আবার সেই না-হাসা-হাসি ফিরে এসেছে। বৌদি তার শারীরিক সত্তাকে ছাপিয়ে উঠে আবার তার দারুণ মানসিক সত্তাতে ফিরে গেছে। অতি দ্রুত।

বৌদি চোখে চোখ রেখে আবার বলল, খোকন। তুমি কিন্তু কখনও তোমার দাদার মতো ছিলে না। এখনও হয়ো না। প্লিজ !

দাদা মাকে বলল, নিজের কানেই তো শুনলে !

মা বললেন, একথা শোনার জন্যে যে আমার বেঁচে থাকতে হবে, তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। তাই ভাবি। ভরদুপুরে দেওর-বৌদি দুয়োর দিয়ে কী এমন জরুরি কথা বলাবলি করে ? ছিঃ ছিঃ বৌমা। তোমার মা নেই তাই বেঁচে গেলে, থাকলে, কাল সকালে তাকে গিয়ে বলতাম এমন মেয়ে পেটে ধরলেন কেন ? এমন দুশ্চরিত্র সর্বনাশী মেয়েও কারও হয় ? ঘর-ভাঙানি !

দাদা, হঠাৎ বৌদির পক্ষ নিয়ে বলল, এক হাতে তো তালি বাজে না মা। তোমার আদরের খোকনকেও কিছু বলো। দাদা সকাল থেকে রাত অবধি কুকুরের মতো খাটছে, আর ভ্যাগাবন্ড ভাই, বৌদির সঙ্গে শুচ্ছে। বাঃ চমৎকার !

মা বললেন, কী আর বলব। ছিঃ ছিঃ খোকন। তুই আমার ছেলে হয়ে।

সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল যে, এই মহিলা, হয় আমার গর্ভধারিণী নন ; নয়তো তিনি, বাবা নয়, অন্য কোনও পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়ে দাদাকে জন্ম দিয়েছিলেন। আমার নিজের কারণে, আমার পরিবারের কারণে, এক গভীর ঘৃণা ও লজ্জা আমাকে গ্রাস করে ফেলল। বৌদির দিকে তাকালাম। দেখলাম, শারীরিক লাঞ্ছনার সমস্ত কষ্ট ছাপিয়ে তার মুখে মানসিক আনন্দের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেকদিন খাঁচায় বন্দি রাখার পর কোনও পাখিকে উড়িয়ে দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে তার



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ মুখের চেহারা যেমন হয় ; বৌদির চোখ মুখও তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বৌদি যেন হাসছেও একটু একটু।

আমার চোখে চোখ পড়তেই বলল, চলো, কাল আমরা চলে যাব।

দাদা চেঁচিয়ে বলল, দেখেছ মা ! শোনো। নিজের কানেই শোনো।

বৌদি দাদার দিকে চেয়ে বলল, তোমার সব মনস্কামনাই তো পূর্ণ হল, আরও কী চাও তুমি ? বলো, কী চাও ?

দাদার চোখদুটো চোখে-আলো-পড়া রাতের শেয়ালের মতো জ্বলে উঠল। বলল, তোমার লকারের চাবি।

বৌদি হাসল, বলল, আমার মামার দেওয়া গয়নাগাঁটিগুলোও সব নেবে ?

নিশ্চয়ই। তোমার মতো দুশ্চরিত্র মেয়েকে এতদিন খাওয়াতে পরাতে খরচা কি কম হয়েছে ?

আমার চাবি, আলমারিতেই আছে। ডান দিকের ড্রয়ারে। সব নিয়ো।

দাঁড়াও। এখানেই দাঁড়াও। আমি দেখে আসি। আছে কি না ?

আমি নিজের কান, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দাদা ভিতর থেকে ঘুরে এসে বলল, ঠিক আছে ! কাল যখন যাবে, তখন তোমার কাপড়চোপড় যা আছে নিয়ে যেতে পারো।

এ বাড়ির কোনও স্মৃতিই আমি বইতে চাই না। কিছুই নেব না আমি।

মা বললেন, তুইও কি চলে যাবি খোকন ?

দাদা আমার মুখের কথা কেড়ে বলল, ও না গেলে, ওর বাচ্চার দায়িত্ব নেবে কে ? তোমার ছেলেকে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন ভেবো না। বলেই, আমাকে বলল, তুই যদি সত্যিই যাস খোকন, তবে একটা সই করে দিয়ে যা।

কীসের সই ?

বাবার কোনও সম্পত্তিতে যে তোর কিছুমাত্র দাবি নেই, সে কথা লিখে দে। দাবি করার মতো কোনও মুখ কি তুই রেখেছিস ?

মা কী যেন বলতে গেলেন এমন সময়।

দাদা রুক্ষস্বরে বলল, এই সব বৈষয়িক ব্যাপারে কথা বলতে এসো না মা ! এসব মেয়েদের ব্যাপার নয়।

দাদার দিকে তাকালাম আমি। আশ্চর্য ! চোখের পাতা একটুও কাঁপছে না। মুখে কোনও বিকার নেই। এই পৃথিবী বোধহয় এদেরই জন্যে। আমার মতো, বৌদির মতো সরল মানুষদের কোনও জায়গা নেই এখানে।

নাকে রক্ত জমে যাওয়ায়, আমার গলার স্বর নাকী নাকী হয়ে গেছিল। বললাম, দাও, কাগজ দাও। সাদা কাগজ। সই করে দিচ্ছি। পরে, যা খুশি লিখে নিয়ো।

বৌদি আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল দেওয়ালে হেলান দিয়ে।

দাদা ঘর থেকে কাগজ নিয়ে এল, ভাঁজ করা খবরের কাগজ নীচে ধরে বলল, নে সই কর।

করলাম।

তারিখ বসা।

বসালাম।

তারপর বৌদির দিকে ফিরে বলল, তুমিও সই করে দাও।

কী ?

—ডিভোর্স দিতে তোমার কোনও আপত্তি নেই বলে।

অনেকক্ষণ বৌদি দাদার চোখে তাকিয়ে থাকল। এমন ঘৃণা, এত ঘৃণা, সৃষ্টি থেকে আজ অবধি যত ঘৃণা এ পৃথিবীর বুকে জমেছিল, সব জ্বলে উঠল সে দৃষ্টিতে। আবারই নিভে গেল।

বৌদি বলল, লিখে দাও যা লেখার। সই করে দিচ্ছি।

উঁহু। আমি অত কাঁচা ছেলে নই। নিজের হাতে লেখো। আমি ডিকটেট করছি। ঘরে চলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বৌদি ও দাদা ঘরে গেল।

মা বললেন, নাক চোখ ধুয়ে আয় খোকন। উঃ। মরে গেলে, আমি বেঁচে যেতাম। কালই আমি শচীদাকে বলে বেনারস চলে যাব। এখানে থাকবই বা কার কাছে? খোকা যাচ্ছে বিদেশে, আর তুই যাচ্ছিস...মানুষটা চলে গিয়ে আমাকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে গেল।

আমি মায়ের চোখে তাকিয়ে থাকলাম। জন্মদাত্রী বলে শ্রদ্ধা তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র অনুকম্পাও হচ্ছিল না আমার মায়ের জন্যে। এর আগে অনেকের মুখে শুনেছিলাম যে, বাঙালি পরিবারে সব চেয়ে অযোগ্য, অসৎ, কুলাঙ্গার যে সব সন্তান হয়, মা-বাবার স্নেহ তাদের প্রতিই সব চেয়ে বেশি থাকে। এবং সেই স্নেহ অন্ধ। এ কথা যে কতখানি সত্যি, তা এই মুহূর্তে মাকে দেখে এবং আমার সমস্ত জীবনের ভিত নড়ে যেতে দেখে তা মর্মে মর্মে বুঝলাম।

মা আমার কাছ থেকে সমবেদনা আশা করেছিলেন। আমি কিছুই না বলাতে এবং আমার চোখেও কোনও সমবেদনা না থাকাতে, মা স্বগতোক্তি করলেন, ছিঃ ছিঃ, তুই এত খারাপ হয়ে গেছিস, হয়ে যাবি, কখনও ভাবিনি। তোরই বা কী দোষ! মেয়ে তো নয়, ডাইনি। ওই চোখ দেখে যে-কোনও পুরুষই প্রেমে পড়বে। তোর বাবাকে বলেছিলাম, এখানে কোরো না সম্বন্ধ। তা না, সমস্ত পরিবারকে ছারখার করে দিয়ে গেল সর্বনাশী।

বৌদি বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

সকলের সামনেই দাদাকে বলল, তোমার বাচ্চা, তুমি নিশ্চয়ই চাও না।

—আমার বাচ্চা? তু-তু-তুমি ভাল করেই জানো...যে...

—আমি কি জানি না জানি সে কথা অবান্তর। তুমি চাও কি না, বলো?

—বাচ্চা আমারই নয়; তার আবার চাওয়া-না-চাওয়া...

—ঠিক আছে।

আমার দিকে ফিরে বলল, খোকন। আজ রাতটা আমাকে তোমার ঘরে শুতে দেবে? তোমার কাছে শোবো।

মা বললেন, অসহ্য। আমার অসহ্য ঠেকছে...

দাদা বলল, তুমিই দ্যাখো এসব ঢং-ঢাং মা। আমি আর কী বলব।

—খোকন।

বললাম, চলো। বৌদিকে নিয়ে ঘরে এলাম। বৌদি নিজেই দরজাটা বন্ধ করল। আমি ইজিচেয়ারটায় শুলাম। বললাম, তুমি খাটে শোও। আলো নিভিয়ে বৌদি দৌড়ে এসে আমার ইজিচেয়ারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আমার বুকের মধ্যে মুখ রেখে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফুলে, ফুলে, কিন্তু অস্ফুটে কাঁদতে লাগল বৌদি। আমার বুক, বৌদির চোখের জলে ভেসে যেতে লাগল।

—অনেক কথা ছিল বৌদিকে বলার। বৌদিরও হয়তো অনেক কথা ছিল আমাকে বলার। কিছুই বলা হল না।

কুণ্ডুদের বাড়ির পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজল।

জগুমামা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন, চোতন, অ্যাই চোতন। শিগগির দরজা খোল। দ্যাখ দ্যাখ ফুল্ললতা এসেছে। ওকে খুব মেরেছে রে! আহা! কী নিষ্ঠুর রে। যা যা, তাড়াতাড়ি যা।

তারপরই একটু ধ্বস্তাধ্বস্তির আওয়াজ। চোতন বোধহয় জোর করেই শুইয়ে দিল ওঁকে।

কে জানে। কে এই ফুল্ললতা? জগুমামা হয়তো বৌদির কান্না শুনেছিলেন। শোনবার কথা যদিও নয়। দাদাদের ঘর তো উল্টোদিকে। ওঁর এই ফুল্ললতার সঙ্গে বৌদির কি কোনও মিল আছে? কত রহস্যময় সব ঘটনা ঘটে এ পৃথিবীতে। কটি রহস্যের বা খবর রাখি আমি, এই প্রকৃতিতে, জীবনে, মৃত্যুতে, কত অভেদ্য রহস্যই না আছে।

বাইরে কী একটা রাত-চরা পাখি ডাকছে। পরশু দিন মহালয়া। শরতের মধ্যরাতের গায়ের গন্ধ, ঘাসের গন্ধ, জলের গন্ধ, পোকামাকড়, ইঁদুর বাদুড়ের গায়ের গন্ধে মিশে, শিশিরের গন্ধে মজে-হেজে নীল কুয়াশার মতো দিকদিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে। শিউলি ফুলের গন্ধও সেই কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে।

বৌদির কান্না থেমে গেছিল। বৌদির মাথা থেকে হাতটা নামিয়ে পিঠে রাখলাম। আমার সারা শরীর শিরশির করে উঠল। শিউলি ফুলের গন্ধে ভরে গেল রক্তমাখা নাক। আমার রক্তে শিউলি-গন্ধের বন্যা এল।

বললাম, বৌদি।

—উঁ ?

—ওঠো, চলো, খাটে শোবে। বৌদি উঠে দাঁড়াল। বলল, আমাকে আর কখনও বৌদি বলে ডাকবে না।

কী বলে ডাকব ?

—তোমার যা খুশি।

—তুমিও আমাকে খোকন বলে ডাকবে না।

বৌদি যেন হাসল একটু মনে হল, অন্ধকারেও।

তোমার যা খুশি।

বৌদিকে হাত ধরে খাটের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলাম অন্ধকারে, এমন সময় জগুমামার গান ভেসে এল। গভীর রাতের স্তব্ধতাকে গভীরতর নিক্কনে ভরে দিল সে গান। যে গান হৃদয়ের গভীর কোণ নিংড়ে নিংড়ে গাওয়া হয়, সে গান তো শ্রোতার হৃদয়ের গভীরে গড়িয়ে যাবেই। লখীন্দরের বাসরঘরে অনুপ্রবেশকারী সাপেরই মতো সূক্ষ্ম শরীরে তা সর্বত্রই প্রবেশ করবে।

কিন্তু দাদা ! আমার দাদার দুর্মর হৃদয়ে কি বৌদির গান কখনও একটুও টোল ফেলতে পারেনি ? কে যেন বলেছিলেন ? যে, গান না ভালবাসে, সে মানুষ খুনও করতে পারে। পারে বইকী ! আমি জানি খুনের চেয়েও বড় অপরাধ তারা করতে পারে।

জগুমামা নিচু গ্রামে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছিলেন গান। যেন কারও পাশে বসে কাউকে শোনাচ্ছেন। গভীর রাত বলে, সেই নিচু গ্রামের গানও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। জগুমামা সেই গানটিই গাইছেন : "কি করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালবাসে, আমি যাতনা বাঁধা সদা, ওগো সে পড়িল সেই ফাঁসে। বিচ্ছেদে যাতনা যত, কলঙ্কে কি ঘটে তত, সচেতন অবিরত মিলনেরই অভিলাষে।

কি করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালবাসে..."

বৌদিকে বিছানায় পৌঁছে দিয়ে ইজিচেয়ারের দিকে ফিরে আসছিলাম। অন্ধকারে বৌদি আমার হাত ধরল। লজ্জাবতী লতার মতো আমার হৃদয় বুঁজে এল। মুখে কিছু বলল না, নিজে পাশে সরে গিয়ে, একটা বালিশ আমার দিকে দিল। যতক্ষণ না শুলাম পাশে, হাত ছাড়ল না। আমি শোবার পর, আমার দিকে পেছন ফিরে, গুড়িসুড়ি হয়ে শুলো। আমি কখনও কোনও যুবতী নারীর অত কাছে শুইনি। বৌদির গায়ের গন্ধ আমার ফাটা-নাকের টাটকা রক্তের গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল। বুকের মধ্যে মালটিস্টোরিড বাড়ির পাইলিং হতে লাগল। বড় আনন্দ এই মুহূর্তে ; বড় কষ্টও।

ঘুম ভেঙে গেল পাখির ডাকে। কত পাখি ! বুলবুলি, টুনটুনি, মৌ-টুসকি, ঘুঘু, টিয়া, শালিক, চড়ুই এবং কাক। ঘুঘুও পাখি ! কাকও পাখি ! একটি ঘুঘুর মতো নরম আদুরে পাখির সঙ্গে একটি কাকের বিয়ে হয়েছিল দু বছর আগে। কাক তার বিষাক্ত ঠোঁটে ঘুঘুর নরম বুক ঠুকরে ঠুকরে খেয়েছে। পুবের জানালা দিয়ে শিউলি ফুলের গন্ধমাখা পুজো-পুজো নরম রোদ এসে পড়েছে বৌদির মুখে। বৌদি কেমন ছোট্ট মেয়ের মতো জড়োসড়ো হয়ে আমার বুকের কাছে পরম নিশ্চিন্তিতে, পরম সমর্পণে শুয়ে আছে। অসহায় ভঙ্গিমায় শুয়ে-থাকা ঘুমন্ত বৌদির দিকে চেয়ে আমার মনে হল,—যত ব্যক্তিত্বসম্পন্না, বিদুষীই হোক না কেন, এ দেশের মেয়েরা একজন পুরুষের অভিভাবকত্ব ছাড়া, প্রহরা ছাড়া, বোধহয় কখনওই সম্পূর্ণ হয় না। তাদের নারীসত্তা পরিপ্লুতী পায় না তা না হলে।

বৌদির শাড়ি উঠে গেছে পায়ের কাছে। বাঁ পায়ের গোড়ালি ডিম দেখা যাচ্ছে। পাখির মতো পায়ে রুপোর পায়জোড়। আমার ভীষণ ইচ্ছে হল পায়ে একটু চুমু খাই। নিজেকে সংযত করলাম। মুখ ঝুঁকে দেখলাম, খাট ছেড়ে উঠে।

www.BanglaBook.org

সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে অমন সুন্দর মুখটিতে ফোসকা ফেলে দিয়েছে আমার সহোদর।

কত রকমের পুরুষই না থাকে এ পৃথিবীতে! কত জাতের পুরুষ! পুরুষ হবে উদার, প্রেমময়, গভীর, ঋজু গাছের মতো সরল। আর নারী, সেই গাছ জড়িয়ে সোনালি স্বর্ণলতার মতো ছড়িয়ে থাকবে তার সমস্তটুকুতে, সুগন্ধে। এইই তো কথা ছিল। সব রাধার কপালে বোধহয় কৃষ্ণ জোটে না!

১১

জগুমামা নিজের মনে কাজ করছিলেন। দেখেই বললেন, আরে, এসো এসো। ওঁর গলার স্বর শুনে অবাক হলাম। সেই অপ্রকৃতিস্থ ভাবটা যেন নেই। তবে কি ভাল হয়ে গেলেন উনি? এমন সময়ে চোতন ঘরে ঢুকল, খুব হাসি-হাসি মুখে দরজা থেকেই ইশারাতে আমায় বলল, ভাল। তারপর ঠোঁট নেড়ে শব্দ না করে বলল, গান। কাল গান গেয়েই ভাল।

চা খাবে নাকি খোকন?

বাড়িতে আজ চা খাইনি। বৌদি চলে গেছে দাদা বেরিয়ে যাবার পর। আমাকে বলে গেছে সাড়ে এগারোটার সময় যেন বালিগঞ্জ স্টেশনে থাকি। স্টেশনরোডের পাশে, বাটার দোকানের সামনে। বৌদি বলেছে, একবার তার বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবে। দাদাকে আজ মাই-ই চা ও জলখাবার করে দিয়েছেন। বৌদি কিছু না খেয়েই গেছে। আমিও না খেয়েই বেরিয়েছি।

জগুমামা আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, কিছু খাবে না কি চায়ের সঙ্গে খোকন? তোমার মুখটা খুব শুকনো দেখাচ্ছে।

আপত্তি না করে বললাম, খেতে পারি।

চান করার পর খিদেটা বেশ পেয়েওছিল। চোতনকে ডেকে উনি মুড়ি মেখে আনতে বললেন, তেল, পেঁয়াজ, আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে।

ওঁকে জিজ্ঞেস করতে বড় লজ্জা করল, উনি কাল রাতে আমাদের বাড়ির চেঁচামেচি শুনেছেন কি না। তা ছাড়া রাতেও তো তিনি অপ্রকৃতিস্থই ছিলেন। এমন পাগলামির কথা শুনিনি কখনও। গান গাইলেই যাঁর পাগলামি সেরে যায় তিনি তো সাধারণ পাগল নন। কী একটা বই পড়ছিলেন উনি মনোযোগ সহকারে।

আমি কয়েকদিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাব। আপনার সঙ্গে দেখা হবে না বলেই আজ দেখা করে গেলাম।

বই থেকে মুখ তুলে বললেন, কোথায় যাবে?

ঠিক করিনি এখনও।

এমনি, হঠাৎ?

আর বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলেন না বলে আমিও বেঁচে গেলাম।

কী পড়ছেন? কথা ঘোরাবার জন্যে বললাম।

এই কচুরিপানার উপরেই। এই দ্যাখো, একোলজির উপরে একটি বই পাঠিয়েছে আমাকে, তোমার বন্ধু সৌমিত্র, একজনের হাত দিয়ে। দেখছি, হার শুধু আমারই নয়। আজ অবধি স্টেটস-এও কেউ কচুরিপানার বাড় এবং জন্ম নিরোধ করার জন্যে কোনও প্রেডেটর ইনসেক্টস আবিষ্কার করতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়াতে প্রিকলি-পিয়ার ক্যাকটাস আমদানি করেছিলেন ওঁরা গোচারণভূমির বেড়া হিসাবে ব্যবহার করবেন এবং খামার বাড়ির বেড়া দেওয়ার জন্য এবং তেমন প্রয়োজনে গরু মোষের খাদ্য হিসেবেও। যতদিন না একরকমের ইনসেক্ট প্যারাসাইট আবিষ্কার করে প্রিকলি-পিয়ারকে সামলাতে পারলেন ওঁরা, ততদিনে প্রায় ছ কোটি একর চাষের জমি ততদিনে প্রায় প্রিকলি-পিয়ারের দখলে চলে গেছিল। আমেরিকায় যাকে ওঁরা গোট-উইড বলেন, ইয়োরোপে তাইই সেন্ট-জনস্ ওয়ার্ট, ক্যালিফোর্নিয়াতে এক দুর্ঘটনাবশে এসেছিল গোট-উইড উনিশ শতকে। তাকেও একরকমের ইনসেক্ট প্যারাসাইট দিয়ে সামলাতে সামলাতে উনিশশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দ এসে গেল।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর ততদিনে আড়াই লক্ষ একর গোচারণের চমৎকার জমি গেট-উইড বা ওই ওয়ার্ট-কবলিত হয়ে গেল। তেমনিই উত্তর আমেরিকার লুইসিয়ানা, পশ্চিম আফ্রিকা এবং সুদানের কাছে কচুরিপানা রীতিমতো এক বিভীষিকাই হয়ে রয়েছে। কচুরিপানার কোনও ইনসেক্ট প্যারাসাইট বা প্রেডেটর আজ অবধি কোনও দেশই আবিষ্কার বা ডেভেলপ করতে পারেনি।

সুন্দর ফুল ফোটে, অর্কিডের মতো, তাই শখ করে ভেনেজুয়েলা থেকে আঠারোশো চুরাশি খ্রিস্টাব্দে কচুরিপানা আমেরিকার ন্যু-অর্লিনস্ এ প্রথম নিয়ে আসা হয়। আজকে শুধু উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেই নয়, এশিয়া আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় নদী পথগুলির নাব্যতা, হাইডাল-ইনস্টলেশানগুলোর কার্যকারিতা সবই নষ্ট করে দিচ্ছে কচুরিপানা। ইরিগেশানের কাজেও প্রচণ্ড অসুবিধার সৃষ্টি করছে।

চোতন চা এবং মুড়িমাখা নিয়ে এল।

চা খেতে খেতে জগুমামার দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, আজকের এই মানুষটির সঙ্গে কাল রাতের মানুষটির কোনওই মিল নেই। আবার তিনি লুসিড ইন্টারভ্যালে ফিরে এসেছেন। তা হলে, দাদাও কি পাগল হয়ে গেছে? আমার সহোদর? সে কি সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে, এরকম করতে পারে? দাদা যে মহাপুরুষ নয় তা আমি ছোটবেলা থেকেই জানতাম। কিন্তু মহাপুরুষ আর ক্রিমিন্যাল অমানুষের মাঝামাঝি অনেকগুলো পর্যায়ই তো ছিল! তার মাঝামাঝি যে-কোনও জায়গাতেই দাদা থেমে থাকতে পারত। এই যে জগুমামা পাগল হয়ে গেছেন, ওঁর পরিবারে আগে কেউ কি কখনও পাগল ছিলেন? মানুষ যে ভাল হয়, মন্দ হয়, সুস্থ হয়, অথবা পাগল হয় তার মূলে কি হেরিডিটি? না অন্যান্য ফ্যাক্টরও থাকে? জেনেটিকস সম্বন্ধে আমার জ্ঞান, ভাসা ভাসা। কিন্তু দাদা কালকে আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। একই মা-বাবার বিভিন্ন ছেলে-মেয়ে, চরিত্রে, বুদ্ধিতে, ভালত্বে, শুভাশুভবোধে, রুচিতে এত অবিশ্বাস্য রকম আলাদা কী করে হয়? এর কি কোনও ব্যাখ্যা নেই?

জগুমামা চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বললেন, কী ভাবছ খোকন?

বললাম ওঁকে। যা ভাবছিলাম।

ওঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা যে মানুষ এখনও পেয়েছে, এমন কথা বলব না। কিন্তু হিউম্যান জেনেটিকস-এ অনেক কাজই হয়েছে এবং আরও অনেক হবে। দারুণ ইন্টারেস্টিং সব ব্যাপার-স্যাপার।

কীরকম? একটু বলুন না।

মানুষের জন্ম হয় তার মায়ের ডিমের কোষ এবং বাবার বীর্যর একটি কণা নিয়ে। এই দুই কোষের মিলনেই আমরা এসেছি এখানে। এই কোষের উপাদান, ক্রোমোসোমস, স্ত্রী ও পুরুষের এই কোষের (ক্রোমোসোম সমেত) মিলনে একরকমের কেমিক্যাল তৈরি হয় বলে জানা গেছে। তাকে বলে ডিওকসীরিবুনোক্লীক অ্যাসিড। সংক্ষেপে বলে ডি. এন. এ.। অবশ্য এই অ্যাসিড তৈরি হতে কোষের প্রোটিন কম্পাউন্ডসও এতে মেলে। প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এই ডি. এন. এ. কম্পোনেন্টই মূল ব্যাপার। মানে, ইট রিপ্রেজেন্টস দ্যা ফিজিকাল বেসিস অফ দ্যা হেরিডিটারি মেটিরিয়াল। মনে হয়, এই ডি. এন. এ-র মলিকিউলের কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের তারতম্যের উপরই এক-একটি জিনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। পলিফারেশান, ডিফারেনসিয়েশান-এর মধ্যের মধ্যে দিয়ে মানুষ সৃষ্টির কাজে এগোয়। একজন মানুষের সঙ্গে তার মা এবং বাবার জেনেটিক রিলেশান ঠিক কী, তা বুঝতে হলে ক্রোমোসোমপেয়ারস্ অর্থাৎ মা ও বাবার ডিম ও বীর্যর যাকে বলি আমরা গামেটস্; তার উৎপত্তি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয়। জীবনের উন্মেষ হয় সাধারণত গামেটস্‌দের র‍্যান্ডাম্ ইউনিয়নে। বাংলায় কী বলব? এই ধরো, এলোমেলো অবিন্যস্ত মিলনে। এই প্রত্যেকটি সেলের মধ্যে অসংখ্য ক্রোমোসোমস্ থাকে, যারা পুরনো জিনদের আশ্চর্য সংমিশ্রণে তৈরি নতুন জিন। এই জিন-এর মধ্যে পসিবল হেরিডিটারি কম্বিনেশানস্ যে ঠিক কত সংখ্যায় থাকতে পারে তা বলা অসম্ভব। আজ অবধি অসম্ভব। বিজ্ঞানের জগতে অসম্ভব বলে কিছু আছে বলে মানি না আমরা। যদি একেবারে নেহাৎ গ্রস আন্ডারএস্টিমেট করো, তা হলে, প্রতি ক্রোমোসোমের মধ্যের দুটি বিভিন্ন জিন-এর একটি জোড়াতেই যে কোনও ভাবী মা-বাবার পক্ষে, মানে একটি

www.BanglaBook.org

দম্পতির পক্ষে, উনিশ লক্ষ কোটি জেনেটিকালি ডিফারেন্ট কাইন্ডের স্পার্ম ও এগস্ প্রডুস করা সম্ভব। এও বলা চলে না যে, এই উনিশ লক্ষ কোটি বা ট্রিলিয়নস্ স্পার্মও এবং এগস্-এর মধ্যে বাবা ও মায়ের পূর্বপুরুষদের স্পার্ম বা এগস্-এর সঙ্গে কোনওরকম মিল থাকবেই। তা হলেই বোঝো, ব্যাপারটা এখনও কত আনপ্রেডিকটেবল্ আছে।

হিউম্যান জেনেটিকস-এ আর একটি বড় কথা...

ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমার তাড়া আছে আজ ছোটমামা।

উনি আহত হয়ে, থেমে গেলেন। বললেন, কলকাতার বাইরে কি আজই যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

আমার মন বড় ভারাক্রান্ত ছিল। আজ সকালে এত সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শোনার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না।

কথা ঘুরিয়ে বললাম, ছোটমামা আমার প্রশ্নটা বোধহয় আপনি ঠিক বোঝেননি। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক বাবা-মায়ের সন্তানরা বিপরীত চরিত্রের কেন হয় তার কোনও কারণ আপনার জানা আছে কি না!

আমার গলার সুরে ছোটমামা উষ্মা এবং উত্তেজনা লক্ষ করে থাকবেন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কী হয়েছে, বলো তো খোকন ?

সামলে নিয়ে বললাম, কিছু তো হয়নি।

তোমাদের বাড়িতে কাল রাতে কোনও অপ্রীতিকর কিছু কি ঘটেছিল ?

আমি বললাম, আমাদের বাড়িতে ? না, না সেরকম কিছু তো নয়। বৌদির দাঁতে হঠাৎ খুব ব্যথা হয়েছিল, তাই মা আর দাদা উঠে নুনজল ওষুধপত্র ইত্যাদির বন্দোবস্ত করাতে বোধহয় শোরগোল হয়ে থাকবে। তা ছাড়া কিছু তো হয়নি।

বাঃ। না হলেই ভাল। আমি ভাবলাম কী না কী হল রে বাবা। আসলে ওই চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেছিল। তারপরই একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখলাম। আমার খুব পরিচিত, খুবই ঘনিষ্ঠ একজন এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছেন। তার সঙ্গে আমার গানের জিতালি ছিল, আমারও যখন তোমার মতো অল্প বয়স ; সেই সময়ে। তাঁকে দেখে ঘুমের মধ্যেই বোধহয় গান গেয়ে থাকব। চোতন তাই-ই বলছে। বলছে, কাল রাতে ঘুমের মধ্যে গান গেয়েছি। এ কি হয় ? বলো ? ঘুমের মধ্যে গান নিশ্চয়ই গাওয়া যায়, কিন্তু সে গান তো অন্য কারও শুনতে পাওয়ার কথা নয়। চোতন বলছে, সে নাকি শুনেছে।

আমিও শুনেছি। কী চমৎকার গান গাইতে পারেন আপনি।

থামো থামো। চমৎকার অনেক কিছুই করা যায়, তাতে পৃথিবীর কিছুমাত্র উপকার হয় না। কোনও একটা জিনিস নিয়ে পড়ে থেকে শেষ পর্যন্ত জিতে যেতে যদি পারো, তবেই জীবনে করার মতো কিছু করা হল। না জিতলেও হয়, কিন্তু খোঁজ চালিয়েই যেতে হবে। ড্যু মাস্ট ফিক্স ইওর প্রায়রিটি ইন লাইফ, খোকন। তুমি এখনও ছোট। তোমার সামনে মস্ত জীবন পড়ে আছে। জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়ে এগিয়ে যাও, একদিন না একদিন লক্ষ্যে পৌঁছবেই।

আমি চুপ করে ছিলাম। জগুমামার মতো লোক আজকাল বড় বেশি দেখি না। এখনকার মানুষেরা ভাবে না মোটেই। তাই, অন্যকে ভাবাতেও পারে না। সবাই যেন কেমন জোতে-ভাসা, হালকা, সস্তা, খড়-কুটোর মতন। শ্রদ্ধা করার মতন মানুষ দেখি না একজনও।

ছোটমামা আবার বললেন, আমি কচুরিপানা নিয়ে পড়ে আছি আজ কত বছর। আসলে কচুরিপানা তুচ্ছ হতে পারে ; কিন্তু আমার উদ্দেশ্যটা কিন্তু তুচ্ছ নয়। কোনও উদ্দেশ্যই তুচ্ছ নয়। কখনও।

বললাম, হিউম্যান জেনেটিকস্ সম্বন্ধে আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন যেন আপনি ?

হ্যাঁ। আর একটা বড় ফ্যাক্টর আছে। এনভায়রনমেন্ট। হেরিডিটিকে বলা হয় নেচার। আর এনভায়রনমেন্ট, হচ্ছে নারচার। এই হেরিডিটি আর এনভায়রনমেন্টের ইনটার-অ্যাকশানে নানারকম ব্যাপার-স্যাপার ঘটে। ফ্রাটার্নাল টুউনস্, অর্থাৎ যমজের কথা আমরা জানি। যমজের স্টাডি করে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখা গেছে, তারা একসঙ্গে এক জায়গায় মানুষ হলে কী রকমের হয় ; আবার অন্যত্র হলে কী হয় ? মানুষের বুদ্ধি, আই-কিউ ক্রিমিনালিটি এসবের উপরেও কাজ চলছে।

আমার গরম নিশ্বাস পড়তে লাগল।

বললাম, ক্রিমিনালিটির উপরে কাজ করে কী জানা গেছে ?

ছোটমামা হাসলেন। বললেন, ক্রিমিনাল জিন নিয়েই কেউ জন্মায় যে, এমন নয়। তবে দেখা গেছে এবং এই মতের পেছনে সাক্ষ্যপ্রমাণও অনেক আছে যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব অনেকাংশেই নির্ভর করে বিভিন্ন জিন-এর সমষ্টির উপরে। কিন্তু এক-একটি জিনের প্রভাব আলাদা করে দেখলে তার প্রভাব খুব সামান্যই। যাদের জিন-এ ক্রিমিনালিটি ছিল, তাদের মধ্যে কারওকে সামাজিক চাপে পড়ে ক্রিমিনাল হয়ে যেতে দেখাও যায়। যদি এই সামাজিক চাপ কম বা প্রায় অনুপস্থিত থাকে তা হলে তার পক্ষে ক্রিমিনাল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

আমাদের দেশে, সামাজিক চাপের মতো আর্থিক চাপও নিশ্চয়ই একটা কারণ হতে পারে ? আমি বললাম।

নিশ্চয়ই পারে।

আর যাদের সামাজিক বা আর্থিক কোনও চাপই নেই, যারা কেবল লোভের জন্যে ক্রিমিনাল হয় তাদের মা বাবার জিন নিশ্চয়ই দূষিত ?

আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে, ডাউনস সীনড্রম, কনসেপ্ট অফ সুপার-মেলস, অ্যাকোনড্রোপ্লাসিয়ার স্টাডি, স্কিন-ক্যানসারে জিন-এর এফেকট ইত্যাদি সবই এর ফল। ইদানীং ছেলে মেয়ে হবার আগেই বাবা-মায়ের জেনেটিক কাউনসেলারদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কথাটিও আজকাল চালু হয়েছে অনেক দেশে। সত্যি কথা বলতে কী, হিউম্যান জেনেটিকস্-এ যে কাজ হয়েছে তার বেশিটাই ফিজিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্টের উপর। সাইকোলজিকাল অ্যাসপেক্টের গভীরে ঢুকতে আরম্ভ করেছেন সবে বিজ্ঞানীরা। তবে, সময় নেবে। মানুষের মনের রহস্যও সেদিন জানা হয়ে যাবে আমাদের এই গ্রহতে, সেদিন নতুন খোঁজের খোঁজে পাড়ি জমাতে হবে অন্য গ্রহে। খোঁজাই যে জীবন খোকন। খোঁজ থামানো মানেই, মৃত্যু।

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলে গিয়ে উনি থামলেন। বিড়ি ধরালেন একটা।

এমন সময় চোতন এল। এসেই খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, বাবু, মা ! হেই এককুনি এইলেন। এইস্যে গেইচেন।

ছোটমামার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, এসেছেন ? যা, যা, আজ খুব ভাল করে খিচুড়ি বানা গিয়ে।

আমি কিছু না-জানার ভান করে থাকলাম। কিন্তু চোতন চলে যেতেই উনি বললেন, জানো, খোকন। আমি আমার স্ত্রীকে খুব মেরেছিলাম একদিন। ভেবেছিলাম, ঘুমের মধ্যে মারছি। পরে, চোতনের কাছে শুনেছিলাম, কী করেছি আর করিনি। বড় লজ্জা হয়েছিল। আমরা দোষ ও গুণের মানুষ। আমার বাবা রাগী ছিলেন। প্রচণ্ড। হয়তো তাঁর জিন আমার শরীরে এসেছে। মায়ের একটু প্রভাব কম। মা ছিলেন মূর্তিমতী দুর্গা প্রতিমা।

উনি একটু চুপ করে থাকলেন। বললেন, কাউকে আবার বলো না যেন। বলতেও পারো। যা সত্যি, তাকে গোপন করার মধ্যে একটা নীচতা আছে। সেই নীচতার গ্লানি প্রকাশিত সত্যের গ্লানির থেকে অনেকই বেশি। তাই না ? রাগের মাথায় স্ত্রীকে মেরেছিলাম। স্ত্রীকে মারা গুণের কাজ নয়। কিন্তু মেরেছিলাম যে, এ কথাটা গোপন করা হলে, মারটা অভ্যেসেই দাঁড়িয়ে যাবে হয়তো।

আমার দিকে চেয়ে ছোটমামা বললেন, তুমি যেন কী বলবে বলে মনে হচ্ছে খোকন ? বলো না।

একটু কেশে বললাম, আপনাকে আমি একটু আগে মিথ্যে বলেছিলাম। আমার দাদা কাল বৌদিকে খুব মেরেছিল রাতে, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছিল...

ছোটমামা আঁতকে উঠে বললেন, উঃ থাক থাক আর বোলো না। সিগারেটের ছ্যাঁকা। ইসস্ বলো কী খোকন ? ফুল্ললতা ! এত কষ্ট ?

হ্যাঁ। বৌদিকে তাড়িয়েই দিয়েছে বাড়ি থেকে। আমাকেও তাই। অবশ্য না তাড়ালেও চলেই

www.BanglaBook.org

যেতাম।

থামো থামো। আর বলার দরকার নেই। এ কী ? কী সব হচ্ছে ?

আমাব গলা বুঁজে আসছিল। আশ্চর্য। একজন বাইরের লোকের কাছে, স্বল্পপরিচিতর কাছে আমার সমস্ত পরিবারের সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিলাম আমি। এবং এখন এই মানুষটির সঙ্গে কথা বলতে আমার গলা বুঁজে আসছে।

মাথা নিচু করে বললাম, আমি আমার দাদাকে ঘেন্না করি। ঘেন্না, ঘেন্না, ঘেন্না।

ছোটমামা চমকে উঠলেন। তারপর ইজিচেয়ার ছেড়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দুটি হাত রাখলেন আমার দু কাঁধে। বললেন, ওই কথাটিকে তোমার জীবনের ডিকশনারি থেকে মুছে ফেলতে হবে। বুঝেছ ! এ বড় সর্বনেশে কথা। বুকের মধ্যে যেই-ই একে স্থান দিয়েছে ; তারই বুকের রক্ত চুষে খাবে সে, সাপে যেমন গরুর পা জড়িয়ে তার বাঁট থেকে দুধ চুষে খায়। খবরদার। ঘৃণা কখনওই কাউকে কোরো না। যদি ক্ষমা না করতে পারো, তা হলে অনুকম্পা করো। চোতন, যেমন আমাকে করে। হিঃ হিঃ ঘৃণা। ফুল্ললতা। ঘৃণা। ফুল্ললতা। ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা বলে হঠাৎ অত্যন্ত জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ছোটমামা।

চোতন দৌড়ে এল এঁটো হাতে। ও বোধহয় জলখাবার খাচ্ছিল। এসেই, ওঁকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হল।

আমার দিকে লাল চোখে তাকিয়ে বলল, কী করলেন আবার আপনি ? এতদিন পরে ভাল কইরে আইনলাম আর ভকর-ভকর করে দিলেন মাথাটা গড়বড় করে। ছিঃ ছিঃ। দাদাবাবু, আপনার পায়ে পড়তিচি। দয়া কইরে একানে আর আসা-যাওয়া কইরবেন না আপনি।

জগুমামা চোতনকে বললেন, কী বলছিস রে ? কী বলছিস ? আঃ। ক্ষমা করো, প্লিজ ক্ষমা করো আমাকে। ঘৃণা করো না ; ক্ষমা করো। ফুল্ললতা।

আমি ছোটমামার চোখে তাকালাম। চোখটা আবার ঘোলা হয়ে গেছে। আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, কিন্তু অনেক দূরে আমার মুখ ভেদ করে, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে, লিচু গাছের ঝাঁকড়া শরীর ভেদ করে সে দৃষ্টি যেন দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। যেখানে সাদা গো-বকেরা ওড়াউড়ি করে, পানকৌড়ি, কচুরিপানার নীল ফুলের গন্ধ নেয় নাকে ; রেললাইনের পাশের কাশবন যেখানে হাওয়ায় দোলাদুলি করতে করতে বলছে, ছুটির সময় হল।

উঠে পড়ে বললাম, চলি। ছোটমামা।

বলেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম।

ছোটমামা পা নাড়লেন না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর, আমার মাথায় তাঁর দুটি হাত জোড় করে রাখলেন। মুখে কোনও কথা বললেন না।

আমার হঠাৎই মনে হল, বাবাকে প্রণাম করে, মাকে প্রণাম করেও এমন গভীর প্রশান্তি, এমন এক শান্ত সমর্পণের ভাব কোনওদিনও অনুভব করিনি। মনে হল, মা বাবাকে প্রণাম করেছি, প্রণাম করতে শেখানো হয়েছিল বলেই। পুজোর সময় দেবী প্রণাম করেছি একই কারণে। যা শেখানো হয়েছিল পরে তাই-ই অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমার জীবনে প্রণাম করার তাৎপর্য যেন এই-ই প্রথম আমার কাছে স্পষ্ট হল। অভ্যাস আর বিবেচনাধীন যুক্তি অথবা অন্তরের হঠাৎ উদ্ভিন্ন তাগিদে যে অনেকই তফাত সেই-ই প্রথম বুঝলাম।

বাইরে বেরিয়েই খুব হালকা লাগতে লাগল নিজেকে। কয়েক পা গিয়েই পিছন ফিরে চাইলাম। দেখি, জগুমামার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। সাদা খোলের, একটি খয়েরি পাড় শাড়ি পরে। মাথায় অল্প ঘোমটা। আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমার বিরুদ্ধে যত অনুযোগ, সবই চোতনের। ওঁর মুখে কোনও অনুযোগই নেই। এক স্নিগ্ধ, ক্ষমাময় হাসি লেগে আছে শুধু বাংলার শরতসকালের এই নরম রোদের মতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

১২

ট্রেনটা চলছিল হু-হু করে। অফিসের ভিড় এখন নেই। অপেক্ষাকৃত ফাঁকা কম্পার্টমেন্ট। ইলেকট্রিক লোকাল ট্রেনগুলো থামা অবস্থা থেকে যখন হঠাৎ চলতে শুরু করে, তখন যেন কেমন একটা হাহাকার তোলা আওয়াজ করে। বুকের মধ্যেটা খালি খালি ঠেকে।

কত ফেরিওয়ালা কত মানুষ, কত কী ফেরি করে বেড়াচ্ছে! কতরকম জিনিস। নিজের জন্যে হঠাৎ বড়ই কষ্ট হল আমার। এত লোক এত কিছুর পসরা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমার কোনও কিছুই নেবার নেই। নেবার পয়সা নেই বলে, এ দুঃখ নয়। সমস্ত অন্তর বলল, এর কোনও কিছুতেই যে আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনই নেই। এই অপ্রয়োজনের দুঃখের মধ্যে এক গভীর আনন্দ আছে। যে ক্বচিৎ জনে তা জানে, বোধহয় তারাই তা জানে।

দাদা আমাকে জীবনে একটা শিক্ষার মতো শিক্ষা দিয়ে দিল। বড় ভাল করেছে ও। যে-শিক্ষা আমাকে, বাবা, মা অথবা অন্য কোনও গুরুজনই কখনও দিতে পারেননি, সে শিক্ষাটা হল,—অপ্রয়োজনের শিক্ষা। প্রয়োজনের ভারে, জাগতিক উচ্চাশার জাঁতাকলে পড়ে দাদার যে অবস্থা হয়েছে আজকে, দাদাকে এত কাছ থেকে দেখলাম বলেই আশা করি আমার তা কোনওদিনও হবে না।

অনেক গুণও দিল দাদাটার। খুব ভাল ফুটবল খেলত, রাইট-ইন-এ। ক্রিকেটটাও ভাল খেলত। ওর হাতের লেগ-স্পিনে অনেক ঝানু ব্যাটসম্যানই কাবু হয়ে যেত। সুন্দর ইংরিজি বলত। বাংলা স্কুলে পড়া ছাত্রদের তুলনায় খুবই ভাল। স্মার্ট ; হ্যান্ডসাম। কিন্তু কী হলটা তাতে ? হলটা কী ?...

বালিগঞ্জ স্টেশনে নেমে ঝাটার দোকান অবধি হেঁটে গেলাম। এই দোকানের পাশের গলিতেই রীনাদের বাড়ি। মণিদীপার খুব বন্ধু ও। দারুণ সুন্দরী মেয়ে, অনেকটা বৌদি-বৌদি আদল আসে। মণিদীপার চেয়েও ওকে আমার অনেক বেশি ভাল লাগত। কিন্তু বিয়ে হয়ে গেল গত শীতে একজন দারুণ ছেলের সঙ্গে। ইলেকট্রনিকস্ ইঞ্জিনিয়ার। সাফল্য যার, সেইই ভোগ করবে এ পৃথিবী। সফল-ভোগ্যা বসুন্ধরা। আনন্দবাজারে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে সায়ান্টিস্টস বা রিসার্চ স্কলার পাত্র চেয়ে কি একটিও বিজ্ঞাপন থাকে ? সেখানে শুধুই ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট, কস্ট-অ্যাকাউন্ট্যান্ট, এবং ইঞ্জিনিয়ারদের ভিড়। ইদানীং আই-এ-এস এবং ব্যাঙ্ক অফিসারদেরও। এঁরা ছাড়া বাঙালি বাবা-মায়েরা আর কারও হাতে মেয়ে দিতে রাজি নন। তেমন বাবাদের মধ্যে বৌদির বাবাও একজন ছিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা, জীবনটা ; প্রচণ্ড অর্থময় আর অর্থকরী হয়ে গেছে। শুধুই পেট ভরাবার আর নোট-বাড়াবার তাগিদে ছুটোছুটি পড়ে গেছে চারদিকে। হুড়োহুড়ি। আর সেই দৌড়বীরদের জুতোর তলায় চাপা পড়ে মরছে যা কিছু সুন্দর, আমার বৌদির মতো, সব কিছুই। পায়ের তলায় পিষ্ট হতে, হতে ; গড়িয়ে চলেছে তারা—কারওই এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়িয়ে দেখবার সময় পর্যন্ত নেই ; তারা কি মাড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বৌদির পাত্তাই নেই। এদিকে পুজোর আগের সপ্তাহ। এমনই ভিড় যে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকার জো পর্যন্ত নেই। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন। বাজার করার বহর দেখে কারও যে অভাব আছে আদৌ কোনও, তা বিশ্বাসই হয় না।

এবার সত্যিই ভাবনা ধরিয়ে দিল বৌদি। চলেই যাব কি না ভাবছি, এমন সময় একটা সাদা গাড়ি প্রায় আমার পায়ের উপর দিয়ে চলে গিয়েই থেমে গেল। স্নিগ্ধ, বৌদির মামাতো ভাই, গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, উঠে আসুন সিদ্ধার্থ। আমি উঠতেই, গাড়ি ছেড়ে দিল।

স্নিগ্ধ, আমাকে একটি চিঠি দিল। বলল, রাধা দিয়েছে।

তারপর বলল, আপনি কোনদিকে যাবেন ?

আমার কোথাওই যাবার ছিল না। তবে, কোথাও একটা যেতে হবে। সঙ্গে তিরিশটা টাকা আছে। আর সম্বলের মধ্যে এইচ-এম. টি. হাতঘড়িটি এবং একটি শেফার্স অল-স্টীলের কলম। এবং আর একটি পার্কার ডুওফোল্ড। লাল রঙা। বাবারই কলম। বাবাই দিয়েছিলেন। বিক্রি করে

www.BanglaBook.org

কত পারি জানি না। এখন প্রদীপের সঙ্গে দেখা হলে, প্রদীপকেই আমায় বলতে হবে চাকরির কথা। কিন্তু চাকরি আমি করব না। ব্যবসা করব। দরকার হলে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে গামছা বিক্রি করব—। তবু, মাস-মাইনের চাকরি নেব না। এই ডিগ্রিতে কেই বা দেবে চাকরি। এদেশে একদিকে ডিগ্রি নিলামে ওঠে আর অন্য দিকে, বিবাহযোগ্য পাত্রীরা। কী অসম্মান, আত্মাবমাননা।

স্নিগ্ধ উত্তর না পেয়ে বলল, আমি কিন্তু চৌরঙ্গীর দিকে যাব, একবার পোদ্দারকোর্টে যেতে হবে অরুণ গুহর কাছে, সি. ই. এস. সি-তে কাজ আছে।

ওঃ। আমাকে এখানেই নামিয়ে দিন তবে।

আমি নেমে যাবার সময় স্নিগ্ধ বলল, আর শুনুন। এর পরের সোমবারও আপনি সকাল নটার সময় যদি এখানেই আসেন তো ভাল হয়। ও আপনাকে আরেকটি চিঠি পাঠাবে।

—কোত্থেকে ?

—সে সব আমি জানি না।

স্নিগ্ধর গলাতে অসৌজন্য প্রকাশ পেল।

গাড়িটা চলে গেল—

অসৌজন্য ছাড়া আর কী প্রাপ্য আছে আমার ? অন্য কেউ হলে দাদার অপরাধে আমাকে মেরে শেষ করে দিত, পুলিশে কেস করত, দাদা, বৌদিকে যা করেছে ; তার জন্যে। এরা অত্যন্ত ভদ্র এবং আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুপচাপ চুকিয়ে ফেলতে চাইছে চিরদিনের জন্য, তাই-ই এমন সৌজন্য। স্নিগ্ধর ক্ষণিক অসৌজন্য তাদের সৌজন্যেরই প্রমাণ। ব্যতিক্রমই, সাধারণ নিয়মকে প্রমাণ করে।

ব্যাম্বিনোর সামনে দাঁড়িয়ে চিঠিটা খুললাম। বৌদি কখনও আমাকে চিঠি লেখেনি এর আগে। তবে, তাকে আয়রনসাইড রোডের বাড়িতে ধোপার হিসেবের খাতা লিখতে দেখেছি। চমৎকার হাতের লেখা। ডানদিকে হেলিয়ে লেখে। কোথায় যেন পড়েছিলাম, যারা ডানদিকে হেলিয়ে লেখে, তারা খুব আশাবাদী হয়।

খামটা খুললাম। আশ্চর্য। কোনওই সম্বোধন নেই।

—"ঠিক করলাম তোমাকে এর মধ্যে না জড়ানোই ভাল। কারণ, কাজটা একটু ঝুঁকির। দায় যখন একা আমার, দায়িত্বটাও আমারই নেওয়া উচিত। তোমার দাদার কোনও স্মৃতিই আর রাখব না। নিজেকে আবার আমারই করে নেব। আমার একার।

আমি পরশু সকালে হাজারীবাগে চলে যাচ্ছি। বাবার সঙ্গে আমি দেখা করিনি। এখন মনে হয়, আমার আজকের অবস্থার জন্যে বাবাই অংশত দায়ী। ছোটবেলা থেকেই বাবার চেয়ে আমার বড়মামাই আমার অনেক কাছের ছিলেন। বড়মামাকে ছাড়া, আর কাউকেই সব ঘটনা বলিনি। বললে, সকলে বুঝতেন না। বাবা তো নয়ই।

তবে, অনুমান যে করেছেন, তা বুঝছি। বড়মামিমা আমার মুখের অবস্থা দেখে খুবই কান্নাকাটিও করেছেন। ভাইয়েরাও সকলেই উত্তেজিত। আমি প্রশমিত করার চেষ্টা করছি।

হাজারীবাগে পৌঁছে, বড়মামার যে লোক আমাকে নিয়ে যাবেন, তাঁর হাতেই তোমাকে চিঠি পাঠাব। এখন আর কিছু লেখার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা নেই। তুমি আমার জন্যে নিজের সব কিছু এবং নিকটতম মানুষদের ছেড়েছ। এ কথা যখনই মনে করি, তখনই বড় দুঃখ হয়। এবং আনন্দও হয়। শুধু দুঃখ অথবা আনন্দই নয়, এ অনুভূতি কৃতজ্ঞতাও নয়। বোধহয় তার চেয়েও অনেক গভীর অন্য কোনও বোধ।

আমি তোমার মতো গুছিয়ে লিখতে পারি না। ক্ষমা করো আমাকে। ভাল থেকো—

ইতি—তোমার বৌদি। বৌদি লিখে, সেটাকে কেটেছে। তার নীচে লিখেছে, রাধা।

এখন যাই কোথায় ? আয়রনসাইড রোডে গিয়ে শুভাকাকিমার কাছে দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিলেই হয়। তাইই মনস্থ করলাম। হেঁটেই চলে গেলাম। রোদটা এখন মিষ্টিই লাগে।

গিয়ে দেখি শান্টু একা বাড়িতে। আই. এ. এস.-এ বসবে। পড়াশোনা করছে। শুভাকাকিমা বাপের বাড়িতে গেছেন চন্দননগরে। পুজোর কাপড়-চোপড় দিতে। একেবারে কাকাবাবুকে অফিস থেকে তুলেই ফিরবেন। শান্টু খুবই খুশি হল। ফ্রিজ খুলে ঢালাও রান্নার অর্ডার দিল। এমনকী

www.BanglaBook.org

সাইকেলে করে বালিগঞ্জ ওয়াইন স্টোর্স-এ গিয়ে দিশি ক্যানড-বীয়ার নিয়ে এল আমাকে খাওয়াবে বলে। আমি এর আগে একদিন বীয়ার খেয়েছিলাম। তেতো-তেতো লাগে। তবে, আজকাল বীয়ার, রাম এসব না খেলে সকলে টিটকিরি দেয়। বন্ধুরাও। রবীন্দ্রনাথের তিন সঙ্গীতে "রবিবার" বলে একটি গল্প আছে। তার নায়ক অভীক একটি দারুণ কথা বলেছিল। বলেছিল, "আমি কোনও নেশাকে পেতে পারি ; কোনও নেশা আমাকে পাবে তা হবে না।" অভীককে আমার খুব ভাল লাগে। বাহাদুরি করার কত কিছুই তো ছিল। আমাদের প্রজন্মের ছেলেদের সব বাহাদুরি যেন মদ্যপানেই এসে ঠেকে গেছে! এসব কথা নিজের মনেই রাখি। জোরে বলার মতো সাহস নেই। আমি সত্যিই এ যুগে অচল, অপদার্থ।

আমি একটাই বীয়ার খেলাম। ও তিনটে। বাড়ির কথা সব জিজ্ঞেস করল। ভাসা ভাসা উত্তর দিলাম। বৌদির কথা জিজ্ঞেস করল। বৌদি আমাদেরই সমবয়সী বলে, ওদের সকলের সঙ্গেই খুব ভাব ছিল। সামনের মাঠে আমরা শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলতাম। খাবার সময় দেখলাম, দীপক কাকা লাঞ্চে এসেছেন। আমাকে দেখে, গাড়ি থেকে নামতে নামতে সকলের খবর নিলেন। খুব গান-বাজনা ভালবাসেন উনি। নিজেও খুব ভাল গান গান। বৌদিকেও স্নেহ করতেন খুবই। গানের কারণেই। এখনও খুঁজলে বৌদির, থুড়ি, রাধার গাওয়া গানের টেপ পাওয়া যাবে ওঁর কাছে।

কয়েকদিন এর বাড়ি ওর বাড়ি করেই কাটিয়ে দেব ঠিক করলাম। তারপর যে কী করব, তা ভেবেই পাচ্ছিলাম না। আমি যে সত্যিই একটি ভ্যাগাবন্ড, এতদিনে প্রথম তা হৃদয়ঙ্গম করলাম। দাদা, নেহাৎ মিথ্যা বলত না। মাথার উপরে একটি ছাদ এবং খিদের সময় একমুঠো ভাত যে কত দামি, তা বাড়ি ছেড়ে না-বেরিয়ে পড়লে হয়তো কখনও বুঝতেও পারতাম না। অনেক অসম্মান সয়েও তাই-ই অনেকেই অনেক জায়গায় পড়ে থাকে। পথে যারা বেরোয়, তারাই জানে যে পথ কাব্যি করার জায়গা নয়। মেয়েদের বেলা তো কথা আরও বেশি করে খাটে। পথ, তাদের অতি সহজেই অজগরের মতো গিলে ফেলে।

প্রদীপের বাড়ি, মোটার বাড়ি, রাসুর বাড়ি, উৎপলের বাড়ি এবং আরেকদিন হ্যারির বাড়িতেও কাটিয়ে দিলাম।

সোমবার ঠিক সময়মত রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাটার দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি, রীনা যাচ্ছে, রিকশা করে। আমাকে দেখে বলল, কী করছ এখানে? মণিদীপার কী খবর?

—ভাল।

—একদিন আসতে বোলো। বলে হাত নেড়ে চলে গেল।

ওর শ্বশুরবাড়ি বোধহয় কাছেই। সামান্য একটু মোটা হয়েছে। বড় করে টিপ পরেছে সিঁদুরের। আজকালকার মেয়েরা অনেকেই সিঁদুর পরে না, সিঁথিতেও সিঁদুর দেয় না। খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল ওকে। সমুদ্রের সাদা পাল তোলা জাহাজ অনেক নাগরদোলার নীল সবুজ সমুদ্র পেরিয়ে এসে নোঙর পেয়েছে যেন। বিয়ের পর পর মেয়েরা সবচেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে। রীনাকে দেখেই বুঝলাম। গর্ব-গর্ব ভাব, মুখে। যেন, বর্ষার জল পাওয়া মাধবী লতাটি।

সাদা গাড়িটা এল। স্নিগ্ধ নামল গাড়ি থেকে। মুখ দেখে মনে হল, আমার উপর রাগ বোধহয় নেই। নেই কেন? তা বুঝলাম না।

বলল, আপনার তাড়া আছে?

—আমার? তাড়া?

চমকে উঠেছিলাম।

বললাম, না। তেমন নেই।

—চলুন চা খাই।

বলে, গড়িয়াহাটের মোড়ে নিয়ে গেল গাড়ি করেই। চা খাওয়াল, দামি সিগারেট খাওয়াল, এটা ওটা কথা হল, তারপর একটি খুব মোটা খাম দিল আমাকে। বলল, হাজারীবাগ থেকে রাধা পাঠিয়েছে সেনবাবুর হাতে। এবার চলি। আজও যাব আদালত কোর্টে, রবীন্দ্রসরণীতে। সি. ই. এস. সি-তেই একটা কাজ আছে। কনস্ট্রাকশানের।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললাম, বিখ্যাত হাতি-শিকারি চঞ্চল সরকারকে চেনেন ?

—খুব চিনি। দারুণ লোক।

—হ্যাঁ। আমিও চিনি। উনিও তো ওই কাজই করেন, তাই না ?

—হ্যাঁ। ওঁর অনেক বড় কাজ। আমি তো সবে আরম্ভ করেছি। চলি—

—আচ্ছা !

চিঠিটা এখন কোথায় পড়ি ? হেঁটে হেঁটে বালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর পাশের ছোট পার্কটায় এলাম। পথে-ঘাটে খুব ভিড়। চিঠিটা খুললাম। খুলতেই, একটা একশো টাকার নোট গড়িয়ে পড়ল পায়ের কাছে। তাড়াতাড়ি পকেটে ভরলাম। একশো টাকা ; অনেক টাকা।

সিদ্ধার্থ,

এখানে এসে গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছি। তুমি যদি আমার পাশে থাকো, তাহলে সবই ঠিকঠাক করে নিতে পারব ; ভরসা আছে। বড়মামার বাড়ি নবাবগঞ্জে। আমি সে বাড়িতে উঠিনি। সরাসরি এসে, সীমারীয়ার পথে বানাদাগ বস্তির রাস্তার পাশে বড়মামার এই ফার্মে এসেই উঠেছি। সেনকাকা চারদিন আমার সঙ্গে থেকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। চল্লিশ একর জমি। বড়মামা সস্তার দিনে কিনেছিলেন। সামনেই শীত, তাই নানারকম ফসল লেগেছে এখন। গেঁহু, বাজরা, কিতারী, কুলমী, মটরছিম্মি। ফার্মের একেবারে মাঝখানে ছোট্ট বাড়ি আছে। দুটি শোওয়ার ঘর আর একটি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম। কুয়ো আছে। চারটি। তিনটি চাষের জন্যে। একটি খাওয়ার জলের জন্যে। বাড়ির চারপাশে ইউক্যালিপ্টাস, শিমূল, আকাশমণি, কৃষ্ণচূড়া এবং রাধাচূড়া গাছের সারি। বোগোনভোলিয়া এত এবং এতরকম আছে যে, লেখাজোখা নেই।

কিন্তু এখানে একটিও কদম গাছ নেই।

মুখপুড়ি রাধার জীবনে যদি কোনও কৃষ্ণ আসেই, তবে লাগানো যাবে। গাছ বড় বিশ্বাসী। কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, দুঃখ দেয় না, শোকে সান্ত্বনা দেয়, তাপে ও বর্ষাতে ছায়া দেয় ; একতরফা দিয়ে দিয়েই ভরিয়ে দেয় অন্যজনকে।

অনেকটা তোমারই মতো।

অ্যালেসেশিয়ান কুকুর আছে। ছিল দুটি। একটিকে সাত দিন আগে চিতাবাঘে নিয়ে গেছে। গরু, মোষ, মুরগি, ছাগল এবং শূয়োর আছে। এখানে আমার মতো একজন রিক্ত মানুষের পূর্ণ হবার সমস্ত সুযোগই আছে। জল পেয়ে যখন নতুন চারা গাছ উঁকি মারে লাল মাটির মধ্যে থেকে, পেয়ারা গাছে আর জাম গাছে রাতভর বৃষ্টির পর যখন রাতারাতি সবুজ বিপ্লব ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ কিশলয় অঙ্কুরিত হয় তখন তা যে দেখে, তার নিজের মধ্যেও অঙ্কুরোদগমের শিরশিরানি ওঠে। সেই অনুভূতিও অনেকটা কনসিভ করার অনুভূতিরই মতো।

তোমাকে বলার সুযোগ হয়নি এর আগে। আমি তোমার দাদার স্মৃতিকে আমার অনেক আদরের অন্ধকার গভীর গোপন অভ্যন্তর থেকে কুরে বের করে দিয়েছি। গায়নোকোলজিস্টরা আমাদের প্রাণের মতোই, অনেক সময় মানও বাঁচান। তোমার মা জানেন, সেই দান তোমার। তুমি জানো যে, তা নয়। কিন্তু তুমি একথা জানো না যে, তোমার কাছ থেকে কোনও কিছুই গ্রহণ করছে আমার আনন্দের শেষ থাকবে না। এ জীবনের বাকি যেটুকু আছে, অনেকই আছে ; সেটুকুতে যেন গ্রহীতার আনন্দে নিজেকে সুধন্য করে যেতে পারি। তুমি অনেক কিছুই জানো না। এও জানো না যে, তোমাকে অদেয় আমার কিছুমাত্রও নেই। ভাগ্যিস তুমি সব জানো না। কখনও সব জেনো না। বাকি রেখো কিছু, তোমার জানার ঘরে। একজন সর্বজ্ঞকে কাছ থেকে দেখে সর্বজ্ঞদের উপর ভরসা নেই আর আমার।

এখন বিকেল। একটু আগেই চা খেয়েছি। আজ দুপুরে ক্ষেতি-জমি তদারকিতে ঘুরে ঘুরে প্রায় মাইল পাঁচেক হাঁটতে হয়েছে রোদে রোদে। মাঝে এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। ভিজে চুপচুপ। কী যে ভাল লাগল। মনে হচ্ছিল, আবার স্কুলের মেয়ে হয়ে গেছি। নিষ্পাপ, পবিত্র ; সুন্দর। বিকেল হলেই, এখন এখানে গায়ে পাতলা শাল চড়াতে হয়। মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা। সামনের পথটি গেছে টুটিলাওয়া হয়ে সীমারীয়া। সীমারীয়া থেকে ডাইনে গেলে চাতরা। সোজা গেলে বায়ড়া

www.BanglaBook.org

মোড়। সেখান থেকে ডাইনে গেলেও চাতরা আর বাঁয়ে গেলে পালমৌর চাঁদোয়া-টোড়ি।

বড়মামার ফার্মে একটি জীপও আছে। হাজারীবাগে এবং অন্যান্য জায়গায় যাতায়াতের জন্য। সার, বীজ, ইনসেক্টিসাইডস বওয়ার জন্য। তুমি এলে, প্রতি রবিবার আমরা পিকনিক করব। হাজারীবাগের চারদিকে সীতাগড়হা, কান্‌হারী, সিলাওয়াড় ; কত পাহাড়। লাওয়ালঙের পুরনো রাস্তায় চলে যাব। এখানের লোকরা বলছিল, এখনও অনেক লেপার্ড আছে ওখানে। কোনও উইক-এন্ডে বা যাব রাজডেরায়া ন্যাশনাল পার্কে।

সামনেই গোন্দা ড্যামের উঁচু কালো সীমানা দেখা যাচ্ছে। গোন্দার রাজার একসময় খুব রমরমা ছিল। ড্যামের উপরে হুইসলিংটীল উড়ছে। দুটি কাক। বড় শান্ত ; নিস্তরঙ্গ ছবি।

এখানে কোনও অভাব নেই। ফার্মের চাল, ডাল, গমের আটা, টাটকা সবজি, গরুর দুধের ঘি। আর কুয়োর মিষ্টি জল। তবে, মাছ, পাবে না তেমন। লাটাখাম্বা উঠছে নামছে ক্যাঁচোর কোঁচোর করে। মোষে জল তুলে দিচ্ছে। সেই জল, নালা বেয়ে চলে যাচ্ছে খেতে খেতে, শির তুলে। দ্যাখো, কাজের কথা ছেড়ে, কী সব লিখতে বসলাম।

আমি জানি, তোমার আত্মসম্মান আছে বলেই, তুমি হয়তো এখানে আসতেই চাইবে না। তোমাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, তোমাকে এখানে কারও অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে আসতে বলছি না। আমারও নয়। এটুকু বুঝেছি যে, অনুগ্রহর সম্পর্ক থাকলে, সেখানে ভালবাসা ভিত পায় না। সেই কারণেই, তোমার প্রেমহীন ও প্রেমবোধহীন দাদার জোগানো খাওয়া-পরার মধ্যে আমার দম আটকে আসত। দিন বদলে গেছে। কালও। স্বামী বা স্ত্রী কারওই বোধহয় অন্যের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে বাঁচার দিন আর নেই।

বড়মামার এই ফার্মের যিনি ম্যানেজার ছিলেন, শর্মাজি, হঠাৎই সেরিব্রাল অ্যাটাকে মারা গেছেন দু' মাস হল। ওঁর জায়গায় একজন ম্যানেজার দরকার আমাদের। থাকা, খাওয়া-দাওয়া, সব ছাড়াও মাইনে পাঁচশো টাকা। তোমার মানসিকতা তোমার দাদার মতো নয়। টাকার প্রয়োজন অথবা টাকার উপর লোভ বাড়লেই বাড়ে। আমার তো মনে হয়, থাকতে এবং খেতে যদি খরচ না লাগে, তা হলে পাঁচশো টাকায় তোমার চলে যাওয়া উচিত। উপরন্তু একজন সেবাদাসীও পাবে। তার নাম রাধা। তোমার সিগারেটের খরচটা কিন্তু সেইই জোগাবে। এতে কোনও আপত্তি কোরো না। সিগারেট খাওয়া কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। নিজের তো বটেই এবং অন্যের স্বাস্থ্যের পক্ষেও। সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগগুলো এখনও গভীর হয়ে আছে। রোজ ড্রেস করি এবং বার্নল লাগাই। মনে হয়, আমার প্রেমের স্মারক হয়ে দু-একটি দাগ থেকে যাবেই।

এবারে আরও কাজের কথায় আসি। বড়মামা, বড়মামির এবং আমার সব ভাইয়েরই ওঁদের মেয়ে বা বোন নেই বলে, আমাকে নিজেদের মেয়ে ও বোন বলেই জানেন। বড়মামার এ বিয়েতে একেবারেই মত ছিল না। তোমার দাদাকে প্রথমদিন দেখেই উনি বলেছিলেন, (পরে মামাতো ভাইয়ের মুখে শুনেছি) যে, ছেলেটিকে অ্যানিম্যাল অ্যানিম্যাল দেখতে। রাধার সঙ্গে ওর একেবারেই মানাবে না। বাবা যে-কোম্পানিতে কাজ করতেন তাদের খাতাপত্রে কীসব গোলমাল ছিল এবং সেই কোম্পানির অডিটর ছিল তোমার দাদা যে ফার্মে কাজ করত সেই ফার্ম। আমার বাবা তোমার দাদার সঙ্গে কোনও গোপন ও দুরভিসন্ধিমূলক চুক্তিতে বদ্ধ হয় ফার্মের পার্টনারদের অজান্তে। তোমার দাদা অথবা আমার বাবা কে বেশি টাকা রোজগার করেছিলেন তা আমার জানার কথা নয়, কিন্তু করেছিলেন। বাবার নিজের কোনও কারচুপি ছিল কি না জানি না ; থাকলেও আশ্চর্য হব না। যে মানুষ, এমন করে নিজের মেয়েকে জলে ফেলে দেন তাঁকে বাবা বলে মানা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। বড়মামাকেই আমি বাবার আসনে বসিয়েছি। আজ নয় ; ছোটবেলা থেকেই। আমার বাবা, আমার মায়ের জন্যেও কিছুমাত্র করেননি। তাঁকে একবার দীঘা বা পুরী বা দার্জিলিং-এ পর্যন্ত বেড়াতে নিয়ে যাননি। যদিও, সেটুকু সামর্থ তাঁর চিরদিনই ছিল। উনি বড় শৌখিন মানুষ ছিলেন, শুনেছি। আর শখ বলতে কিছুই ছিল না বাবার। মেয়েরা স্বামীর কাছে কী চায় ? ন্যূনতম, কী পেলে তারা দাসী হয়েও থাকতে রাজি থাকে, সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা পর্যন্ত ছিল না তাঁর।

যাক এত কথা বলার দরকারও হয়তো নেই। নিজের বাবাকে অস্বীকার করতে এখনও লাগে,

www.BanglaBook.org

কারণ সংস্কারের শিকড় বড় গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। বোধহয়, সকলেরই তাইই থাকে।

এখানের এই ফার্মটি বড়মামা, আমার মামাতো ভাইদের এবং মামিমার সানন্দ সম্মতি নিয়ে আমার নামে দান করে দিচ্ছেন। সেনকাকা তারই দলিলপত্র ঠিক করতে এসেছিলেন। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তুমি আমারই ম্যানেজারি করবে। তুমিই যদি আমার ম্যানেজার না হবে, তা হলে কাকে আমি এই সুকঠিন ভার দেব ? তুমি ছাড়া আর কারও উপরেই যে আমার ভরসা নেই। তোমার সততা, তোমার চরিত্রের দৃঢ়তা, তোমার আন্তরিকতায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। যে কোনও সম্পর্কের মধ্যের সিমেন্ট হল সম্মান। সেই সম্মানের ঘরে যেই ঘাটতি পড়ে অমনি সম্পর্কে চিড় খায়। ঠিক যে কারণে, তোমার দাদাকে আমি ঘেন্না করি ; সেই একই কারণে তোমাকে সম্মান করি।

আরও একটা কথা। আমি চাই যে, তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকি বাকি জীবন। একসঙ্গে কাজ করি, মজা করি, গান গাই, গান শুনি, আদর করি একে অন্যকে। কিন্তু বিয়ে আমরা করব না। বিয়ে, একবার করেই আমার সাধ মিটেছে। বিয়েটা একটা প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার। প্রাপ্তবয়স্কদের, ন্যক্কারজনক পুতুলখেলা একরকমের। বিয়ে, একজন পুরুষ ও নারীর সব তারুণ্য, সব অনিশ্চয়তা মুছে ফেলে দিয়ে তাদের এক স্থবির, অনড় সম্পর্কে বেঁধে ফেলে। অপত্যস্নেহের ঘেরাটোপে। বিয়েটা একটা অভ্যেস, একটা একঘেয়েমি ; প্রচণ্ড বন্ধন একরকমের। অপত্যস্নেহ বিধাতার এক গভীর চক্রান্ত। বড় অমোঘ এবং অকটোপাসেরই মতো। মা হবার সম্ভাবনাটুকু দিয়েই তা বুঝেছি। আমি চাই, আমি আর তুমি সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে, স্বেচ্ছায়, প্রেমে, দুজনে দুজনের শরীর মনের শরিক হই। আমি জানি, তুমি ভাবছ, যে, আমার কি মা হবার ইচ্ছে নেই আর ? নিশ্চয়ই আছে সিদ্ধার্থ। যখন আমাদের দুজনেরই ইচ্ছে হবে আমরা আদরে আমাদের জাতককে আনব। সে তোমারই পদবি ব্যবহার করবে। সমাজে সে, বা তারা আমার এবং তোমার সন্তান বলেই পরিচিত হবে। আমাদের মা ও বাবা বলেই জানবে।

বিয়েও হবে আমাদের। কিন্তু, কবে বলো তো ? মৃত্যুর দিনে। যেইই আগে মরি না কেন, মৃত্যুর দিনে, ব্রাহ্মমতে, তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তোমার জীবন আমার হবে, আমার জীবন তোমার। আমাদের মিলিত জীবন সেদিন ঈশ্বরের হবে। অনন্ত জীবন, অনন্তেই মিলিত হবে।

তুমি হয়তো ভাবছ, এত সব কথা চিঠিতে লেখার দরকার কী ছিল ? তুমি এলেই তো বলতে পারতাম !

দরকার ছিল। তুমি যখন আমার বাবার কাছে বেনামে চিঠি লিখেছিলে এবং আমি তোমাকে অপমান করেছিলাম, তখন তুমি চুপ করে না-থেকে সব খুলে বললে, আমাকে সিগারেটের ছ্যাঁকা খেতে হত না। মার খেতে হত না। এবং তোমাকেও এ ভাবে সর্বস্বান্ত আশ্রয়হীন হতে হত না। তোমাদের পরিবার থেকে আমি সরে আসতাম।

জীবনে সময় খুবই দামি। এ কথা নিজের জীবন দিয়েই শিখেছি আমি। সময়ের জিনিস, ঠিক সময়েই করতে হয়, বলতে হয়, কোনও রকম সঙ্কোচ বা দ্বিধা না রেখে। একটুও দেরি না করে। নইলে, বড়ই অনুশোচনা হয় পরে।

জানো সিদ্ধার্থ ! জগুমামার কথা খুবই মনে পড়ে। আমিও কিন্তু এক দারুণ খোঁজে বেরিয়েছি। নিজেকে খুঁজতে বেরিয়েছি এই জীবনের সাঁঝবেলাতে এসে। সে সাঁঝবেলাতে, বেলা যায় যায় হয়েছিল, সুরের সঙ্গে সুরের মিলন যেখানে হয়নি ; সেই সাঁঝবেলা থেকে আমি আবার সূর্যোদয়ের মুহূর্তে ফিরে এসে জীবনকে নতুন করে খুঁজতে বেরিয়েছি। আমার হয়তো অনেকই দেরি হয়ে গেছে। তোমার বেলা এখনও আছে। দেরি কোরো না সিদ্ধার্থ। তোমাকে আমি যতখানি বুঝেছি, তুমি নিজে তোমাকে ততখানি বোঝোনি বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাড়াতাড়ি এসো। এলে, তোমার প্রিয় গান শোনাব তারাভরা আকাশের নীচে বসে—"আমি তোমার ধরব না হাত, নাথ, তুমি আমায় ধরো।"

তুমি আসবে বলে বসে আছি আমি কিন্তু। এসে আমাকে ধন্য করো। এবং নিজেকেও। আমার সমস্তটুকু আমিই তোমার। এক কণাও বাকি না রেখেই তোমাকে সব দেব। তুমি ভীষণ



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বোকা। কিন্তু ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ ভাল ছেলে। জান, ভালত্বর কোনও বিকল্প নেই। সত্যিই নেই।

শেয়ালদা-পাঠানকোট, দশটা পঁয়তাল্লিশে ছাড়ে বোধহয় শেয়ালদা থেকে। বিকেলে এসে পৌঁছবে সারিয়াতে, মানে, হাজারীবাগ রোড স্টেশনে। আমি ফার্মের জুগুনুকে আর ড্রাইভারকে সঙ্গে করে জীপ নিয়ে স্টেশানে থাকব। তোমার জন্যে চিড়ের পোলাও, ধনেপাতা দিয়ে, যেমন তুমি আমার হাতে খেতে ভালবাসতে, করে নিয়ে আর চাও সঙ্গে নিয়ে যাব হটকেস আর ফ্লাস্ক করে। একশোটা টাকা পাঠালাম ভাড়ার জন্য। নিজের কোনও জিনিস অলক্ষ্মীর মতো বিক্রি করবে না। করবে না কিন্তু, বলে দিচ্ছি। তোমার কোনও জিনিসই এখন আর তোমার একার নয়। একথা মনে রেখো।

আগামী মঙ্গলবার এসো। চিঠি পাবে সোমবার। এসো কিন্তু। আমি অনেক মাইল তোমার জন্য গিয়ে স্টেশানে বসে থাকব।

অনেক পথ এগিয়ে এসেছি তোমার সঙ্গে এক হব বলে। দেরি কোরো না একটুও।

—ইতি তোমার রাধা।

১৩

বীরজু খাটিয়াটা ফুটপাথের উপর পেতে দিল। বলল, শুয়ে পড়ুন।

এখন রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। পথে বিশেষ লোকজন নেই। শুয়ে পড়লাম, পায়ের কাছে চাদরটা নিয়ে, ঝোলা ব্যাগটাকে বালিশ করে।

আজকে চতুর্থ রাত। বীরজু আমার পুরনো পাড়ারই কাছের এক রাস্তার পরিচিত পানওয়ালা। ওরই দোকান থেকে সিগারেট খেতাম। ওই আমার ব্যাংকার, কাবুলিওয়ালা ; সবই ছিল। বীরজুর বাড়ি হাজারীবাগের পরে ঝুমরী-তিলাইয়াতে। ছোটবেলায় ওই অঞ্চলে আমি ছিলাম বটে, ওর সঙ্গে নানারকম গল্প হত। ও যখনই দেশে যেত, ফেরার সময় পাটনাই তিলে-খাজা আর বালুসাহী নিয়ে আসত ভালবেসে। ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দেখে, বাবা ঠাট্টা করে বলতেন, 'আ ম্যান ইজ নোন বাই দ্যা কম্পানি হি কিপস্।'

দাদার বন্ধুরা সবাই বড়লোকের ছেলে ছিল। বেশির ভাগই গাড়ি নিয়ে আসত। গাড়ির গল্প, ব্যবসার গল্প ; বড় বড় আলোচনা করত। ওদের নিজেদের জগৎ ছাড়াও যে অন্য একটা বিরাট জগৎ আছে সে বিষয়ে মনে হত ওদের কোনও বোধ পর্যন্ত ছিল না। সব সময়ই প্রফিট-বাড়ানো আর লোক-ঠকানোর আলোচনা করত তারা। দাদার বেশির ভাগ বন্ধুরই নিজস্ব কোনও পরিচয় ছিল না। কেউ বিরাট ব্যবসাদারের ছেলে, কেউ নামকরা ব্যারিস্টারের ভাগ্নে, কারও পিসে বা কোনও পার্টির পাণ্ডা। দাদার কোনও বন্ধুকেই সাহিত্য, বাগান বা অন্য কোনও অ-বস্তুতান্ত্রিক বিষয়ে আলোচনা করতে দেখিনি। একমাত্র আলোচনা ছিল টাকার এবং কী করে সহজে বিনা পরিশ্রমে আরও টাকা উপার্জন করা যায় তার।

বীরজু একটা পান সেজে দিল। নিজেও খেল। আজকে রান্না করেছিল ঝিঙের তরকারি, রুটি। সঙ্গে লেবুর আচার ছিল অবশ্য।

সরকারদের বাড়ির ভোজপুরী দারোয়ান হাঁটু মুড়ে বসে খৈনি মারছিল খৈতের তেলোয় আর গল্প করছিল বীরজুর সঙ্গে। এমনিই চলবে ওদের গল্প রাত বারোটা সাড়ে বারোটা অবধি। তার পর শোবে। কালকে মাঝরাতে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছিল। বীরজু তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দোকানের নীচে যে ঝাঁপ-ফেলা গর্ত-ঘর আছে তার মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে বলেছিল। বৃষ্টি থামলে, আবার বাইরে এসে শুয়েছিলাম। শীত বেশি পড়লে যখন বাইরে শোওয়া যাবে না, তখন ওই গর্তের মধ্যেই শোব আমি আর বীরজু। এমনভাবে যে থাকা যায়, তা আগে কখনও ভাবিনি। কিন্তু থাকা যায় যে শুধু তাই-ই নয় ; বৃহত্তর কলকাতার ফুটপাথে হাজার হাজার মানুষ এই ভাবেই থাকে।

সূর্য ওঠার অনেক আগেই ঘুম ভেঙে যায়। বীরজুর কাছে নিমের ডাল সাইজ সাইজ করে কাটা

www.BanglaBook.org

থাকে। টুথ-পেস্ট, টুথ-ব্রাশের অকারণ বিলাসিতা বর্জন করেছি। দাঁত মাজতে মাজতে পাশের বাড়ির মাহাতো দারোয়ানের কোয়ার্টারের লাগোয়া কলঘরে গিয়ে চান-টান সব সেরে ফেলি সারা দিনের মতো। বীরজুর দোকানের লাগোয়াই দীননাথের চায়ের দোকান। ফুটপাথেই। সে সাতসকালে এসে কয়লার উনুনে পাখার বাতাস করে করে আগুন জ্বালে। চা-এর জল চাপায়। চায়ে, প্রথম প্রথম ধুঁয়োর গন্ধ পেতাম। এখন আর পাই না। চা আর লেড়ে বিস্কুট দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাই কলেজ স্ট্রিট। আনন্দ পাবলিশার্স আর দে'জ পাবলিশিং থেকে এবং রূপা থেকে বই নিই, তারপর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের বাড়ি বাড়ি বই বিক্রি করি। একটা খাতা করেছি, তাতে কার কী বইয়ের প্রয়োজন, ইংরিজি, বাংলা নতুন অথবা পুরনো তার লিস্ট টুকে রাখি। পেলে, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকা কমিশনে পাই। দিনে দশ টাকা দামের তিন-চারখানা বই আর পনেরো কুড়ি টাকা দামের তিন-চারখানা বই বিক্রি করলেই কুড়ি পঁচিশ টাকা হয়ে যায়। এই বিক্রিতে এত কমিশন পাওয়া যায় জানা ছিল না। ভাগ্যিস এই চেনা-পরিচিতদের বাড়ি বাড়ি বই ফেরি করার কথাটা আমার মতো অন্য বেকারদের মাথায় কেউ দেয়নি এখনও ; দিলে এই লাইনও ক্রাউডেড হয়ে যেত। কিছু ক্যাপিটাল করতে পারলেই, ফুটপাথেই একটি বইয়ের দোকান দেব। যাদের বই বেশি বিক্রি হয়, এমন বাঙালি জনপ্রিয় লেখকদের মধ্যে দু তিনজনকে বেছে নিয়ে তাঁদেরই বই রাখব ঠিক করেছি। শঙ্কর, সমরেশ বসু এবং নারায়ণ সান্যাল, তাঁদের বইয়ে স্বাক্ষরও করে দেবেন বলেছেন। সেই জন্যে অনেক সাহিত্য-প্রেমীরা আমার কাছ থেকেই বই কিনবেন বলে বিশ্বাস আছে। এই ব্যবসাতে নেমে বুঝতে পারছি, বাংলা বই যা বিক্রি হয় কম করে তার দশগুণ বেশি বিক্রি হতে পারে যদি মার্কেটিং নিয়ে একজন প্রকাশকও ভালমতো মাথা ঘামান। আমি করব, ভাল করেই ব্যবসা করব পরে। প্রদীপটাকে পার্টনার নিয়েছি। প্রথমে আমার ক্যাপিটাল ছিল দুশো টাকা। বৌদি, থুড়ি, রাধার পাঠানো একশো টাকা আর কলম দুটো বিক্রি করে যে একশো টাকা পেয়েছিলাম, তাই। প্রদীপও ওর জামাইবাবু অশোকদার কাছ থেকে দুশো টাকা ধার নিয়েছিল। এই চারদিনে আমাদের দুজনের লাভ হয়েছে দেড়শো টাকা। সামান্য হলেও, রোজই ক্যাপিটাল রোটেট করেছে। এর মধ্যে অবশ্য পুজো সংখ্যাও বিক্রি হয়েছে বেশ কিছু। তবে বেশির ভাগই আগেই বেরিয়ে গেছিল। সেগুলোকে কব্জা করতে পারলাম না। নইলে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের আগে বলে রাখলে, শুধুমাত্র পুজো সংখ্যা বিক্রি করেই অনেক লাভ করা যেত। পরের বছর হবে।

বাড়িতে যে কত আরামে থাকতাম, তা এখানে থেকে বুঝেছি। সারা দিন পায়ে হেঁটেই ঘুরি। কোনও সস্তার হোটেলে বা ইডলি-দোসা খেয়ে দুপুরের খাওয়া সারি। পুঁটিরামের লুচি ছোলার ডাল অথবা বসন্ত কেবিনের কবিরাজি কাটলেট খাবার স্বপ্ন দেখি। রাতে, বীরজুর কাছেই খাই। তার জন্য মাসে ওকে ষাট টাকা করে দিতে হবে। খাটিয়াভাড়া, গর্তভাড়া, যখন প্রয়োজন হবে এবং রাতের খাওয়া নিয়ে। প্রতি রবিবার প্রদীপের বাড়িতেই খাই দুপুরবেলা। মাসিমা নিজে হাতে রেঁধে, যত্ন করে খাওয়ান। কষ্ট যেমন হচ্ছে, তেমন আশ্চর্য, এক তৃপ্তিও হচ্ছে একথা জেনে যে, একজন মানুষ যদি এত স্বল্পে তার জীবিকা নির্বাহ করতে পারে, তবে দাদার মতো, টাকারই জন্যে মনুষ্যত্ব এমন করে বিকোয় কেন ?

প্রদীপও খুব খুশি। কালকে বলছিল, কোন শালা বলবে যে, হাজার হাজার টাকা আর এয়ার কন্ডিশান্ড ঘর ছাড়া ব্যবসা হয় না ?

আমি হেসে বলেছিলাম, "অল বিগ থিংগস্ হ্যাভ স্মল বিগিনিংস।" বীরজুর মাসে কত রোজগার জানিস ? পান, সিগারেট, দেশলাই, সোডা, লেমনেড, বিড়ি ইত্যাদি বেচে।

প্রদীপ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছিল, কত ?

দেড় হাজার টাকা। ওয়াটার্লু স্ট্রিটের অ্যাম্বার আর পার্ক স্ট্রিটের কোয়ালিটির পাশের পানের দোকানগুলোর মুনাফা নাকি শুনি অনেক হাজার টাকা, প্রতি মাসে।

কত হাজার ?

দশ হাজার হওয়াও আশ্চর্য নয়।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলিস কী রে ? দ-শ হাজার ?

হ্যা রে। খুব বড় কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটরও এত রোজগার করে না। তার উপর যা রোজগার তাই-ই নেট প্রফিট। ট্যাক্স-ফ্যাক্সের বালাই তো ওদের নেই। স্যুটেড-ব্যুটেড পাতি-সাহেব চাকুরেদের কথা না হয় ছেড়েই দে। তবু, বাঙালিরা ব্যবসা করবে না। টাই-পরে, হাতে ব্রিফকেস নিয়ে গোলামি করবে সারা জীবন। একজন ফুচকাওয়ালার সমান রোজগার করে। দোকানই দেব একটা।

প্রদীপ আর আমি আমাদের এরিয়া ভাগ করে নিয়েছি। আমার এরিয়াতে প্রদীপের খদ্দেরদের আমি অ্যাটেন্ড করি আর ওর এরিয়াতে আমার খদ্দেরদের করে ও। সারাদিন পর ফিরে, চান করে, লুঙ্গি পরে, যখন খাটিয়াটা বের করে শুয়ে পড়ি খাবার আগে, তখন খুব স্বাধীন, ভারমুক্ত লাগে নিজেকে। বার্ট্রান্ড রাসেলের কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপিনেস বইটিতে পড়েছিলাম, "উই ডু নট স্ট্রাগল ফর একজিটেন্স, উই স্ট্রাগল টু আউট-শাইন আওয়ার নেবারস"।

এই কথাটা বোধহয় অনেকাংশে সত্যিই। আমার জীবনে এমন হঠাৎ পরিবর্তন না এলে এ কথাটার তাৎপর্য অজানাই থাকত। খাটিয়াতে শুয়ে বিনি পয়সার পথের আলোতে বইও পড়ি অনেক। খেতে খেতে সাড়ে-দশটা, পৌনে এগারোটা বেজে যায়। তার আগে কাজ শেষ হয় না বীরজুর। ধোওয়া-ধুয়ি, মোছামুছি করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর সবে শুয়েছি, কে যেন অনেকক্ষণ ধরে শব্দ করে হাই তুলল উল্টো দিকের ফুটপাথ থেকে। একটা গাড়ি চলে গেল জোরে, হর্ন বাজিয়ে। একদল অবাঙালি মেয়ে-পুরুষ খুব সেজে-গুজে পারফ্যুমের গন্ধ ছড়িয়ে, গাড়ি থামিয়ে পান খেতে চাইল। বীরজু সবিনয়ে বলল, বন্ধ হো গ্যয়া হায় হুজৌর। গাড়িটা থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বলল, আরে, খোলো ফিন। বারা মিঠা লাগাও। চমনবাহার ডালেগা। ঔর তিনশো-যাট জর্দা। চার মিঠা, বেগর-জর্দা। বলেই, একটা পঞ্চাশ টাকার নোট এগিয়ে দিল বীরজুর দিকে। বীরজু উঠে দোকান খুলে, পান লাগিয়ে দিল। বাবুরা চেঞ্জটা আর নিলেন না।

গাড়ি চলে গেলে বীরজু বলল, বহত্ বড়া শেঠ্। বহত্ চায়ে কম্পানিকা মালিক হ্যায় উনলোগোনে।

কামায়া কিত্না ? বকশিস্ লে কর ? বীরজুকে শুধোলাম।

তিশ রূপায়া হোগা। খুদা যব্ দেতা, অ্যাইসাহি ভেজ্তা।

আমি পাশ ফিরে শুয়ে, ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। খাটিয়াটা ভীষণ নড়ছে। চমকে, চোখ খুলে দেখি, একটা খোঁড়া রোগা ষাঁড় খাটিয়ার সঙ্গে তার খোঁড়া পাটা ঘষে ঘষে চুলকাচ্ছে। চোনা আর গোবরের গন্ধে নাক ভরে গেল। পাড়া-গাঁয়ের গরু ষাঁড়ের গায়ে একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ থাকে। কলকাতার ষাঁড়গুলোর গায়ে খচ্চরের গায়ের দুর্গন্ধির মতো দুর্গন্ধ। সহ্য করা যায় না।

শেষ রাতে আবারও ঘুম ভেঙে গেল। ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ি গেল একটা ঘণ্টি বাজিয়ে। আর ঘুম এলই না। আমার মাথার উপরেই প্রায় সরকারদের বাড়ির কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে আসা প্রাচীন কৃষ্ণচূড়ার চন্দ্রাতপ। তার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। একবার মায়ের কথা মনে হতেই বড় দুর্বল বোধ করলাম। নাড়ির টান কথাটার বোধহয় কোনও গভীর তাৎপর্য আছে। বড় গভীরেই ওর যাতায়াত। তারপর মনটাকে শক্ত করলাম। আপাতত কিছুই করার নেই। মা নিজের ভুল বুঝবেন নিজেই। তখন দেখা যাবে। রাধার কথাও মনে হল। মানে, বৌদির কথা। এই শেষ রাতে তার বড়মামার ফার্মের পিছনে নেকড়ে বাঘ দেখে নাইটজার পাখি বোধহয় ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ডেকে ডেকে বুকের মধ্যের সব ফাঁকিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। কুপোকাত পাখি সারা রাত এক তালে, এক লয়ে, ডেকে চলেছে টাকু-টাকু-টাকু-টাকু। মিষ্টি ঠাণ্ডার রাত। বোধহয় পাশ ফিরে শুলো। কম্বলটা ভাল করে টেনে নিয়ে। তার ঘরের টেবলের উপর লণ্ঠন জ্বলছে। মটরছিম্মি খেতে খরগোশ দেখে বারান্দার অ্যালসেশিয়ান মেঘ গর্জনের মতো ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। নাইট-গার্ড আর্মি ডিসপোজালের খাঁকি ওভারকোট আর টুপি পরে, নল-বসানো লাঠি ঠুকে হুঁশিয়ার দিল, জাগত্

www.BanglaBook.org

হো-ও-ও...

এতদিনে বৌদি, আঃ রাধা, বোধহয় আমার চিঠির জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে। চিন্তাও করছে হয়তো।

ওর চিঠিটা পড়েই, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম একটা। "কনগ্রাচুলেশানস্। ক্যানট কাম ন্যাউ। লেটার ফলোজ। প্লিজ ডু নট অ্যাটেন্ড স্টেশান টুইসডে।"

কাল রবিবার। পুজোর বাজার। সকাল থেকে এখানেও ভীষণই ভিড় হয়ে যায়। তাই ভাবলাম, ঘুম যখন ভেঙেই গেল, এখনই চিঠিটা লিখে ফেলি। উঠে বসলাম। খোঁড়া ষাঁড়টা পা টেনে টেনে আবার ফিরে আসছিল এদিকে। গভীর রাতে কলকাতার পথে, লজ্জায়, চুপিচুপি, পরাজিত সম্রাটের মতো। কোথায় গেছিল ও কে জানে ? এমন শারদ রাতে সে কি কোনও বিশেষ গরুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এই নিষ্ঠুর শহরে ?

জগুমামার কথা মনে পড়ে গেল। কেমন আছেন, কে জানে। কচুরিপানার ভবিষ্যৎ-এর খোঁজও জানি না। খোঁজা বন্ধ করেননি নিশ্চয়ই তিনি। জগুমামার কথাগুলি কানে ঝমঝম করে বাজে ; খোঁজ রে, পাগলা খোঁজ।

মাথার নীচ থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে সাদা প্যাড আর বলপয়েন্ট পেনটা বের করলাম। এখন এই ব্যাগটির মধ্যেই আমার তাবৎ জাগতিক সম্পত্তি থাকে। সম্পত্তিও বাহুল্য যদি কারও কাছে আনন্দের সম্পত্তির সামান্যতাও তেমনি আমার কাছে আনন্দের। বড় ভারমুক্ত, স্বাধীন লাগে আজকাল সব সময়। চার আনা দিয়ে কিনেছি এই বলপয়েন্টটা কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে। শেফার্স, পার্কার, ডুওফোল্ড এসব কলম, এখন আমার কাছে বাহুল্যই হয়ে গেছে। কত সহজ, অনাড়ম্বরে, মানুষের যে কাজ চলে যায়, জীবন কেটে যেতে পারে, এ কথাটা মেনেও যেন জানা ছিল না এতদিন। যে-কোনও জানারই স্বরূপ বোধহয় অনাবিষ্কৃত থাকে, তার মধ্যে দিয়ে নিজে সাঁতরে না গেলে।

প্যাডটা হাঁটুর উপর রেখে, পথের আলোয় খাটিয়াতে বসে লিখতে শুরু করলাম।

কল্যাণীয়াসু রাধা,

তোমার সুন্দর চিঠি পেয়ে খুব ভাল লাগল।

তোমার কাছে আমার অনেক কৃতজ্ঞতা। তুমি যা আমাকে দিয়েছ, সেই দান অপরিশোধনীয় ঋণ হয়ে থাকবে আমার কাছে। কিন্তু এখনই সে ঋণের ভার আর বাড়াতে চাই না।

তোমার প্রস্তাব বিবেচনা করেছি। মহৎ। কিন্তু সে প্রস্তাবও এখনই সমর্থন করার মতো সাহস আমার নেই। চাকরির কথাটাই বলছি। তুমি যা লিখছে, সবই মানি। তবু, আমার মতো অসহায় ভ্যাগাবন্ডের মনের কোণেও একটি ভারতীয় মেল-শভিনিস্ট বাস করে। তার তুমুল আপত্তি আছে এই লোভনীয় চাকরি গ্রহণ করতে। তোমার চাকর হয়ে থাকলে, আমাদের সম্পর্ক কখনও সম্মান পাবে না। তুমিই লিখেছ সব সম্পর্করই সিমেন্ট হল সম্মান। আশা করি, আমাকে ভুল বুঝবে না।

দেরি কিছুই হয়নি। আমাদের দুজনেরই জীবনের দিন এখনও তরুণ। অনেকই বাকি আছে হাতে। তাড়াহুড়োর কোনওই কারণ নেই।

তোমার অন্য সব শর্তই মানতে আমি সানন্দে রাজি। শুধু আমাকে একটু সময় দিয়ো। ৩ মাস ছয়েক বাদে আমি না হয় তোমার কাছে দিন সাতেকের জন্য বেড়িয়ে আসব গিয়ে। ছ মাসের মধ্যে আমার খোঁজ কোরো না কোনও। করলেও, পাবে না। আমার ঠিকানা বলেও কিছু নেই এই মুহূর্তে। যদি চিঠি লিখতে চাও তাহলে বীরজু পানওয়ালা, কেয়ার অফ আওয়াত সিং, একশো পনেরো নম্বর, কালা কলমি রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯, এই ঠিকানায় লিখতে পারো। চিঠি আমার হাতে আসবে। এখানে স্নিগ্ধকে বা অন্য কাউকে পাঠিয়ো না। আমি না পেলেও, যিনি আসবেন, তিনি লজ্জা পাবেন।

তোমার মতো চিঠি লিখতে পারলে, লেখক হবার চেষ্টা করতাম। তোমার চিঠির মধ্য দিয়ে তুমি আমাকে হাজারীবাগেও বেড়িয়ে নিয়ে এসেছ। মাঝে মাঝে চিঠি লিখো। তাহলেই তোমার কাছে থাকা হবে, যতদিন না ফিজিক্যালি কাছে যাচ্ছি।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমি একটি ব্যবসা ফেঁদেছি কলকাতায়। যদি আদৌ তাকে ব্যবসা বলা যায়। তবে, আটাতে তেঁতুলবিচি বা সর্ষের তেলে মবিল মিশাচ্ছি না, এইটুকুই বলতে পারি। প্রদীপকেও সঙ্গে নিয়েছি। প্রচেষ্টা, নিরতিশয় সামান্য রোজগারও আপাতত হাস্যকর। তবু, সম্মানের রোজগার। আশা করছি, তোমার পাঠানো একশো টাকা আগামী সপ্তাহেই শুধতে পারব। তবে, তোমার অনুমতি না নিয়েই সে টাকা আপাতত আমার ব্যবসাতে লগ্নী করেছি। যখন হাজারীবাগে যাব, তখনই শুধব গিয়ে যা কিছু আমি ধারি তোমার কাছে।

ভাল থেকো। তোমাকে আমার জন্যই ভাল থাকতে হবে। আজকে, তুমি ছাড়া আমার জীবনে দ্বিতীয় কোনও আত্মীয় নেই যে, একথা মনে রেখো। তুমিও যদি ফেলে দিতে, তবে যাওয়ার জায়গা থাকত না আমার কোথাওই। ভাগ্যিস ফেলোনি। তুমি খুব ভাল মেয়ে, তাই-ই এতরকম কষ্ট পেলে, এত কম বয়সে। যদি অধৈর্য না হও, তবে তোমার সব কষ্ট আমি লাঘব করে দেব। তোমাকে জড়িয়ে থাকব, যাতে তোমার গায়ে কোনওরকম আঁচ না লাগে। এসো, এখন আমরা দু জনেই কিছুদিন কষ্ট করি। তোমাকে আমার এবং আমাকে তোমার পাওয়ার সাধনা আমাদের করতেই হবে। সাধনা না করে, যোগ্যতা ছাড়া যা পাওয়া যায়, তা থাকে না। একথা নিজের জীবন দিয়েও নিশ্চয়ই বুঝেছ। ভাগ্যকেও মাঝে মাঝে স্বীকার করে নিতেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমরা দুভাবে আত্মীয়তা প্রাপ্ত হই। রক্তসূত্রে। আর অন্য, ব্যবহারিক সূত্রে। রক্তসূত্রের আত্মীয়তার মধ্যে কোনওই বাহাদুরি নেই, কারণ তা কাউকেই অর্জন করতে হয় না। জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়ে যায়। কিন্তু ব্যবহারিক সূত্রে, যে-সব আত্মীয়তার আমরা শরিক হই, সেই সব আত্মীয়তা অনেকই দামি। যে আত্মার কাছে, সেই-ই তো আত্মীয়। আমার জন্মদাত্রী মা, আমার সহোদর দাদা, তারা আমার আত্মীয় থেকে অনাত্মীয় হয়ে গেছে। তুমি, অন্য পরিবারের মেয়ে হয়েও, দাদার বিবাহিতা স্ত্রী হয়েও তোমার পবিত্রতা, তোমার আনন্দ বিধানের ক্ষমতা এবং মাথা উঁচু করে দুঃখ বইবার অসীম ঔদার্যর মাধ্যমে আমার এত কাছে চলে এসেছ। সবচেয়ে কাছে। তুমি আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসেছ। অথচ গা পোড়াওনি আগুনে। তুমি আমার পরম আত্মীয়া অশেষ আদর এবং সম্মানের।

তুমি যেদিন চলে এলে, সেদিনই সকালে জগুমামার কাছে বসে হিউম্যান জেনেটিকস সম্বন্ধে অনেক কথা শুনছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং। যখন দেখা হবে, বলব। অনেক অনেক কথা জমে থাকবে দুজনেরই যখন দেখা হবে তখন বলার জন্য। অনেক গানও। এবং আরও অনেক কিছু। কী ?

রাধারানী, তোমার খোকন যে সত্যিই খোকন নয়, এ কথাটা আমাকে প্রমাণ করতে দাও। সম্মানের সঙ্গে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে দাও নিজেকে। যাতে, মাথা উঁচু করে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। বড়লোক হতে চাই না, হবও না ; শুভকামনা কোরো, যেন সৎ হতে পারি ; যেন, লোভ জয় করতে পারি। একজন পুরুষের জীবনে, চারিত্রিক প্রবণতায়, তার নিকটতম নারীর ভূমিকা বোধহয় সব চাইতে বড়। তুমি অল্পে খুশি থেকো, আমাকেও তাইই থাকতে দিয়ো। এই চক্ষুলজ্জাহীন অশিক্ষিত মানুষ গিজগিজ করা অর্থলোলুপ পৃথিবীতে আমাকে সৎ থাকতে বোলো।

তুমি লিখেছ, ভালত্বর কোনও বিকল্প নেই। আমি বলছি, সততার এবং পরিশ্রমেরও কোনও বিকল্প নেই। প্রার্থনা কোরো, যেন আমাদের সন্তানরা দত্ত-অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা দাদার মতো চরিত্র নিয়ে না-জন্মায়। প্রত্যেক সংসারী মানুষেরই এক জীবনে দুটি জীবন। একটি জীবনে সে নিজে বাঁচে, নিজেই নিজের ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করে। অন্য জীবনটা তার নিজের জীবনের উপর সুপার-ইমপোজড্ হয়ে যায়। সেটা, তার জাতকদের জীবন। সেখানে তার ভূমিকা কিছুটা দর্শকের। সেই জীবনে তার চরিত্রের অনাবৃত প্রকৃতি প্রতিসরিত প্রতিভাত হয়। এই প্রতিসরণ তার নিজের ইচ্ছাধীন নয়। অমোঘ। সেখানে কোনও ফাঁকি বা চালাকি চলে না। ছেলে-মেয়েরা যদি ভাল না হয়, তবে নিজের চোখেরই সামনে প্রথম জীবনের সব পুঁজিই নিরুপায় ব্যর্থ হয়ে যাবে। অর্থের পুঁজি, পুণ্যের পুঁজি, ভালবাসার পুঁজি, সবই। দাদা এ কথাটাই বুঝল না। তুমি দেখো বৌদি, আমাদের সন্তানেরা নির্মল, সৎ, ঋজু জীবন পাবে। এই-ই হবে তাদের সবচেয়ে বড়

www.BanglaBook.org

উত্তরাধিকার।

তুমি আমার অনেক অনেক অনেক অনেক ভালবাসা জেনো। জগুমামার ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—
তোমার সিদ্ধার্থ।

চিঠি লেখা শেষ করে মুখ তুলে দেখি, ষাঁড়টা আমার সামনে দাঁড়িয়ে একমনে আমাকে দেখছে। পথের আলো ওর কালো পিঠে পড়ে অন্ধকারের স্তূপ গড়েছে পথের মাঝে। ও বোধহয় আমার কাছে একটু দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছে যে, ও একা নয়।

জগুমামা, জগুমামার স্ত্রী, চোতন, দাদা, আমি, মা, রাধা, জ্ঞানদা, প্রদীপ, বীরজু, দীননাথ, নিমীলা আমরা প্রত্যেকেই আসলে ভীষণই একা। মধ্যরাতের এই রোগা খোঁড়া ষাঁড়টারই মতো হা-হা একা। একেবারেই আলাদা আলাদা মানুষ একেক জন। প্রেম, জীবিকা, বিয়ে, সংসার, পার্টনারশিপ, অপত্যস্নেহ এ সব দিয়ে আমরা আমাদের এই একাকিত্ব ঘুচোবার মিথ্যে চেষ্টা করি, নিজেকে খুঁজে বেড়াই অন্যর মধ্যে আশ্বস্ত বোধ করার চেষ্টা করি অন্যের আশ্রয়ে, সাহচর্যে, অন্যের জন্য নিজেকে কষ্ট দিয়ে গর্ববোধ করি, আমি যেমন রাধার জন্য করছি, আর রাধা আমার জন্য। আসলে, আমরা প্রত্যেকেই বোধহয় নিজেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি অনুক্ষণ অন্যের মনের আয়নাতে। অসহায়ভাবে পরম অন্য নির্ভর হয়ে গেছে আমাদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব। বুদ্ধিমান মানুষদের এই সচেতন অথচ অর্থহীন পুতুলখেলা নিজেরই মধ্যে নিজেকে না খুঁজে, অন্যর মধ্যে নিজেকে খুঁজে মরা বড়ই মুখামির!

ষাঁড়টা পীচের রাস্তার উপর খুরে খুরে খটাস খটাস আওয়াজ করে বড় রাস্তার দিকে এগোতে লাগল, পা টেনে টেনে। ভাবনাও ভেঙে গেল।

চিঠিটা খামে বন্ধ করে ঠিকানা লিখে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিলাম। প্রদীপদের বাড়ি যাব আজ, রবিবার বলে। যাবার সময় মোড়ের ডাকবাক্সে ফেলে দেব চিঠিটা।

ভোর হয়ে এল। স্টিভেডর বোসদের বাড়ির ম্যাকাও ডেকে উঠল। এখানে ভড় কলোনির ভোর হওয়াটা খুবই মিস করি। এখানে শুধুই পিচ, কংক্রিট মালটি-স্টোরিড বাড়ির পাহাড়শ্রেণী, খাঁচা-বন্ধ দূরদেশী পাখির কর্কশ স্বর।

দীননাথ ঝোলা কাঁধে করে এল। বালিগঞ্জ স্টেশান থেকে হেঁটে আসে ও। খকখক খুক করে কাশতে কাশতে উনুন ধরালো। কয়লার ধুঁয়োয় ধুঁয়োয় ছেয়ে গেল চারপাশ। নানা লোকের গলা খাঁকারি আর কাশির শব্দে, বাস-মিনিবাসের ঘড়ঘড় আওয়াজ আর চোখজ্বালা করা ধোঁয়ায় আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতে লাগল। এই শহর, কলকাতা, এক কুৎসিত ডায়নোসর; যাকে আমরা সব্বাই তীব্রভাবে ঘেন্না করি এবং ততোধিক তীব্রতার সঙ্গে ভালবাসি।

ভোর হয়ে এল। জগুমামা কি ঘুমোচ্ছেন এখনও? উনি নিশ্চয়ই উঠে পড়েছেন। খোঁজের তাগিদে যাঁকে একবার পেয়েছে, তিনি কি ঘুমোতে পারেন?

এদিকে একটু সামলে নিয়েই, জগুমামার কাছে যেতে হবে। ওঁকে একবার রাধার কাছে হাজারীবাগে নিয়ে গেলেও মন্দ হয় না। গত বুড়ি বছরে মানুষটা নাকি একদিনও ওই বাড়ির বাইরে যাননি। অথচ তাঁর জগৎটাকে কত বিস্তৃত করে রেখেছেন উনি। আশ্চর্য!

হাজারীবাগেও কি এখন ভোর হব হব? রাধা কি ঘুমোচ্ছে? শরতের শিশির পড়ে আছে ঘন সবুজ কপি আর লেটুসের পাতায়, কড়াইশুঁটির খেতে। রোদ পড়ে, হিরের মতো ঝিকমিক করছে শবনম। বনমোরগ ডাকছে পেছনের টাঁড় থেকে। লাটাখাম্বাতে জল তোলার শব্দ উঠছে ক্যাঁচোর কোঁচোর। এই সময় কেউ বোধহয় নিচু গলায় গাইছে: "বাবা! মন্‌কা আঁখি খোল্, রে বাবা; মন্‌কা আঁখি খোল।"